নাগাশ্রমের অভিনয়।

প্রহসন।

মধ্যস্থপত্রে প্রথম প্রকাশিত।

অধুনা

বহু নূতন সংযোগ, পরিবর্ত্তন ও সংশোধন পূর্ব্বক

মহর্ষি-খগেন্দ্র-ভক্ত

শ্রীযুক্ত বাবু শিখীন্দ্রচন্দ্র নাগান্তক মহাশয়ের

অনুমত্যনুসারে

শ্রীকেঁড়েলচন্দ্র ঢাকেন্দ্র কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

সিমুলিয়া ৩০ নং করন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট।

মধ্যস্থ-যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৯৬।

নাগাশ্রমের অভিনয়।

প্রস্তাবনা।

[নটের প্রবেশ]

(নটের উক্তি)

জগতে পুরুষ যত আছে, সব তারা
ভ্রাতা মোর ; যত নারী প্রাণের ভগিনী ;
পিতা মাতা কে তাহারা ? যত দিন ভাই,
খাইতে পরিতে আমি নিজে না পেরেছি,
ততদিন, মা বাপকে ছিল প্রয়োজন,
সত্য বটে—ততদিন অবশ্য ডেকেছি,
বাবা কিম্বা মা মা ব'লে—ততদিন বাঁধা
থাকিতে ছিলাম বাধ্য অধীনতা-ডোরে !
চরিয়া খাইতে নিজে শিখেছি এখন—
এবে আর কি সম্বন্ধ তাদের সহিত ?
কর্ষিত হয়েছে মম মন ; জ্ঞানে অন্ধ
তারা—থাকে অন্ধকারে—অতি মূর্খ ঘোর ;

নাগাশ্রমের অভিনয়।

আমি সে আঁধার থেকে আলোতে এসেছি—
পবিত্র ধর্ম্ম-কিরণে জ্ঞান-চক্ষু মোর
দীপ্ত পথে মুক্ত সদা। তবে আর কেন,
মূর্খ, ভ্রান্ত, অপবিত্র, অধার্ম্মিক সঙ্গ
করিতে যাইব ফিরে?—ছি ছি ছি কি ঘৃণা!
নামে যেন গায় জ্বর আসে!—হিঁদুঘরে
ফিরে? হিঁদু মা বাপেরে, আবার এ মুখে,
মা, বাবা, বলিয়ে ডাকা? ফাটা পায় ফিরে
নতি? ফাই ফাই ভাই ও নাম ক'রো না!
পশু, পক্ষী, কীট আদি স্বাধীন কে নয়?
স্থলে জলে ঈশ্বরের জীব সৃষ্টি মাঝে,
কোন্ প্রাণী, শৈশব উত্তীর্ণ হ'লে তার,
থাকে আর মা বাপের কাছে? তবে ভাই,
সর্ব্ব জীবোপরি মান উচ্চতম যার,
সে সুখে কি সে হবে বঞ্চিত? কখনই
নয়! নয়! নয়!—হায়! বঙ্গবাসি ভীরু!!
তেজোহীন, পোষা পশু প্রায়, চিরকাল
রবি কিরে বাপ মার বশে?—পরাধীন,
পর-পদানত—পর-প্রত্যাশায় রত?
স্বাধীনতা নিধি হায়! চিনিবিরে কবে?

রাজকীয় স্বাধীনতা হবে নাঃ এখন ;
তা ব'লে কি স্বাধীনতা—অমূল্য রতন—
লভিব না মোরা ? অবশ্য লভিতে হবে !
আর কোথা সে সাধ মিটাতে যাই বল ?
কেবা তা সহিবে ? বিনা নিজ বাস্তুভূমি—
বিনা নিজ জনক জননী—বিনা খুড়া জ্যেঠা ?
এমন সহজ-প্রাপ্য—অক্লেশ-জনিত—
বিনা ব্যয়ে সাধিত সুন্দর সদুপায়ে,
কেন কর হেলা, হায় ! কেন কর হেলা ?
প্রথমে মা বাপ হ'তে স্বতন্তর হয়ে,
স্বাধীনতা সুখার্ণবে সাঁতারিতে শিখ !
দৃষ্টান্ত দেখিবে যদি, এস মোর সহ,
কলির বাসুকি-কীর্ত্তি নাগাশ্রমে এস—
অইরূপ স্বাধীন স্বাধীনা ভ্রাতা ভগ্নী,
দেখিয়া যুড়াবে আঁখি—হইবে অবাক্ !
বক্ষ্যমান অভিনয় তাহার প্রমাণ—
———ভাই অকাট্য প্রমাণ !!!

(পটক্ষেপণ)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(রসাতল—বাসুকিরাজপুরী—মন্ত্রণা গৃহ)

[মহারাজ বা মহাপুরুষ বাসুকি ; রাজভ্রাতা
বা যুবরাজ অনন্ত ; রাজমন্ত্রী বা সম্পাদক
তক্ষক ; এবং পূর্ব্ব বঙ্গজ
পরমভক্ত রামমাণিক্য
বা পুঁয়ে বোড়া
উপস্থিত]

বাসু। (টেবিলে পা ছড়াইয়া) ওহে তক্ষক !

তক্ষ। আজ্ঞা করুন মহারাজ !

বাসু। আ'জ্ সভার সময় কখন্ ?

পুঁয়ে বোড়া। (তোত্‌লাস্বরে) প্রভুর যেম্‌নি এচ্ছা !

তক্ষ। আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রভুর যখনি ইচ্ছা !

বাসু। তবু একটা সময় তো ধার্য্য ক'রে দিয়েছ ; দীর্ঘসূত্রী অসত্যবাদী হিঁদুদের মত কি বিজ্ঞপ্ত সময় আমরা অতীত ক'র্ত্তে পারি ? (অনন্তের প্রতি)

ভায়া কি বল ? সব বিষয়ে—বিশেষতঃ প্রকাশ্য কাজে ইংলণ্ড রূপী কৈলাস-বাসীদ্দের অনুকরণ করাই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির প্রধান উপায় না ?

অন। তার সন্দেহ কি ?

পুঁ, বোড়া। আ'গগা, বালো আ'গগা কচ্চেন —তায় আর হন্দেহ কি ? য়্যাক্‌বার ক্যান্, হহস্রবার ছিরোধার্য্য !

তক্ষ। আজ্ঞে বিজ্ঞাপনে তো সেভেন্ হাফ্ পি, এম, টাইম দেওয়া হয়েছে।

বাসু। (ঘড়ি খুলিয়া) তবে তো আর এক ঘণ্টা বই সময় নেই। তোমার রিপোর্ট তো রেডি ?

তক্ষ। প্রভুর আদেশমত দু তিন খানা তো প্রস্তুত আছে ; আ'জ্ কোন্ খানা পড়া যাবে ?

বাসু। যেমন পর পর হ'চ্ছে—প্রথম দিন বংশ-বৃদ্ধির পালা হয়েছিল ; কা'ল্ প্রধান নাগনাগিনী-দের নামকরণ হয়ে গেছে ; আ'জ্ বিষবৃদ্ধির বিবরণটা হ'ক্—কা'ল্ আবার আর সকলের নাম উপাধি দেওয়া আর তার একটা স্থায়ী নিয়ম করা যাবে।

পুঁ, বোড়া। আ'গগা, বালো আগ্‌গ্যা অইচে ; নইলে কি হকুলি য়্যাক্ দিনের হবায় অইবার পারে ?

অন। তবে কি দাদা, সত্যই আমরা নাগলোকের লোক?

বাসু। (সহাস্যে) শুন্‌লে হ্যা তক্ষক? ছেলেমানুষি কথা শুন্‌লে? আমার মুখ দে যা নির্গত হয়, তাতে আবার "সত্যই কি" ব'লে জিজ্ঞাসা ক'চ্ছে!

পুঁ, বোড়া। (করতালির সহিত) আয়! আয়! আয়! কি অইবে! কি অইবে!

তক্ষ। আজ্ঞে, যুবরাজ নাকি এখানে ছিলেন না—ওঁকে তো পশ্চিমেও সংবাদ পাঠানো হয়নি—সবে এই আ'জ্‌ এসেছেন, জা'ন্‌বেন কিসে? (অনন্তের প্রতি) তবে কিনা, আপনার ওরূপে জিজ্ঞাসা না ক'রে—"সত্যই কি?" এটা না ব'লে, "বিশেষ বৃত্তান্ত কি?" এইরূপ প্রশ্ন ক'ল্লেই ভাল হ'তো। কেননা, প্রভুর মুখ দে যা বেরোয়, তা কি পরম সত্য ভিন্ন আর কিছুই হ'তে পারে? একে তো প্রভু জাতিস্মর; তাতে আমরা বেস টের পেয়েছি, প্রভু সেই পরম প্রভুর সাক্ষাৎ অবতার! কেবল কোনো গুহ্য কারণেই নরলোক-সাধারণে সেটী ব'ল্‌তে না দিয়ে মহাপুরুষ নামেই এখন প্রকাশ পা'চ্ছেন—ও একই কথা—যে চেনে সে চেনে! তার পর, বিভুর বিশেষ আদেশ তো অহোরাত্রি প্রভুর অন্তস্তলে তাড়িৎ বার্ত্তাবহের ন্যায়

যাতায়াত ক'চ্ছে! আমরা নিকটে থাকি ব'লে আমরাও যার তার একটু আদটু বেগ পেয়ে থাকি!

পুঁ, বোড়া। (করতালির সহিত) দন্য! দন্য! দন্য!

অন। "যাতায়াত" বল কেন? সুধু "আগত হ'চ্ছে" বলাই তো সঙ্গত!

তক্ষ। আজ্ঞে না যুবরাজ, যাতায়াতই সঙ্গত! প্রভুর বিশেষ প্রার্থনা যা'চ্ছে; আর বিভুর বিশেষ আদেশ আ'সছে; তবেই যাতায়াত হ'লো না?

অন। সে ভাবে বটে!

পুঁ, বোড়া। বাবই তো এই! মরি মরি কিবা বাব! যুবরাজ অকনো বাব না পাইবার লাগেন!

বাসু। ভায়া হে! এত দিন শিক্ষিতাবস্থায় ছিলে ব'লে তোমার আর ময়াল ভায়ার দিব্য চক্ষু ফুটিয়ে দিই নাই, তাইতেই ধাঁধা যা'চ্ছে না!

পুঁ, বোড়া। প্রভু অকনিতো দিব্যজ্ঞান পুটিয়ে দিইবার পারেন?

বাসু। না, এখন না; আ'জ্ রাত্রে। আপাততঃ ভাই! ময়াল আর তুমি, (তোমরা সকলেই) দয়াল প্রভুর বিশেষ আদেশ, বিশেষ বিধান আর মহাপুরুষ প্রেরণের ভাব আর সংস্কারটী ভক্ত লোকের

মনে বদ্ধমূল কর্‌বার চেষ্টা পাও—ঐ সংস্কারের বীজ রোপণই আমাদের বিষবৃক্ষের মূল পত্তন!

পুঁ, বোড়া। আ'গ্গা, এ বৃত্ত্যাও হক্কে হক্কে ঐ রোপনের কামে যাইমু!

অন। আজ্ঞে, আপনার মুখে বিষের গৌরব শুনে আমাদের আদ্য কথা শুন্‌বার ইচ্ছাটী অত্যন্ত বলবতী হ'য়ে উঠ্‌লো—অনুগ্রহ ক'রে—

বাসু। তক্ষকের নিকট আমাদের বংশবৃদ্ধির যে বিজ্ঞাপনটী আছে, তা প'ড়্‌লেই বিস্তারক্রমে সব জা'ন্তে পা'র্ব্বে। তবে আপাততঃ সংক্ষেপে তোমায় কিছু ব'লে দেওয়াও আবশ্যক বটে—জেনে না রাখ্‌লেই বা আ'জ্‌ সভার কার্য্য কিরূপে চালাবে? আর যে সংস্কার রোপণের কথা ব'ল্লেম, তাই বা পা'র্ব্বে কেন? অতএব শ্রবণ কর।

অন। যে আজ্ঞে বলুন—

পুঁ, বোড়া। আ'গ্গা করেন—প্রভুর হব্‌ কথাই হুধা মাখা!

বাসু। এ তোমার জানা আছে, যে, সত্য যুগে নারায়ণ মৎস্য কূর্ম্ম বরাহাদি অবতার হ'য়ে বেদ আর বসুমতীর উদ্ধার প্রভৃতি কতকগুলো কাজ করেন?

অন। আজ্ঞা হাঁ।

বাসু। তার পর ত্রেতা যুগে তিনি নর, আর দেবতারা বানর সেজেও ভূভার হরণ করেন?

অন। আজ্ঞে!

বাসু। তার পর দ্বাপরেও তাঁরা ক্ষত্রিয় বংশে জ'ম্মে ঐরূপ কাজ নিকাশ করেন?

অন। আজ্ঞে হাঁ, তাও জানি।

বাসু। এ সব ধরার অভিযোগে, ধরার কান্না দেখে, ধরার উপকারের জন্যই হয়। কিন্তু সে সব কাজে ধরার স্থায়ী উপকার কিছুই হয় নাই।

পুঁ, বোড়া। ক্যান্?

বাসু। স্থায়ী উপকার আর কৈ হ'লো? যৎক্ষণাৎ তৎক্ষণাৎ—তাঁরা লীলা খেলা ক'রে কেটে কুটে মেরে ধ'রে চ'লে যান, দিন কতকের জন্যে ধরার কান্না থামে; আবার কিছু দিনে পাপ, তাপ, কাপ, যে সেই! সুতরাং কলিযুগে যখন ধরা গিয়ে আবার বড় ধ'রে প'ড়্লো, তখন হরি ভা'ব্লেন, এবার যোদ্ধা বেশে না গিয়ে—ক্রুদ্ধ ভাবে যুদ্ধ না ক'রে, শান্ত মূর্ত্তিতে বুদ্ধ হ'য়ে পাপ হরি গে!

অন। তাও তো হ'য়েছিলেন, কৈ তাতেও তো কিছু হ'লো না!

বাসু। তাই তো ভাই ব'ল্ছিলেম। ধরা বার

বার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র দেবতাদের খোসামোদ ক'রে ক'রে মনে মনে তার ঘৃণা জ'ন্মে গেল—তাঁদের ক্ষমতা যত তাও ক্রমে সে বুঝ্‌তে পাল্লে! এক দিন ব'সে ভা'ব্‌ছিল, কি করি? কোথায় যাই? সে হবে ইংরিজী ১৮৪০ সালের কাছাকাছি, এই আমার জন্মা-বার কিছুকাল পূর্ব্বে! ধরা সুন্দরবনে ব'সে অন্নি ক'রে গালে হাত দে ভা'বৃছে, এমন সময় রসিক বীরাগ্রগণ্য ধরাপতি কলি মহাত্মা 'ধর্ম্ম হরিণ' শীকার ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে তথায় এসে উপস্থিত। দেখেই ব'ল্লেন "একি প্রিয়ে, তুমি আমার মহিষী হ'য়ে বনে? একাকিনী! বিষাদিনী! গণ্ডে হাত! মুণ্ড বিরস! ঠোঁট শুকুনো! একি? কোথায় সুরা দেবীর সঙ্গে বিলাস মন্দিরে বার-বিলাসিনীরা তোমার সেবা ক'র্ব্বে, না তাদের ফেলে এসে তুমি এই গহন বনে ব'সে কাঁ'দ্‌ছো! কোথায় বাচ্‌কাচ্‌ গুলোকে তুমি খাও-য়াবে, পরাবে, লেখা পড়া শেখাবে, বে দেবে, থা দেবে; তারা ইংরিজী বই আর তারি উপযুক্ত বউ পেয়ে কোথায় তোমায় ঠেঙাবে, খেদাবে, তা না হ'য়ে তুমি মজা ক'রে পালিয়ে এসে বনে রইলে, তারা অভ্যস্ত চড় লাথি কারে আর মা'র্ব্বে? মা'র্ত্তে না পেয়ে তাদের হাত পা সড়্‌ সড়্‌ ক'রে অসুখ জন্মাবে! হা

প্রিয়ে! তারা স্বাধীনতার সখ্ মেটাবার জন্য মা আবানে কার কাছে যাবে—কে আর সবে? তাও একবার ভা'ব্‌লে না?"

পুঁ, বোড়া। (করতালি) বাঃ! বাঃ! কলি কি হদাত্মা!

বাসু। এস্থলে তোমাদের একটা কথা ব'লে রাখি; ঐ যে ধরা, তোমরা ইংরিজী ভূগোলে যে ধরা প'ড়েছ, ঠিক সে ধরা নয়—হিমাচল হ'তে লঙ্কা টঙ্কা পর্য্যন্ত যে ধরা, এ সেই ধরা!

তক্ষ। আজ্ঞে, তা জানি, নইলে সুদ্ধ নারায়ণ আর ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্রের অবতারের কথাতেই পর্য্যাপ্ত হ'তো না—খৃষ্ট ফিষ্ট অবতারের কথাও আ'স্‌তো!

পুঁ, বোড়া। আ'গ্‌গে হ! অকন্ সমজ্ আইচে!

অন। তার পর, ধরা কি ব'ল্লে?

বাসু। ধরা কেঁদে ভাসিয়ে দিলে; আর ব'ল্লে "নাথ! আমার বড় দায় হ'লো; আমি বহুকাল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র বৈ জান্তেম না—ব্রহ্মার বেদই আমার মণি মুক্তার আকর—আমার মহা মহোপাধ্যায় আর্য্য সন্তানগণ তা থেকেই বিশাল আর্য্য ধর্ম্মের সৃষ্টি আরো বিস্তার ক'রেছিল। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর নামা আমার পূর্ব্বকার তিন স্বামী আমাকে যে সব পুত্র

কন্যারত্ন দিয়েছিলেন, তারা সেই ধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম ক'রে প্রায় আমায় চির সুখেই রা'খ্‌তো—এখন নাথ, তোমার আমলে সব উল্‌টো—দেখে শুনে আমার প্রাণ ফেটে যায়! তাই তোমার ঘর কন্না ছেড়ে একটু ফুর্‌সত্‌ ক'রে এই বনে ব'সে একটু কাঁ'দ্‌ছি! আমি যে কি করি, কিছুই বুঝ্‌তে পারিসে—ছেলে গুলো আমায় মা'র্চ্ছে ধ'র্চ্ছে, আমার নিন্দুকের দলে মিস্‌ছে, আমি তাতেও তত অভিমান করিনে; তারা যে আপনা আপনি কাটাকাটি ক'রে সোণার সংসার ছারখার ক'রে দিচ্ছে, আমার প্রাণে তা সয় না, নাথ সয় না—মরণ হয় না যে বাঁচি—এর উপায় তুমি না ক'ল্লেই বা কার কাছে যাই?"

পুঁ, বোড়া। (করতালি) প্রভুর রহনা যেন হুধা-কড়! দরা বালো কইচে!

অন। আজ্ঞে, তার পর?

বাসু। শুনে কলি মহারাজ হো হো শব্দে বিকট হাসি হেসে ব'ল্লেন "প্রিয়ে! এত দিনে তোমার রোগ টের পেয়েছি—পুরাতনের প্রতি ভক্তিই তোমার রোগ! এ ব্যাধির বিষ র'য়ে র'য়ে গুমে গুমে পোড়ায়। "বিষস্য বিষমৌষধম্!" আমি আ'জই এর প্রতি-বিষের উপায় ক'চ্ছি, তা হ'লেই তোমার প্রতীকার অব্যর্থ।"

ধরা ব'ল্লেন "নাথ! সত্যই আমার ঐ রোগ বটে! তার প্রতি-বিষ কি?" কলি ব'ল্লেন "ভেবে দেখ, প্রিয়ে, তুমি যতবার ব্রহ্মা বিষ্ণুকে তোমার গর্ভে এনে অবতার করিয়েছ, ততবারই তাঁরা নূতনের দমন ক'রে সেই পুরাতন রা'খ্‌তেই যত্ন ক'রে গেছেন; কাজেই তোমার পুরাতনের প্রতি ভক্তি বর্দ্ধিতা আর অচলা হ'য়েছে—কাজেই যখন যে কেউ কোনো নূতন মত, নূতন ধর্ম্ম কি নূতন কাণ্ড ক'র্ত্তে যায়, তখনি তোমার মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথা লাগে। এই কি না?"

অন। কলিরাজ ঠিক ব'লেছেন—ধরা এতে "না" ব'ল্‌তে পা'র্ব্বে না—

বাসু। পা'র্ব্বে না, না পা'ল্লে!

অন। পা'ল্লে? কি ব'ল্লে?

বাসু। ধরা ব'ল্লে "না, নাথ, নূতন হ'লেই যে আমার মর্ম্মে ব্যথা লাগে, তা নয়—আমার সংসারে কি নূতন কিছু হয়নি? কত শত রকম নূতন হ'য়ে গেল! তবে কিনা, অস্বাভাবিক নূতন হ'লেই আ-মার অস্থিজ্বালা আরম্ভ হয়—আমার নাথ, তা অসহ্য হ'য়ে ওঠে!" কলি অসন্তুষ্ট হ'য়ে ব'ল্লেন "প্রিয়ে! তুমি নিজে রোগী, তুমি কি তোমার আপনার নাড়ী আপনি বুঝ্‌তে পার? আমি আ'জ্ যখন তোমার

রোগ ধ'রেছি, তখন আর চিন্তা নাই। আমি এখনি রসাতলে বাসুকী মহারাজার কাছে যাব—ব্রহ্মা টুহ্মা হরি ফরির কম্ম নয়—যদি নাগরাজ স্বয়ং সদলে বলে এসে তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, তবেই তোমার নাড়ীতে "পুরাতনের ভক্তি" রূপ যে পুরাতন বিষ আছে, তাতে কোঁটাকত "নির্ভাঁজাল নূতনের ভক্তি" নামা বাসুকী দলের বিষ প'ড়্‌লেই ঐ পুরাতন বিষের উচ্ছেদ হবেই হবে! যাতে তাঁরা এসে তোমার গর্ভে জন্মান, আমি এখনি তার তদ্বিরে চ'ল্লেম!"

পুঁ, বোড়া। বাঃ! বাঃ! এত কাণ্ড অইচে!

অন। তার পর?

তক্ষ। তার পর আর কি শুন্‌বেন? কলিরাজ পাতালে গে আমাদের প্রভুকে নিতান্ত জিদ্ ক'রে ধ'রে প'ড়্‌লেন—প্রভু অনুরোধ ছাড়াতে পা'ল্লেন না—তাই আমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে অবনীতে এসে এই অবতার হ'য়েছেন!

পুঁ, বোড়া। (করতালি ও প্রায় নৃত্য) [য়্যাক্‌-বার হকলে মিলে জয় বাহুকি কও! জয় বাহুকি! জয় বাহুকী! আয়! আয়! কি হতুল্য হবতার!]

অন। আমরা পাতাল-দেবতা—তবে যে তক্ষক ব'ল্‌ছিলেন, আপনি স্বর্গীয় প্রভু?

বাসু। হা বালক! তোমাকে এখনও দিব্য জ্ঞান দেওয়া হয় নি ব'লেই এত আত্ম-বিস্মৃত হ'চ্ছো! বাসুকি আর কে? মূর্ত্তি ভেদে সেই স্বর্গীয় প্রভু বৈ আর কে? বাসুকি আর অনন্ত নাগ স্বয়ং অনন্ত দেব! নিরাকার পরমাত্মা সাকার হ'য়ে কিম্বা সাকার প্রতিনিধি নিয়োগ দ্বারাই সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন—কোনো মূর্ত্তিতে সৃজন, কোনো মূর্ত্তিতে পালন, কোনো মূর্ত্তিতে সংহরণ, এই মাত্র প্রভেদ!

অন। পাপিষ্ঠ হিঁদুদের না এই মত? এ তো, দাদা, আমাদের টেনেট্ নয়—কৈ? প্রকাশ্য স্থলে তো আপনার মুখে এক দিনও এমন প্রিন্সিপ'ল্ শুনিনি—

বাসু। (চতুর্দ্দিগে চাহিয়া, মৃদুস্বরে) আরে ভাই, যদি প্রকাশ্যস্থলেই মনের কথা সব ব'ল্‌বো, তবে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কথার সৃষ্টি হয়েছে কেন? পাপময় হিঁদুর শাস্ত্রে যা বলে, তার সবই কি মিছে? তাতে সত্য তত্ত্বও বিস্তর আছে! তবে কি জান, যখন কলির অনুরোধে আমরা উল্‌টাতে পা'ল্‌টাতেই অবতীর্ণ হয়েছি, আর যখন শিব লোকের সন্তোষোৎপাদনই আমাদের অভিপ্রায়, তখন হিঁদুদের সবই মন্দ—সবই মিছে—সবই পাপপূর্ণ, এই মতটাই

প্রকাশ ক'রে তাদের সমুদয়ই উল্‌টে পা'ল্‌টে দিতে হবে!

তক্ষ। (মৃদুস্বরে) চুপ্ করুন, নকুল আ'স্‌ছে। (উন্নতস্বরে) ফল কথা, যুবরাজ, আপনারা দুইভাই সেই বাসুকি আর অনন্ত—প্রভু বাসুকিরাজ; আর আপনি অনন্ত নাগ!

[নকুলবাবুর প্রবেশ]

পুঁ, বোড়া। আ'গ্গা হঃ!—হন্ত নাই, তাই হনন্ত!

নকু। আ'স্‌তে আ'স্‌তে বাইরে থেকে আমি অনেক কথা শুনে নিইছি—কেবল মহারাজ চুপে চুপে কি ব'ল্লেন, সেইটেই ফ'স্কে গেছে! আপনারা বাসুকি আর অনন্ত নাগকে অনন্তদেব যে ব'ল্লেন, সে তো আর্য্যশাস্ত্রের মতে; কিন্তু বাইবেলের মতেও না একটা কি বলে?

পুঁ, বোড়া। (স্বগত) এই দূর্ত্তু হির্‌গাল পুলা জ্বা'লাইতে আইচে—হঃ!

অন। নকুল বাবু এয়েছ? বেস! (সহাস্যে) তোমার বাইবেল কি বলে শুনি?

নকু। আজ্ঞে আমার বাইবেল আর কেমন

ক'রে? বাইবেল আপনাদ্দেরই! এই প্রভু যেমন আপনার দাদা, ক্রাইষ্ট তেম্‌নি প্রভুর দাদা—তিনি ছিলেন অগ্রজ অবতার, ইনি তাঁর অনুজ অবতার—আমরা অধম মনুজ হ'য়ে খোদার সাক্ষাৎ তনুজ মহাশয়দ্দের মাহাত্ম্য কি বুঝ্‌বো!

অন। সে যা হ'ক্, বাইবেলের মতটা যে উড়ে যায়!

নকু। কে জানে মশাই, আমি কি বাইবেল ফাইবেল প'ড়ে থাকি? আপনারাই বলেন, তাই শুনেছি, যে, আর্কেঞ্জেল না কিয়েওরাজ নামে এক জন স্বর্গীয় দূতের রাজা না কি ছিল, তার কি অপ-রাধের জন্যে গড্ তারে স্বর্গে থেকে ঢুব্ ক'রে পাতালে না কোথায় ফেলে দিছ্‌লেন—সেও না সর্পের মূর্ত্তি ধ'রে আপ্‌নাদ্দের মা ঠা'ক্‌রুণ ইভের কাছে গিছ্‌লো? সেও তো এঁদো পাতালের কেঁদো রাজা—হিঁদুরা হয় তো তারেই বাসুকি ব'লে থাকে!

অন। ভেলা কৌশলে গালাগালিটে দিয়ে নিলে যা হ'ক্!

বাসু। আঃ! ও পাগলের কথা কি ধ'র্ত্তে আছে? তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আ'স্‌ছি।

[প্রস্থান।

পুঁ, বোড়া। দূর পাপিষ্ঠি নরাধম! যা মুয়ে আছে, তাই কৈবার লাগে—হয়ত্রানের পোলা হয়-ত্রান!

নকু। ও বাবা! ও কে? এই যে প্রধান চেলা, ময়রা ভোলা! যেমন শিল তার তেম্নি নোড়া, (হস্ত-ভঙ্গীতে সর্পাকার প্রদর্শন) ফোঁস, ফোঁস, ফোঁস, পুঁয়ে বোড়া!—ও বাবা চ'ক্ রাঙায় যে!—জাওল সাপ, ফোঁস!—(রামমাণিক্য যষ্টি উত্তোলনপূর্ব্বক প্রহা-রোদ্যত) ও বাবা ছোবল মারে যে!—পুঁয়ে বোড়ার এত রোক!—অস্তি কস্তি মনির্মাতা—দূর হ'গ্‌গে ছাই, বিপদ্ কালে মন্ত্রটাও মনে আসে না—এয়েছে এয়েছে, আর ভয় নেই—ভগ্নী বাসুকিস্তথা; জড়-ভরত মনির পত্নী, মাগো মনসা দেব্যৈঃ নমোনমঃ—রক্ষা কর্ মা, পুঁয়ে বোড়া ছোবল মারে!—ফোঁস্!

পুঁ, বোড়া। দুর অবদ্র পুলাপা'ন্! আম্‌গো চোট প্রভুর লগ্ না অইত তো তোরে দ্যাহাতাম্—এই খিকে তোর অস্তি গুঁরা কর্ত্তাম—মারি মারি ত অদ্ধ করি দ্যাতাম!

তক্ষ। ও কি? ভদ্রলোকের মুখে মারামারির কথা কি? ঠাট্টা তামাসার কথায় কি এত রাগ ক'র্ত্তে হয়?

নকু। (পুঁয়ে বোড়ার মুখের গোড়ায় হাত নাড়িয়া)

শান্তিরসে ডুবু ডুবু;
বঙ্গদেশের বেম্মো বাবু;
রাগ গোঁসাকে ক'চ্ছো কাবু;
তবে কেন ক্ষেপো বাপু?
ফোঁস্ ফোঁস্ ফোঁস্ ফোঁসর্ ফোঁ!
গর্ত্তে লুকো, নইলে এসে হাড়্গিলে মা'র্ব্বে ছোঁ!

পুঁ, বোড়া। দ্যাহেন মুশয় দ্যাহেন, এতে গুঁসা অয় না তো কি অয়?

অন। তোমারো তো মুখ আছে, তুমিও কেন ঠাট্টা করো না!

পুঁ, বোড়া। যে আ'গ্গা, অকন্ অব্দি তাই ক'র্মু!

নকু। ও রসিকরাজ! তাই ক'র্ব্বে! তবে এস, হাঁড়ি থেকে বা'র ক'রে খেলাই—(সাপ খেলানোর ভঙ্গীতে সরা ধরিয়া আঁটু দোলাইয়া)

(আরে) হিঁদু সমাজের ওঁছা পাপ;
গোটাকতক ফ'চ্কে কাপ;
পেয়ে বাসুকির ধর্ম্মের তাপ;
ডিম্ ফুটে হয় জাওলা সাপ;

হিঁদুর ঘরে লাগে হাঁপ,
মা বাপ ছেড়ে মা'ল্লে লাফ !
হিঁদুর ঘরে ঘোম্‌টার আড়ে,
থা'ক্‌লে ভূতে কিলোয় ঘাড়ে !
দেখে বাসুকির প্রবল প্রতাপ—
শিষ্ট রকম মিষ্ট আলাপ—
স্বাধীন হ'তে ছোঁড়া ছুঁড়ী,
যুট্‌লো এসে মেরে তুড়ি !
গোঁড়ামির বিষ ছড়াছড়ি !
ল্যাজ্‌ মলার কি হুড়োহুড়ি !

(আরে) ধর্ম্মের খোলস অঙ্গে পরা ;
বেম্মো চক্রের ফণা ধরা ;
রিষের বিষে মর্ম্ম ভরা ;
দেশের দ্বেষে দন্ত পোরা ;
ভ্রান্তি ছোবল, শান্তি-চোরা ;
কর্ম্মে কেবল শর্ম্ম হরা ;
কুহুক দিয়ে মুলুক মারা ;
গোঁসার ফোঁসে গর্জ্জন করা !

(ওরে) এইবার খুলি হাঁড়ির সরা—
মূল মন্ত্রে আত্ম-সারা!
হাঁড়িতে পুঁয়ে বোড়া সাপ—
বাছারে তোমার লা'গ্‌ছে হাঁপ!
কুণ্ডলি ছেড়ে, মুণ্ড তুলে,
মণ্ডলি ক'রে, ফণা ধ'রে,
হেলিয়ে দুলিয়ে খেল তো বাপ!

(ওরে) কেঁড়েল বেদে হাঁচি চেনে;
হেঁড়েল থেকে আনে টেনে;
বিষদাঁত কামায় মুণ্ড খুলে;
(তোদের) কেঁচো বানায় ঈশের মূলে!
ঈশের মূলে জ্বর জ্বর—
ছোবল মা'র্ব্বে, সরায় মারো—
বাসুকির ল্যাজ্ যা'প্‌টে ধর—
গরুড়ের ঠোঁটে শীঘ্র মর!

পুঁ, বোড়া। দ্যাহেন মুশয় দ্যাহেন! অবত্র পুলাপান ঠেঁটীর বাই যা মুয়ে আছে তাই কৈবার লাগে! দ্যাহেন, দ্যাহেন মুশয়রা সব্ দ্যাহেন:— দোহাই বাসুকি রাজার!

তক্ষ। সে যা হ’ক্ নকুল বাবু, তুমি কি এই রকমেই কাটাবে? পরকালের কথাটা কি একবারও সিরিয়স্‌লি ভা’ব্‌বে না?

নকু। আজ্ঞে, সে কি মশাই? আমি আবার ভাব্‌ছি নে! আমি বড় গলা ক’রে বল্‌তে পারি, আপনাদের বাড়ীর লোক, পাড়ার লোক, কি কোনো বন্ধু লোক আপনাদের পরকালের জন্যে যত ভাবিয্য ভাবনা না করেন, আমি তা ক’রে থাকি?

পুঁ, বোড়া। হুনেন মুশয় হয়তানের পুলার কথা হুনেন।

অন। আমাদ্দের পরকালের ভাবনা, নকুল বাবু?

নকু। আজ্ঞে, সম্পাদক মশাই তাই তো না জিজ্ঞাসা ক’ল্লেন?

অন। সম্পাদক মশা’র পরকালের ভাবনার ভার তোমায় দেবার জন্য তো তাঁর ঘুম হয় নি!

নকু। আজ্ঞে, কেন?

অন। কেন আর কি? ওঁর জন্যে তোমায় ভা’ব্‌তে হবে না—তোমার আপনার ভাবনা আপনি ভাব, তা হ’লেই আমরা ব’র্ত্তে যাই!

নকু। আজ্ঞে, এ উত্তরটা কি এ দাসও দিতে পারে না?

অন। (সহাস্যে) তক্ষক মশাই, শুন্‌লে গা?

নকু। আজ্ঞে, মন্দ কি বলিছি? আপনারা যদি আমার জন্যে ভা'ব্‌তে পারেন, তবে আমিও কি আপনাদের ভাবনা ভা'ব্‌তে পারিনে? আমার মঙ্গলের চেষ্টা আপনারা ক'র্ব্বেন, আপনাদের মঙ্গলের্ চেষ্টাও কি আমার করা উচিত নয়? পরস্পরের সাহয্যই তো বন্ধুতার নিয়ম—সামান্য কথায় বলে "দর্পণে মুখ দেখা"—আর যদি জোর ক'রে এমন কথা বলেন, যে, "আমাদের ভাবনা তোমায় ভা'ব্‌তে হবে না" তবে এ দাসও তো সবিনয়ে ঐকথা ব'ল্‌তে পারে! আপনারা আমায় দান ক'র্ব্বেন, কিন্তু আমি দিলে নেবেন না, তবে আমি আপনাদের দান নেব কেন?

অন। ওর মধ্যে কথা আছে—তুমি যোগ্য নও, উনি যোগ্য!

নকু। কিসে জা'ন্‌লেন আমি যোগ্য নই? আর কিসেই বা জা'ন্‌লেন উনি যোগ্য? পরমার্থ ধনে কে ধনী কে দরিদ্র, তা কি (ঊর্দ্ধে নির্দ্দেশ) ঐ একজন ভিন্ন আর কেউ জা'ন্তে পারে? যদি বলেন, উনি পুল্‌পিটে উঠে হাত বাউ নেড়ে, হাউ হাউ ক'রে "হে ভ্রাতা ভগ্নিগণ! তোমরা পরকালের কি ক'ল্লে?" এই

ব'লে সোর সারাবৎ আসর জ'ম্‌কে বেড়ান, সুতরাং উনি যোগ্য ; আর আমি তা করিনে ব'লে আমি অযোগ্য ; ইটী মনেও ক'র্ব্বেন না—চেঁচালে চিক্‌রুলে আর ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে বেড়ালেই যদি ধার্ম্মিক হ'তো, তবে তো জগতে পাপী থা'ক্তো না—চীৎকারের মত এমন সহজ কাজ কে না ক'র্ত্তে পা'র্ত্তো? কিছু মনে ক'র্ব্বেন না, বাউলেদ্দের একটা গান শুনুন—

অন। না, না, এখন সভার সময়, গান শোন্‌-বার সময় নয়—

(বাসুকির প্রবেশ)

নকু। আ'চ্ছা, আপনারা সভায় ব'স্‌তে না ব'স্‌তেই নিদেন রাস্তা থেকেও সে গান শুন্তে পাবেন!

বাসু। আরে দূর হ'কুগে—নকুলের সঙ্গে মিছে কেন ব'কুছো? ওরে কি তোমরা আঁ'ট্‌তে পা'র্ব্বে? ও দিগ্বিজয়ী (ঘড়ি দেখিয়া) এখন সভার কাজে মন দেও—সময় হ'য়ে এলো।

পুঁ, বোড়া। (গবাক্ষে দেখিয়া) ঐ যে ব্রাত্য বগ্গারা হব্ আইচেন—

বাসু। তবে তোমরা যাও—সকলকে বসাওগে—

অন। আপনিও কেন আসুন না?

বাসু। আমি এখনি যাব? এই এক ছেলে-মানুষি কথা!

নকু। (সহাস্যে) আপনি এটাও বুঝ্‌তে পারেন না, আপনি এম, এ পাস ক'ল্লেন কেমন ক'রে?

অন। (জনান্তিকে) কেন, কি বল দেখি?

নকু। বুঝ্‌তে পা'চ্ছো না, উনি এখন গেলে কি আদব কায়দা থাকে—যারে বলে কদর! বদন অধিকারী কি আগেই আসরে না'ম্‌তো? বা'স্‌দেব কা'স্‌দেব, ম'ট্‌রো, ফ'ট্‌রো, হ'য়ে ট'য়ে গেলে, ভদ্রাভদ্র-লোকে আসর জম্‌জমা হ'লে, শেষকালে বদনের বাঁধা হুঁকো বেরুতো! তেম্‌নি, ও এম্‌নি সময় সভায় যাবে যখন সভ্যাসভ্যতে সভা ভরপুর—যেমন যাবেন, সকলে উঠে দাঁড়াবে, ভক্ত ভ্রাতা ভগ্নীরা সব হাত-তালি দেবে—যারে তোমরা ক্ল্যাপ্‌ বল! সখীরা কুঞ্জ সাজিয়ে কৃষ্ণের জন্যে মালা গেঁথে বাসকসজ্জা হ'য়ে ব'সে থাকে না তো কি আগেই কৃষ্ণঠাকুর গে কুঞ্জে ব'স্‌বেন? এও কি শোভা পায়?

অন! চল, চল, আর তোমার ভাঁড়ামিতে কাজ নেই!

[বাসুকি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বাসু। (পদচারণপূর্ব্বক স্বগত) অবোধেরা বলে হিঁদুরসমাজে মিশ খাও—ছুট্! তাদের ক্ষমতা কি? তাদের তোষে আর রোষে এসে যায় কি? কৈলাসের শ্বেতকায় শিববংশীয় সব্বাইকে তুষ্ট রাখাই কাজ! খগেন্দ্রের ঝাড় বোকারা উন্নতির আকাশে ভাল ক'রে পাখা ছেড়ে উড়্‌তে চায় না—কেবল মাটীতে প'ড়ে আস্তে আস্তে র'য়ে ব'সে হামা-গুড়ি দিয়ে যেমন যা'চ্ছে, শিব লোকে নাম ডাকও তেম্‌নি ছাই হ'চ্ছে! তারা যেমন ভীরু, তেম্নি কেঁচোর মত লতিয়ে লতিয়ে বেড়া'চ্ছে—তারা আমাদের মত ফণা ধ'রে ফোঁস ফোঁস ক'রে তর্জ্জন গর্জ্জনে কি ত্রিভু-বন কাঁপা'তে পারে? আবার বলা হয়, ধর্ম্মের কাজে মাটী হওয়াই চাই—কপালে আগুন! এই জন্যই তো তাদের দল ছেড়ে এয়েছি—এসে না ক'ল্লেম কি? টাট্‌কা নধার ছেলে মেয়ে গুলোকে দংশন ক'রে বাপ মার কোল থেকে জন্মের মত কেড়ে এনেছি—এনে মানুষ জন্ম ঘুচিয়ে তাদের ভুজঙ্গ ক'রে ফেলেছি—তারা আর কোথায় যাবে? বাসুকি-চরণ বই তাদের বিশ্বাসে কি অন্য গতি রা'খ্‌তে দিইছি? নর হ'য়ে অমর কি নাগরাজ হওয়া, একি সামান্য কথা? একি যেমন তেমন ক্ষমতার কাজ? একি খগেন্দ্র দলের

কারো সাধ্যে হয়? বিষের তেজ দেখিয়েছি ব'লেই তো আশুতোষ বংশ আমাকে যশের মণির অধিকারী ক'রেছেন—আহা সে মণির কি দীপ্তি!—আমার মনের তায় কি তৃপ্তি!—সে মণির প্রভা না থা'কুলে কি এত শীকার যুট্‌তো? এ বিষ আবার ত্যাগ করা! নির্ব্বিষ হ'য়ে জঘন্য হিঁচুর সমাজে আবার সখ্যতা করা! "মরদ কি বাত্‌—হাতীকি দাঁত!"—যা করিছি তা করিছি! এই যে মহাপুরুষ হইছি—অব-তারও হব—কার সাধ্য কে কি করে? এক কথা কবে, অম্‌নি লাইবেল কেস এনে তার মাথা খাব! তাতে যদি কাপুরুষ কৃষ্ণসমাজে কলঙ্ক হয় তো ব'য়েই গেল—ওদিক থাক্‌লেই হ'লো!—যাই এখন সভায় যাই—

[প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

(নেপথ্যে বাউলের সুরে গান।)

ঠাহর ক'রে দেখ্ দেখি—
তোর মনে মনে আছে কি?
ও তুই, এক বলিস্, আর কাজে করিস্,
মনেরে ঠারিস্ আঁখি;

ও তুই, পর বুঝায়ে ঘরে আসিস্,
আপ্‌নারে আপ্‌নি ফাকি! ১॥

ওরে, আপ্‌নারে যে জানে আপ্‌নি,
তার জাঁক্ জমকে দরকার কি?
সেজন, কথায় বোবা, কাজে হাবা,
করে না সে ঝক্‌ঝকি! ২॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বাসুকী রাজপুরী—সভাগৃহ)

[বহু নাগনাগিনী ও নকুলবাবু উপস্থিত]

বোড়া। সম্পাদক মহাশয়! সময় হ'লো প্রভু কি আ'স্‌ছেন?

তক্ষক। এলেন ব'লে।

পুঁয়ে বোড়া। (তোত্‌লা স্বরে) সম্পাদক মুশয়! আ'জ্‌গুকার এই হবা কি প্রকাশ্য?

তক্ষ। (সহাস্যে) জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন কেন?

পুঁ, বো। আম্‌গো নাগ নাগিনী ছারা দুস্‌রা লোক হবায় রইব ক্যান্?

তক্ষ। কৈ দোসরা লোক কে আছে ?

পুঁ, বো। ঐ যে (নকুলকে নির্দ্দেশ) দ্যাহেন না !

তক্ষ। কে নকুল ? ও আর দোসরা কি ?

পুঁ, বো। আ'গ্‌গা হঃ ! আপনার লগে হত্যি কইচি, ও দুষ্‌মন্ !

অনন্ত। (নকুলের প্রতি জনান্তিকে) নকুল ! পুঁইয়া বোরা যে তোমায় ভাগাবার লাগ্‌চেন !

নকুল। (জনান্তিকে) তবে রস্থন—খানিক খেলাই (দণ্ডায়মান হইয়া প্রকাশ্যে) সম্পাদক মহাশয়! আপনাদের সভারম্ভের পূর্ব্বে আমার একটী প্রস্তাব আছে—আপনাদ্দের মধ্যে এমন স্ত্রী-হিতৈষী কে আছেন, যিনি একটী অনাথা পিতৃ-মাতৃ-ভর্ত্তৃ-হীনা বিধবার পাণিপীড়ন ক'রে তার অন্ন বস্ত্রের অভাব মোচন, অন্তরের তাপ যুড়ন, স্বভাবের মান রক্ষণ, সমাজে স্থরীতি প্রচলন, তারে পবিত্র নাগ ধর্ম্মে দীক্ষিত করণ প্রভৃতি অশেষ মঙ্গল সাধন করেন ?—কৈ ? কেউ যে কথা ন্‌ক না ?—জনকঋষি ধনুর্ভঙ্গের সভায় ব'লেছিলেন, "কি ? নির্ব্বীরমুর্ব্বিতলে !" আমাকেও যে তেমনি আক্ষেপে ব'ল্‌তে হ'লো "কি ! নির্ব্বর রসাতলে !—নির্ব্বর নাগলোকে !"

পুঁ, বো। (গর্জ্জিয়া উঠিয়া) কক্ষণ্‌ই তা আমি

ঠৈকতে দিমু না—যদি প্রভুর আদেশ অয়, তবে (স্বীয় বক্ষ বাজাইয়া) পুঁয়ে বোরা তানার বর—পুঁয়ে বোরা তানার—পুঁয়ে বোরা তানার বর—বর! এই মুই তিন হত্যি কল্লাম!

অন। ওহে, একবারেই সত্য ক'রে ব'স্‌লে—কে সে? বাড়ী কোথায়? বয়স কত? দেখ্‌তে কেমন? চরিত্র কিরূপ? আর জা'ত্‌ই বা কি?

বোড়া। আজ্ঞে জা'ত্‌ দেখার দরকার কি?

অন। দরকার নেই—যদি মেথরাণীই হয়!

নকু। আজ্ঞে, তাই, তাই—আপনি সর্ব্বজ্ঞ বটে!

পুঁ, বো। হ্যাক্‌ থু! দ্যাহেন সম্পাদক মুশয়, ও দুষ্‌মন্‌ কিনা?

নকু। কেন? এই আপনি অভেদ-জ্ঞানী হ'য়েছেন! এই আপনাদের জা'ত্‌ বিচের উঠিয়ে দেওয়া! এই বুঝি একাকার ক'র্ত্তে আপনাদের অবতার হওয়া! মেথর জা'ত্‌ কি মানুষ নয়? তাদের গায় কি পশুর রক্ত? তারা কি তোমাদ্দের সেই ব্রহ্ম পিতার সন্তান নয়? বড় লোক দেখে—পরিষ্কার ঝক্‌ঝ'কে দেখে—ভ্রাতা বগ্নী ব'ল্‌বে, ছোট জা'ত্‌কে ব'ল্‌বে না—তাদের নামে হ্যাক্‌ থু! এই কি তোমাদ্দের ধর্ম্মপুস্তকের মত? এই কি তোমাদ্দের ধর্ম্ম পণ্ডিত শিক্ষা দেন?

পু, বো। দ্যাহেন মুশয়, দ্যাহেন, পবিত্র প্রভুকে আর প্রভুর অভ্রান্ত গ্রন্থকে পাপীর পুলা গা'ল্ দেয়—যা মুয়ে আহে তাই কইবার লাগে—দ্যাহেন মুশয়রা!

গেঁড়ি-ভাঙা কেউটে। কেন উনি মন্দ কি ব'লেছেন? ওঁর আসল কথার উত্তর দিতে পারেন না, আঁটা আঁটি দেখে "দ্যাহেন দ্যাহেন" ক'রে কেঁদে মাটী ভিজুচ্ছেন! উঃ! নাগ হ'তে এয়েছে—পবিত্র ভুজঙ্গ ধর্ম্ম কি, তার মর্ম্ম ধরা চুলোয় যা'ক্, তার চর্ম্ম ছুঁতে পারে না—একটা সামান্য তর্কের উত্তর দিতে জানেনা, কেবল পরের ল্যাজ ধ'রে মনে ক'রেছে ভবসিন্ধু ত'রে যাবে! ওরে, একি তোর দেশের বুড়ী গঙ্গা, না ধলেশ্বরী? মনে ক'রেছিলেম থা'ক্, ছোঁড়া গোঁড়া ফোঁড়া হ'য়ে পালে মিশে থা'ক্, কিছু ব'ল্‌বো না; তা চুপ ক'রে থাকে কৈ? সকল কথায় টিপ্‌পনী কা'ট্‌তে যায়!—উঃ! কি ব'ল্‌বো, এ সভা ঘর, নইলে এক থাপ্‌পড়ে ওর চাবালি ছিঁড়ে দ্যাহেন ম্যাহেন সুদ্ধ পদ্মাপারে ওরে দ্যাহে পাঠিয়ে দিতেম!

পুঁ, বো। (অত্যন্ত তোত্‌লা স্বরে) দ্যাহেন মুশয়রা! মু আর র‍্যাত্ কম্মু না (মহা ক্রোধে আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে) আয় পু—র পুলা দেহি তোর কোন্ হিয়ে রাহে! (ঘিক হাতে লম্ফ)

গেঁ, কেউ। ছোঁড়ার মরণ ঘুনিয়েছে! (আক্র-মনোদ্যত)

(তক্ষক ও বোড়া কর্ত্তৃক উভয়ে ধৃত
ও নিবারিত।)

নকু। (পুঁয়ে বোড়ার প্রতি) কোথা যাও গোপাল কনে যাও?—এ হেলিয়া হ'তো—গির্‌গিটী হ'তো, এক কদম্ ঝা'ড়্‌তে হা'ন্ ছিল না—এ যে তোমার সাক্ষাৎ যম—অন্য নন, গেঁড়িভাঙা! (স্বগত) যা হ'ক্, অভেদাত্মা ভ্রাতা ভগ্নীদের উপযুক্ত আধ্যাত্মিক সভা বটে!

কালাজ্। কি করে সব? এদের এ হুড়োমুড়ি কিসের?—আরে আমি কি কেউ নই? কাণে শুন্তে পাইনে ব'লে কি কিছুই শুন্তে পাব না?

ধোঁড়া। উঠে দাঁড়াও সব, প্রভু আ'স্‌ছেন।

[বাসুকির প্রবেশ]

(সকলের করতালি—অনেকের প্রণাম—অনেকের
গড়াগড়ি—অনেকের প্রভুর পদধূলি
লেহন—অনেকে প্রভুর পাদুকা
চুম্বন ইত্যাদি)

বাসু। গোলমাল হ'চ্ছিল কিসের? একি? পুঁয়ে বোড়ার এ মূর্ত্তি কেন?

তক্ষ। আজ্ঞে না, ও কিছুই না। (পুঁয়ে বোড়ার প্রতি জনান্তিকে) খবরদার, চুপ্, একটীও কথা না—যা হবার হ'য়েছে, আর ঢলাঢলি না!

বাসু। (সিংহাসনে উপবেশনান্তে) ভ্রাতা ভগ্নি-গণ! ব'সো সব ব'সো—তোমাদের প্রেম আর নাগ-ধর্ম্মে নবোৎসাহ বর্দ্ধিত হ'ক্! শ্রবণ কর;—তক্ষক ভ্রাতা আমাদের বংশ বিস্তার কাহিনী সে দিন সবিস্তার শুনিয়েছেন; কা'ল্ অনেক নাগনাগিনীর নামকরণ প্রকরণও ব'লেছেন; তাতে অনেকে আপনাপন নাম জান্তে পেরে পূর্ব্বকার জঘন্য পৌত্তুলিক নাম পুরাতন ছিন্ন বস্ত্রের ন্যায় পরিবর্ত্তন ক'র্ত্তে পেরেছেন!

নকু। সেই নাম পেয়ে অনেকেই সন্তুষ্ট, কিন্তু প্রভু, সন্তুষ্ট হন নি, এমন লোকও দুই চারিজন আছেন!

বাসু। আমি কি ক'র্ব্বো? আমি আপন ইচ্ছায় নাম দিইনি—যে সব নাম দিইছি, সর্পবংশের সে সব নাম বাস্তব ছিল কিনা, এ দেহে আমি তা পর্য্যন্ত জা'ন্তেম না—আমার মুখ দে সর্ব্বজ্ঞ স্বর্গীয় পিতা যা ব'লিয়ে দেছেন, আমি কেবল তাই বলিছি—গুণানুসারেই নাম করা; সর্ব্বান্তর্যামী অবশ্যই যার যে গুণ জানেন; এতে যে অসন্তুষ্ট হবে, সে নিতান্তই ঈশ্বরের অখণ্ডনীয় সাক্ষাৎ আজ্ঞার বিরুদ্ধকারী—

অনেকে। (চীৎকার স্বরে) সে বিদ্রোহী! বিদ্রোহী!!

পুঁ, বো। হবায় তারে রাহা নয়, রাহা নয়, তারে তারিয়ে দিবার হুচিত অয়!

অনেকে। কে তারা! নকুল বাবু তার নাম বলুন—

নকু। না, আমি এখন ব'ল্‌বো না, এর পর বিরলে!

অনেকে। না, এখনি—এখনি—এখনি!

বাসু। ভ্রাতাগণ! এত দ্রুতলার প্রয়োজন কি? এখন না হয়, একটু পরেই শুন্‌বে।

অনেকে। আচ্ছা, পরেই হবে, পরেই হবে—যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে!

পুঁ, বোড়া। প্রভুর দয়ার হীমা নেই!

বাসু। সে যা হ'ক্ ভ্রাতা ভগ্নিগণ! আগামী কল্য এই গুণ নির্ণয়ের সঙ্কেত ও স্থায়ী নিয়ম ক'রে দেওয়া যাবে; আর সেই সভাতেই বক্তা ভ্রাতা ভগ্নীগণের নামকরণ আর নবপ্রার্থীর উপাধি দান ইত্যাদি কার্য্য হবে। আপাততঃ আ'জ্ তক্ষক ভ্রাতা আমাদের বিষসঞ্চারের যে বিজ্ঞাপনী প্রস্তুত ক'রেছেন, তা তোমরা শ্রবণ কর। বংশবৃদ্ধির পালাটী যেমন চমৎকার, এ আবার ততোধিক!—ও দিগে কথা কয় কে? চুপ্ কর।—ও দিগে মস্‌মসিয়ে বেড়ায় কে? তোমার

আপনার স্থানে গে ব'সো!—এই ঘড়ি খোলা থা'-কলো, ভায়াকে এক কোয়াটারের মধ্যে সমাপ্ত ক'র্ত্তে হবে!*

তক্ষ। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পাঠ) আমি নত মস্তকে সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমের অবতার সহস্রবদন পরমারাধ্য শ্রীমান্ বাসুকিরাজের চরণে প্রণতি পূর্ব্বক তাঁহার আদিষ্ট আমাদের বিষবুদ্ধির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তটী, হে নাগনাগিনী ভ্রাতা ভগ্নিগণ! তোমাদের সমক্ষে আ'জ্ বর্ণনা করিতেছি, তোমরা পূর্ব্ব জন্ম স্মরণ পূর্ব্বক কুণ্ডলি পাকাইয়া অবহিত হইয়া শ্রবণ কর!

কলি যুগে রামমোহন ঋষি কশ্যপ অবতার। তিনিই আদি সমাজ নামা খগকুল, আর ভারত সমাজ নামা এই আমাদ্দের মহানাগকুল, এ উভয়েরই মূল। কলি যুগে খগেন্দ্রের অবতার দেবেন্দ্র; বাসুকি মহারাজের অবতার এই আমাদের প্রধান আসনোপবিষ্ট মহা প্রভু! খগেন্দ্র বংশ আমাদের ঘোর বৈরী; তাহারা আমাদিগকে পাইলে যুক্তি-নখে ধরিয়া সত্যরূপ চঞ্চুতে ঠোকরাইয়া গিলিয়া খায়! কিন্তু আমরাও তাহাদিগকে কম জ্বালাতন করিতেছি না—

* যথার্থই এইরূপ স্কুল মাষ্টার-গিরি হইয়া থাকে।

শ্রী প্রকাশক।

নকু। (স্বগত) মনে মনে লঙ্কা ভাগ ; আপনা আপনি মহাজ্ঞান !

বাসু। ওদিগে বিড় বিড় করে কে ?

নকু। আজ্ঞে না, ঐ গুলো মুখস্থ ক'রে নিচ্ছি !

অনেকে। বেস ! বেস !

তক্ষ। (পাঠ) খগবংশের পরমাত্মীয় হিন্দুবংশের ছেলে মেয়েদ্দের দংশন ক'রে আমরা তার শোধ তুল্‌ছি ! তাতে তাদ্দের মর্ম্মান্তিক দুঃখ হয়—এর বাড়া আর আহ্লাদ কি ? (ক্ল্যাপ)

নকু। সাধু ! সাধু ! সাধু ! (বিড়ি বিড়ি স্বরে) তাদ্দের মর্ম্মান্তিক হয় ; এর বাড়া আহ্লাদ কি, আহ্লাদ কি !

তক্ষ। (পাঠ) যে বিষের গুণে আমরা সেই শত্রু পক্ষ পক্ষীকুলের অন্তর্ব্বেদনা জন্মাইতে পারি, এবং যাঁহার কৃপায় আমাদ্দের সেই বিষ বর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং সেই বিষের তেজে তেজস্বী হইয়া যেরূপে আমরা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছি, তাহাই বলিতেছি, ভ্রাতা ভগ্নিগণ, শ্রবণ কর !

নকু। (বিড়ি বিড়ি স্পষ্টস্বরে) যে বিষের গুণে যে বিষের গুণে ; আমরা সেই শত্রু, আমরা সেই শত্রু ; পক্ষ পক্ষী, পক্ষ পক্ষী, পক্ষ পক্ষী ;—

শাম্ব। নকুল! একটু আস্তে!

নকু। যে আজ্ঞে আস্তে—(বিড়ি বিড়ি) কুলের অন্তর্বেদনা, কুলের অন্তর্বেদনা—

তক্ষ। (পাঠ) সত্যযুগে দেবতারা সমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক বহু বহু রত্ন, ঘোটক, হস্তী, ঔষধ, ভেষক্, চন্দ্র ও অমৃতাদি আহরণ করেন; করিয়া আপনাদের মধ্যে তত্তাবৎ বাঁটিয়া লয়েন। সকল দেবতাই কিছু কিছু পান, নিদান দুই এক ফোঁটা করিয়া অমৃতও খান, কেবল মহাদেবই কিছু পান নাই। তাহাতে বিরু-পাক্ষ ক্ষেপিয়া উঠিয়া বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করিয়া পুনর্ব্বার মন্থন করাইলেন। সমুদ্রে ভাল বস্তু তো আর ছিল না, সুতরাং রাশি রাশি হলাহল উঠিয়া ভুবন দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন দেবতারা মহাদেবকে বলিলেন “ ঠাকুর কি ক’ল্লে ? উপায় কি ? ” মহাদেব অপ্রস্তুত হইয়া আর কি করেন, সেই বিষরাশি গণ্ডুষে পান করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কোষ করিয়া লইতে সকল বিষ উঠিল না—

নকু। বিশেষতঃ তরল সামগ্রী আঙুলের ফাঁসা দিয়েও কতক প’ড়ে গেল!

তক্ষ। হাঁ তাও সত্য! Thank you Nocool Baboo! (পাঠ) মহাদেব পান মাত্র ঢলিয়া পড়িলেন; অবশিষ্ট

বিষ কে খায়? দেবতাদের চিকণ বুদ্ধির নিকট কোনো বিষয়ই অপ্রতিবিধেয় নয়; শিব চলিলেন, কিছু বিষও রহিল, শীঘ্র তাঁহারা মা মনসার নিকট নারদ ঋষিকে পাঠাইয়া দিলেন। মা মনসা আসিয়া ঝাড়াইয়া বাপের শরীর হইতে বিষ নামাইলেন, কতকটা কেবল কণ্ঠে থাকিয়া গেল।

নকু। তাই নাম নীলকণ্ঠ!

তক্ষ। (পাঠ) এখন পূর্ব্বকার বিষের সঙ্গে আবার ঐ ঝাড়ানো বিষ সংযুক্ত হইয়া রাশীকৃত হইল —সে বিষ কোথায় থাকে? মহাদেবের আদেশে মা মনসা তৎক্ষণাৎ এক হুঙ্কারে ত্রিভুবনের যত নাগকে আনাইয়া অনুমতি করিলেন, যে যত পার বিষ গ্রহণ ক'রে মহাবলী হও। তাহারা লক্ লক্ রসনায় চাটিতে লাগিল!

নকু। পুঁয়ে বোড়াও কি তার মধ্যে ছিল?

তক্ষ। সকলেই ছিল—যার যেমন শক্তি, চাটিয়া ও চুষিয়া লইল—কেউ কেউ মুখ ছাড়া ল্যাজে করিয়াও লইল!

নকু। যেমন কলা'রে বামনেরা খায় আবার তোলে।

(সকলের হাস্য ও ক্ল্যাপ)

বাসু। Order! Order!

তঙ্ক। (পাঠ) এইরূপে সমুদায়ই প্রায় নিঃশেষিত হইল। অবশেষে বিষের স্থানটাতে বোল্‌তা, ভেম্‌রুল, বিছা, পিঁপড়া, ছারপোকা, মশা, মাকড়শা প্রভৃতি বহু বহু কীট পতঙ্গকে মা মনসা হরির লুট দিলেন! তাহারা কেহ মুখে, কেহ ল্যাজে, কেহ হুলে, যে, যে অঙ্গে পারিল, বিষ উঠাইয়া লইল!

নকু। মানুষেরাও নাকি দ্বেষ, হিংসা, কপটতার ঘটী, বাটী টেমিতে ক'রে পূরে নে গে ঘর ক'রে রেখেছিল — (ক্ল্যাপ) — সে কালের কর্ত্তারা তা দিনান্তে পাদোদকের মত ছিটেফোঁটা গালে দিত, এখন কলিকালের উন্নতিশীল সভ্য ছোকরারা দিন রা'ত্ নাকি ঢক্ ঢক্ ক'রে গিল্‌ছে! জন কতকেই ফুরিয়ে ফেল্লে—তাদের ছেলে পুলেদের জন্যে আর নাকি বড় থা'ক্‌লোনা! আপনারাই ফুরিয়ে দিলে, ছেলে পুলের জন্যে রা'খ্‌লে না, একি লজ্জার কথা নয়?

সকলে। Shame! Shame!

পুঁ, বোড়া। (বোড়ার প্রতি জনান্তিকে) ও কি কইচে? আম্‌গো বালো না মন্দ কইচে?

বোড়া। তোমার মাথা কইচে!

তঙ্ক। (পাঠ) সত্য যুগের ঐ ঘটনার অনুরূপ

কলিকালেও হইয়াছে। যদিও কাল মাহাত্ম্যে সর্ব্বাংশে সর্ব্ব প্রকারে অবিকল তদ্রূপ না হউক, কিন্তু মূল ও স্থূল ব্যাপারে বড় একটা ব্যতিক্রম হয় নাই। কোল্‌ব্রুক, জোন্স, উইল্‌কিন্স, উইল্‌সন্ প্রভৃতি দেবতারা হিন্দু শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন দ্বারা অমৃত ও নানা রত্ন আহরণ করিয়া যান। নরেন্দ্ররূপী মহাদেব শেষ আসিয়া—(বাতির আলোকে ভালো করিয়া অক্ষর দেখা)

নকু। দেখ্‌ছেন আর কি, হয় তো এই লেখা আছে—"বাসুকির ল্যাজ মলিয়া—"

তক্ষ। আচ্ছা একই কথা! (পাঠ) বাসুকির দ্বারা আবার সিন্ধু মন্থন পূর্ব্বক জঘন্য হিন্দু-সমাজ-ধ্বংসকারী স্বাধীন উদ্যমের উৎসাহরূপ গরল উৎপাদন করেন। তিনি নিজে তদ্ভাবরূপ হলাহলের সারাংশ পানে ঢলিয়া গলিয়া পড়েন। তাঁহার শাসনশক্তি নাম্নী একচ'কো নন্দিনী, মা মনসার স্থলাভিষিক্তা হইয়া "প্রকাশ্যে Neutrality রাখা কর্ত্তব্য" ইতি মন্ত্রে তাঁহার শরীর হইতে উৎসাহ-বিষ কতক নামাইয়া দেন—কণ্ঠে তবু অনেকটা থাকিয়া যায়! সেই বিষ নিজ দেহ হইতে প্রকাশ্যরূপে কমাইয়া মহাত্মা বাসুকি ও বাসুকির নিরমল অখল সরল

দলকে প্রচুর পরিমাণে দান করেন! সেই হইতে আমাদের মহারাজ—সুতরাং আমরাও আমাদের প্রবল অরাতি খগেন্দ্র বংশকে উপেক্ষা পূর্ব্বক ঘৃণিত হিন্দুজাতিকে সর্ব্বদা দংশন ও তাদের পুত্র কন্যাদি হরণ দ্বারা জ্বালাতন করিতে সমর্থ হইতেছি —সেই হইতে আমাদের বিষবৃদ্ধির অদ্বিতীয় উপায় হইয়াছে—সেই হইতে আমাদের মহাপ্রভুকে মহাদেব এত ভাল বাসেন, যে, কলির কৈলাস ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত তাঁহাকে লইয়া গিয়া মহা সম্মানিত ও জগৎ প্রসিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন—সেই হইতে শিববংশীয়েরা ও শিবানুচরেরা আমাদের ভুজঙ্গ বংশের প্রতি সম্পূর্ণ অনুকূল আছেন—সেই হইতে আমরাও বিপুল বিক্রম ও ঘোর তর্জ্জন গর্জ্জন সহ ফণা ধরিয়া বৈরীপক্ষকে আক্রমণ করিতে পারিতেছি—সেই হইতে এই মহানীতি শিখিয়াছি, যে, কলির শ্বেতকায় শিবমূর্ত্তি সংঘের মনোরঞ্জন ব্যতীত জগতে উন্নত হইবার যো নাই—(ক্ল্যাপ) এবং জন্মভূমিই হ'ক্, আর স্বদেশবাসী যে শ্রেণীই হ'ক্, সকলের মঙ্গলকে বলিদান দিয়াও সেই শ্বেতাঙ্গ দেবতাদের পূজা ও তুষ্টিবিধান করাই অহিবংশের একমাত্র কর্ত্তব্য! (Cotinued cheers)

নকু। সাধু! সাধু! সাধু! (স্বগত) বেহা-

য়ারা কেমন ক'রেই বা বলে? হায়! এদের কি একটু চক্ষু-লজ্জাও নেই? হা মাতঃ বঙ্গভূমি! তুমি এমন নর-ভুজঙ্গ অদ্ভুত সন্তানগুলোকে প্রসব করবার সময় একবারে যমপুরীর আঁতুড় ঘরে গে দাওন পা'ত্তে পার নি? আর যদি এখানেই বিউলে, দেশে কি'মা নুণ ছিল না? হায়! হায়! সেই সময় একটু একটু গিলিয়ে দিলেই সব উৎপাত চুকে যেতো!

বাসু। নকুল! এখনও মুখস্থ ক'চ্ছো যে—

নকু। আজ্ঞে, এমন চিজ্ কি ছা'ড়তে পারি?

তক্ষ। (পাঠ) ভ্রাতা ভগ্নিগণ! যত দিন তোমরা এই অভ্রান্ত উপদেশগুলি হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিবে এবং যত কাল বাসুকি মহারাজকে সেই কৌশল সাধনে, যাহার যত দূর সাধ্য, প্রাণপণে সহায়তা করিবে, তত কাল খগেন্দ্র বংশই চঞ্চুপুটে ক্ষত বিক্ষত করুক, আর ঘৃণিত হিন্দুরাই ওঝা ডাকিয়া কি সেই ওঝার কথায় বোঝা বোঝা ঈশমূল দ্বারা তোমাদিগকে ক্ষণমাত্র জড়সড় করিয়া রাখুক—

নকু। কিম্বা নাগদল থেকে কেউ বিদ্রোহী হ'য়ে বেরিয়ে গিয়ে অবতার-বাদের প্রতিবাদে ট্রেনিং বিদ্যালয়ে বক্তৃতাই করুক—

তক্ষ। (পাঠ) কিছুতেই তোমাদের মরণ হবেনা—তোমরা মরিয়াও মরিবে না—তোমাদের পবিত্র ভণ্ড চাতুরী নামা বিষদন্ত ঐ ঐ রূপে কেহ ভাঙ্গিয়া দিলেও দেবাদিদেব মহাদেবের বরে আর মহাপ্রভুর প্রভাবে আবার তোমরা নব দন্তে ভূষিত হইতে পারিবে!

নকু। যেমন ব্রহ্মার বরে রাবণের দশ মুণ্ডু রাম যত বার কেটে ছিলেন, তত বারই যোড়া লেগে-ছিল! শেষে হনুমান মৃত্যুবাণ হ'রে নিয়ে গিয়েই গোল বাঁধালে!—অতএব ভ্রাতাগণ! সাবধান! যদি তোমাদের মৃত্যুবাণ থাকে, তবে যেন মন্দোদরী-দের হাতে থুয়োন।—কি জানি, কোন্ ছলে কোন্ পবিত্র ভ্রাতা বিভীষণের মত বিপক্ষ দলে গিয়ে সন্ধান ব'লে দে সর্ব্বনাশ ক'র্ব্বে! (স্বগত) তাই ঘ'টে উঠ্‌ছে!

তক্ষ। (পাঠ) ভ্রাতা ভগ্নিগণ! এই তো বিষ সঞ্চার নামা অহি-গীতা পুরাণান্তর্গত তৃতীয় সর্গ সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম শুনিলে। ভরসাকরি, এত-চ্ছ্রবণে শ্রীমান্ মহাদেব, তস্য কুমারী শ্রীমতী মনসা দেবী এবং আমাদের এই শ্রীমান্ বাসুকি মহাপ্রভুর প্রতি তোমাদের ভক্তি অচঞ্চলা ভাবে বর্দ্ধিতা হউক! অতএব এক্ষণে একবার, প্রিয়তম প্রিয়তমা ভ্রাতা

ভগ্নিগণ, এস একবার আমার সহিত এক বাক্যে বল—

(সকলে সমস্বরে)

জয় মহাদেবকি জয়!

জয় মা মনসা দেবীকি জয়!!

জয় মহাপ্রভু বাসুকি মহারাজকি জয়!!!

(কোনো দিকে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ)

বাসু। কেও ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে কে?

কয়েক নাগিনী। (চীৎকার স্বরে) ও গো সাপ গো—ও গো সাপ গো—ও গো মস্ত এক সাপ গো —ওগো সত্যিকার মস্ত এক সাপ গো! ও গো এই খড়খড়িদে এলো গো—মস্ত এক সাপ!

সকলে। কি? কি? কৈ সাপ! কৈ সাপ? সত্যই তো—ঐ যে—তবে আমাদের মহাপ্রভু সত্যই বাসুকি অবতার গো! মেরনা, মেরনা, জ্ঞাতি হিংসা ক'রোনা! প্রভুর অনুমতি লও!

(সভায় হুল স্থূল, গোলমাল, লম্প ঝম্প, দৌড়া-দৌড়ি, চীৎকার, পলায়ন ইত্যাদি)

(পট ক্ষেপণ)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(নাগাশ্রম—নাগসভা।)

[বহু নাগনাগিনী ও নকুল বাবু উপস্থিত এবং বাসুকি প্রধান আসনোপবিষ্ট]

বাসুকি। ভ্রাতা ভগ্নিগণ! আমি কা'ল্ ব'লেছি, নাম উপাধিরূপ মান দান সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম করা যাবে। আ'জ্‌কার এই বিশেষ অধিবেশন সেই জন্যই। অতএব বিশেষ আদেশানুযায়ী যা ব্যক্ত ক'চ্ছি, সকলে বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

সকলে। আজ্ঞা করুন!

বাসু। এই নগরের উত্তর প্রান্তে বাগবাজার নামে এক প্রাচীন মহা পল্লী আছে, তোমরা জান ?

সকলে। জানি, জানি।

নকু। আজ্ঞে বাগবাজারে আমার মামার বাড়ী—

বাসু। ত্রিশ বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তথায় এক ভীষণ সম্প্রদায় ছিল, নাম "পক্ষীর দল" এ তোমরা জান ?

অনেকে। না প্রভু, জানিনা—

নকু। জানি প্রভু, আমি জানি ; আমার মামা তার একজন বড় পক্ষী ছিলেন।

বোড়ানী। প্রভু দয়া ক'রে সেই পবিত্র সম্প্রদায়ের কথা আমাদের শ্রবণ করা'ন, শুনে ধন্য হই!

বাসু। (সহাস্যে) না ভগ্নি, তারা পবিত্র নয়—ঘোর অপবিত্র!

পুঁ, বোড়া। যকন্ প্রভুর অসনায় তাদ্দের নাম উট্‌চে, তখন তারা অপবিত্র অইলেও পবিত্র!

বাসু। কিন্তু তাদের মধ্যে একটী বড় চমৎকার নিয়ম ছিল, সেই নিয়মটী আমি আমাদ্দের মধ্যে প্রচলিত ক'র্ত্তে চাই।

সকলে। যে আজ্ঞে, তাই করুন!—আহা! কি চমৎকার নিয়ম! কি চমৎকার নিয়ম!

বাসু। শোন আগে—

অনেক। শুন্তে হবে না—যখন শ্রীমুখ দে চমৎকার শব্দ বেরিয়েছে, তখন সে চমৎকার—অতি চমৎকার—

নকু। অপূর্ব্ব চমৎকার! (স্বগত) হা যম!

বাসু। তবু একবার শোন আগে—তারা অতিশয় গাঁজাপায়ী ছিল!

সকলে। চমৎকার নিয়ম—চমৎকার নিয়ম!

বাসু। না, না, তা চমৎকার নয়; সে অতি কদর্য্য কাজ—

সকলে। অতি কদর্য্য—অতি কদর্য্য!

বাসু। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি যেমন গাঁজা টা'ন্‌তে পা'র্ত্তো, আর যে যে পরিমাণে নকল তামাসা ভাঁড়ামোতে ম'জ্‌বুত ছিল, তদনুসারেই তার নাম উপাধি হ'তো। যেমন সর্ব্বাপেক্ষা যিনি অধিক গাঁজা খেতেন, তাঁর নাম গরুড় — তিনিই পক্ষিদলের রাজা ছিলেন —তিনি বাস্তব ব্রহ্মচারী, কিন্তু সাধারণে তা জা'ন্তো না, লোকে তাঁরে "পক্ষিরাজ" কি "মহারাজ" ব'লেই ডা'কৃতো! গাঁজা তো সহজ কথা, তিনি সেঁকো বিষ পর্য্যন্ত খেয়ে হজম ক'র্ত্তেন; এম্নি সাধ্য!

অনেকে। কি চমৎকার সাধ্য, কি চমৎকার সাধ্য।

বোড়া। প্রভুর কথার মাঝে একটা বলি—তবে তো তিনিই যথার্থ খগেন্দ্র ছিলেন; এখনকার আদি-সমাজের খগেন্দ্র তবে কিসের খগেন্দ্র?

অনেকে। কিসের খগেন্দ্র? কোনো যোগ্যতা নেই, কোনো যোগ্যতা নেই!

বাসু। সে যা হ'ক্, তাঁর পরে গুণানুসারে কেউ শকুনি, কেউ হা'ড়্‌গিল, কেউ চিল, কেউ শালিক, কেউ ফিঙে, ক্রমান্বয়ে এম্নি এম্নি উপাধি প্রাপ্ত হ'তো।

অনেকে। চমৎকার নিয়ম—চমৎকার নিয়ম!

বাসু। এক দিন এক জন সঙ্গতিমান্ ভদ্র যুবক পাক্ষীর দলে ভর্ত্তি হ'তে এলো—

অনেকে। চমৎকার, চমৎকার—

বাসু। শোন আগে—গরুড় মহারাজের নিকট সেই উমেদারের প্রার্থনাটী জানানো হ'লো। মহারাজ হুকুম দিলেন "প্রার্থীর পরীক্ষা লও!"

অনেকে। বাঃ! বাঃ!

বাসু। তারে জিজ্ঞাসা করা হ'লো "তুমি এক ঠাঁই ব'সে উপরি উপরি কত ছিলিম টা'ন্‌তে পার?" সে ব'ল্লে "১০৮ ছিলিম!" তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা আরম্ভ হ'লো! পক্ষীর আটচালায় এক কালে শত শত ক'ল্‌কেয় গাঁজা সাজা তৈয়ের থা'ক্তো! কিসে থা'ক্তো তা জান?

সকলে। আজ্ঞে না, না—

বাসু। অয়েল বর্ণার সাজাবার কা'ট্‌কো দেখেছ; ঠিক তেম্‌নি। কিন্তু তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র-বিশিষ্ট বড় বড় কা'ট্‌কোতে ঐ সব ক'ল্‌কে সাজানো থা'ক্তো!

অনেকে। কি চমৎকার নিয়ম!

অনেকে। Excellent! Excellent!

বাসু। সর্ব্বদাই দরকার; হুকুম মাত্রেই এপ্রেণ্টিস্

চেলারা আগুন চ'ড়িয়ে দিত! ঐ নবাগত পরীক্ষার্থীকেও আগুন চড়িয়ে চড়িয়ে দিতে লা'গ্‌লো—সে বিরাম ব্যতীত দমে দমে ১০৭ ছিলিম অনায়াসে শেষ ক'ল্লে! কিন্তু সর্ব্ব শেষের ছিলিমটে টান্‌বার সময়—

নকু। ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে গেল নাকি?

বাসু। না, না, তাও কি তেমন বীরের সম্ভব হয়?

অনেকে। আহা! কি বীর!

নকু। তবে প্রভু কি হ'লো?

বাসু। শেষের টা'ন্‌টাতে একটীবার একটু "খুক্" ক'রে কেশেছিল! ইইতেই তার ডিগ্রি লাভ অনেক ডিগ্রি ক'মে গেল! ইউনিভার্সিটীর পরীক্ষায় অতি উত্তম বালকও যেমন সকল বিষয়ের উত্তর ভাল লিখে দৈবাৎ কোনো শাখার দুই একটা প্রশ্নের উত্তরে ভুল ক'ল্লে বিপদে পড়ে, তার অদৃষ্টেও ঠিক তাই হ'লো! সে যেমন কেশেছে, অম্‌নি পক্ষীরাজ ব'ল্লেন "ছাতারে!" দলসুদ্ধ অম্‌নি ব'লে উঠ্‌লো "ছাতারে!" আট্‌চালার ভিতর ব'র্ চৌদিকে রব উঠ্‌লো "ছাতারে!" পদপ্রার্থী ভদ্র লোকটী মনোদুঃখে আর ঘৃণায় ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁ'প্‌তে আর কাঁ'দ্‌তে লা'গ্‌লো!—ও'র দুঃখ, ভ্রাতা ভগ্নিগণ, বুঝ্‌তেই পার!

নাগিনীগণ। আহা! আহা! কি দুঃখ!

বাসু। তখন সেই হতভাগ্য ধরণী পৃষ্টে লুণ্ঠিত হ'য়ে মহারাজের পায় ধ'রে গড়াগড়ি দে এই ব'লে কাঁদ্‌তে লা'গ্‌লো "প্রভু! আমি ভদ্র সন্তান, কিছু বিষয়ও আছে, কেবল মহারাজের অনুগত অনুচর আর রাজ সরকারে একটা সম্ভ্রান্ত উচ্চ পদ পাব ব'লেই বহুকাল হ'তে মা গঞ্জিকা দেবীর আরাধনা ক'রে আ'স্‌ছি। প্রভু! আমি ১০৮ ছিলিম ক'রে এক স্থানে এক সময়ে ব'সে রোজ টানি; হয় নয় আ'জ্‌ বিকালে আবার একবার পরীক্ষা ক'রে দেখুন; আমার বড় অদৃষ্ট মন্দ, তাই দৈব প্রতিকূল হ'য়ে হঠাৎ একটা কাশি এনে গলায় বাঁধিয়ে দিলে! কিন্তু মহারাজ গুণজ্ঞ, সূক্ষ্ম-বিচারক, সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার, দয়ার সাগর —দয়া ক'রে এ অধীনের "ছাতারে" নামটী বদল ক'রে একটী ভাল নাম দান করুন।" কেমন নাগগণ, তোমাদ্দের বিচারে পক্ষীরাজের কি উচিত হয়?

সকলে। বদল উচিত, প্রভু, বদল উচিত!

নকু। আমি হ'তেম তো পক্ষীরাজের গলা টিপে ধ'রে তাঁরে যক্ষ্মা কাশ কাশিয়ে ছা'ড়্‌তেম!

পঁ, বোড়া। অবদ্র পুলান হক্কল তাতে কথা কইবারে যায়—প্রভুর লগেও অবদ্রতা!

বাসু। তোমরা যা উচিত ব'ল্লে পক্ষীরাজও তাই ক'ল্লেন। তার অনুনয়ে সদয় হ'লেন—তবে নামটী একবারে সংপূর্ণ বদল ক'ল্লেন না; ব'ল্লেন "দেখ, হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না!" অতএব আমার মুখ দে একবার যা বেরিয়েছে, তা নিতান্ত ব্যর্থ হবার নয়; তবে তোমার কথায় আমি প্রসন্ন হ'য়ে এই ক'চ্চি, তোমার নামের পূর্ব্বে "স্বর্ণ" বসিয়ে দিচ্চি—তুমি "স্বর্ণ ছাতারে!" আটচালাময় শব্দ হ'লো "স্বর্ণ ছাতারে!"

সকলে। কি চমৎকার! কি চমৎকার!

বাসু। শুন ভ্রাতা ভগ্নিগণ! আমি আমাদের মধ্যেও তেমি একটী নিয়ম চালাতে চাই।

অনেকে। যে আজ্ঞে তাই করুন, তাই করুন!

বাসু। অর্থাৎ পুং স্বাধীনতা আর স্ত্রী স্বাধীনতা বিষয়ে যে যেমন আগ্রহ, উৎসাহ, অনুরাগ, যত্ন আর কৃতকার্য্যতা দেখাতে পা'র্ব্বে, তার তেমি উপাধি দেওয়া যাবে! তোমরা এ কাজ যে যেমন পেরেছ কি পা'র্ব্বে, অর্থাৎ পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি—যাদের কুসংস্কারাবিষ্ট পৌত্তুলিক হিন্দুরা গুরু লোক ব'লে থাকে—তাদ্দের উপেক্ষা কি ত্যাগ ক'রেও আমাদের পবিত্র ধর্ম্মোদ্দেশে এই পবিত্র নাগাশ্রমে এসে সস্ত্রীক

বাস; প্রকাশ্য স্থলে, বিশেষতঃ শিববংশীয় সুসভ্য সমাজে স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যা প্রভৃতিকে লয়ে যাওয়া; কৈলাস-বাসিনী অপ্সরাদের ন্যায় স্ত্রী পরিজনকে হাটে, বাজারে, গড়ের মাঠে, ঘোড়ার পীঠে, সভায়, আদালতে, যেখানে সেখানে যখন তখন অবাধে ছেড়ে দেওয়া; এসব কাজে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত বা নিন্দা প্রভৃতি কোনো কারণে শঙ্কিত বা পিছপাও না হওয়া ইত্যাদি কাজ যে যেমন ক'র্চ্ছো কি ক'র্ত্তে পা'র্ব্বে, তার সেই স্বাধীনতা-প্রবৃত্তির ক্রম বুঝে তারে কেউটে, গোক্ষুর, তক্ষক, শঙ্খচূর প্রভৃতি উচ্চ জাতীয় নাগের শ্রেণীতে ফেলা যাবে! যারা তত দূর না পা'র্ব্বে, তারা ঘোলচিতি, চেলোচিতি, গন্ধচিতি, শঙ্খচিতি, বোড়া-চিতি, বোড়া, বিষুতেবোড়া, সিন্দুরিয়া প্রভৃতি মধ্যম শ্রেণীর উপাধি পাবে! তন্নিম্ন ধরণের গুণশীলেরা তন্নিম্ন শ্রেণীর নামেই অভিহিত হবে! কেমন, ভ্রাতা ভগ্নিগণ, এ প্রস্তাবে তোমরা সম্মত?

সকলে। সম্মত, সম্মত, সম্মত!

জনৈক নাগিনী। হ'লোনা, হ'লোনা, ও হ'লোনা —তিনবার সম্মত বলাতে প'চে গেল!

(সকলের হো হো শব্দে হাস্য)

বাসু। ভগ্নি! অদ্যাপি তোমার সেই ঘৃণিত হিন্দুর

ঘরের কুসংস্কার আছে, এতে আমি বড় দুঃখিত হলেম। তোমার বয়স অল্প, আ'জো তুমি বালিকা ব'ল্লেই হয়; যদিও তোমার সন্তান হয়েছে—কেননা, তোমার নিকটে তিন চা'র বৎসর বয়সের ঐ যে বালকটী দেখ্‌ছি, উটী অবশ্যই তোমারই পুত্র হবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তোমার বয়ঃক্রম ১৬।১৭ বৎসরের বেশী নয়! এমন বয়সে আমাদের কৈলাসের মেয়েদ্দের বিবাহের সম্বন্ধও হয় না! সুতরাং বিলক্ষণ বুঝা যাচ্ছে, তুমি কিম্বা তোমার অবোধ ভর্ত্তা অদ্যাপি বাল্য-বিবাহের দোষাবধারণেও সমর্থ নও!

তক্ষ। (করযোড়ে) প্রভু! ওঁর পূর্ব্বভর্ত্তা নাই, এই ভগ্নিটী পবিত্র নাগাশ্রমে সম্প্রতি এসেছেন; কুলনাই গ্রামের মান্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতা ওঁরে এনেছেন—তাঁর সঙ্গেই ওঁর বিবাহের সম্বন্ধ হ'চ্ছে—

বাসু। সেই যাঁরা অত রাত্রে এসে একবারে রাজ-পুরীতে যান? এঁর নাম না শতরূপা?

তক্ষ। আজ্ঞে হাঁ।

নকুল। (স্বগত) শতরূপা কি অনন্তরূপা বলা যায় না!

বাসু। যা হ'ক্, ইনি তো তবে অন্তঃপুরে থেকেও পবিত্র নাগধর্ম্মের তত্ত্ব জ্ঞান পেয়েছিলেন?

তক্ষ। আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু সধবা অবস্থায় পতি সত্ত্বে নয়, তখন অন্ধকারেই ছিলেন; বৈধব্যের পর কিশোরী ভ্রাতার গুণেই উনি পবিত্র আলোক প্রাপ্ত হয়েছেন।

বাসু। তবে সেই সব স্মরণ আর অল্প বয়স বি- বেচনাতেই আমি ওঁরে সর্ব্বাধম শ্রেণীতে নিক্ষেপ করা রহিত ক'ল্লেম! ভগ্নি! তোমার নাম আমি "লাউডুগী" রাখ্‌লেম; কিন্তু জেনো, এ কেবল ঐ দুই কারণে, নতুবা তোমার কার্য্য আর সংস্কার যেরূপ, তাতে তোমায় "ছেলে" কি "পুঁয়ে" শ্রেণীতেই ফেল্‌- তেম! (ক্ল্যাপ)

সকলে। কি সূক্ষ্ম বিচার! কি চমৎকার বিচার! কি চমৎকার নিয়ম!

নকুল। (পুঁয়ে বোড়ার প্রতি জনান্তিকে) ঐ দ্যাখ্‌ তোর পুঁয়ে জা'ত্‌ সর্ব্বাধম! দূর—এত গোঁ- ড়ামি ক'রেও সর্ব্বাধম!

পুঁ, বোড়া। (দাঁড়াইয়া করযোড়ে) প্রভু! পুঁইয়া আর পুঁইয়া বোরা কি বিম্ন নয়?

বাসু। কে বলে নয়?

পুঁ, বোড়া। এই অবদ্র পুলান কইবার লাগে।

বাসু। বিস্তর ভিন্ন! কিন্তু সভা স্থলে ভদ্র

লোককে অমন ক'রে অভদ্র বাক্য প্রয়োগ ক'ল্লে সে বিভিন্নতা টুকুও রবে না! আ'জ্ তোমায় সতর্ক ক'রে দিলেম!

পুঁ,বোড়া। (স্বগত) হয়তানের পুলা কি হুত্রু তাই হা'দ্‌চে।

বাসু। শুন ভ্রাতা ভগ্নিগণ! আমার মর্ম্ম ভাল রূপে বুঝে লও;—স্বাধীনতা আর কুসংস্কার-হীনতা গুণের বিচার কালে বাল্য বিবাহের উচ্ছেদ এবং পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ কোর্টসিপজনিত বিবাহ; অসবর্ণ বিবাহ; বিধবা বিবাহ; খুড়্‌তুতো জ্যাঠ্‌তুতো পিস্‌-তুতো মাস্‌তুতো মামাতো ভাই ভগ্নীর বিবাহ ইত্যাদির প্রচলন আর অনুষ্ঠানকে উচ্চ ধরণের গুণ ব'লেই আগে ধ'র্ত্তব্য করা যায়!

সকলে। চমৎকার নিয়ম! অতি চমৎকার নিয়ম!

নকুল। সাধু! সাধু! সাধু! (স্বগত) হায় মা সুবচুনী কবে ঘাড় ভাংবেন? (দণ্ডায়মান হইয়া প্রকাশ্যে) মহারাজ! একটী খুঁত যে র'য়ে গেল—

পুঁ.বোড়া। দ্যাহেন, দ্যাহেন, হয়তান বক্কর প্রভুর কুঁত ন্দরে!

বোড়ানী। এবার তো পুঁয়ে বোড়া মশাই ভাল কথাই ব'লেছেন!

নকু। আঃ! রও না! ত্যক্ত কর কেন? প্রভু আমার কথা বুঝেছেন—

বাসু। কি খুঁত নকুল?

নকু। আজ্ঞে, একটু ব্যাকরণের খুঁত! উপাধি বা নাম গুলি পুংলিঙ্গে বেস খা'টবে, স্ত্রীলিঙ্গে সকল স্থলে যে ভাল হবে না!

গেঁড়ি, কেউটে। দৃষ্টান্ত, দৃষ্টান্ত, দৃষ্টান্ত চাই!

নকু। এই যেমন বোড়া, বোড়ানী; ধোঁড়া ধোঁড়ানী; পুঁয়ে বোড়া, পুঁয়ে বোড়ানী; তক্ষক তক্ষকী; এসব তো বেস মিল্‌লো; কিন্তু কেউটের বেলা কি হবে? কেউটেনী কি শুন্তে ভাল হবে? এম্নি আরো আছে—কা'লাজ; তার স্ত্রী-লিঙ্গে কালাজী কি কালা'জনী তো ভাল শুনোয় না! বেত-আছড়া, বেতআছড়ী; কেমন ধারা হ'লো? গোধা, গোধানী; এটা যদিও একরকম হ'লো, শুন্তে ভাল না! ময়াল, ময়ালী; গোখুরা, গোখুরাণী; চিতি, চিতিনী; এসব স্ত্রীলিঙ্গ বলসাধ্য, শ্রুতি-সুখের নয়! আবার এই এক নাগিনীকে নাম দিলেন "লাউডুগী।" তাঁর যিনি স্বামী হবেন, তাঁরে কি "লাউডোগা না লাউ-ডগা" ব'ল্‌বেন? লাউডগা নাম শুন্‌লে লোকে তো নাগ ব'লে ভয় ক'র্ব্বেনা, বরং ভাতে দে খাবার জিনিষই ভা'বুবে; অতএব প্রভু, এর একটা হেস্ত নেস্ত ক'রে দিন্!

অনেকে। নকুল বাবু ভাল ব'লেছেন, ভাল ব'লেছেন।

বাসু। (সহাস্যে) এর উপায় সহজ। এ খুঁত আমি আপনিই তো ব'ল্‌ছিলেম, তবু তুমি উব্‌জে দিলে ব'লে সভা তোমার নিকট বাধ্যতা স্বীকার ক'চ্ছেন! শুন ভ্রাতা ভগ্নিগণ! এর সহজ প্রতিবিধান আছে;—যাদের স্ত্রীলিঙ্গে কিম্বা নকুলের প্রদর্শিত লাউ-ডগার ন্যায় পুংলিঙ্গেও এরূপ দোষ স্পর্শ হতে পারে, তাদের নাগ বংশীয় নামের পরে পূর্ব্বকার কুলোপাধি যোগ দিলেই লেঠা চুকে যাবে! যেমন কেউটে বসু, কেউটে বসুনী! কালা'জ্‌ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালা'জ বন্দ্যোপাধ্যায়ী! বেত-আছড়া মিত্র, বেত-আছড়া মিত্রানী! যেমন, এই হ'লেই হবে না?

সকলে। চমৎকার! চমৎকার! অতি চমৎকার!

নকু। (স্বগত) এই চীৎকার, এই শীৎকার আর এই ডিটোর ফুৎকার, এগুলি আরো চমৎকার!

বাসু। নকুল! হঁা, না কিছুই না ব'লে বিড়্‌বিড়্‌ ক'চ্ছো যে?

নকু। আজ্ঞে; (মাথা চুল্‌কাইতে২) তাই ভেবে দেখ্‌ছি, ঠিক হলো কিনা?

পুঁ, বোড়া। দ্যাহেন, মুশয়রা দ্যাহেন, অকনো

বর্ব্বর কয় বাবৃছি!—প্রভুর আ'গ্গার হন্দে ক'রে বাবৃছি কৈবার পারে, এমন বাবুকের পুলা বাবুকতো এ মর্ত্ত্য লোকে দেছিনে!

বাসু। এতে নকুল, তোমার উপর বড় সন্তুষ্টই হলেম। কোনো কথা তলিয়ে না বুঝে সহসা কর্ত্তব্য কি উত্তম বলা উচিত নয়!—যা হ'ক্, এখনও কি তোমার কিছু সন্দেহ আছে?

নকুল। আজ্ঞে, ভেবে দেখ্‌লেম, মহারাজ যা আজ্ঞে ক'ল্লেন, তাতে হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে নয়!

গেঁড়ি, কেউটে। কিসে নয়? কিসে নয়? দৃষ্টান্ত? দৃষ্টান্ত?

নকুল। এই দেখুন না কেন—আগে ব্রাহ্মণ থেকেই ধরি—

পুঁ, বোড়া। দ্যাহেন মুশয়রা, এ হবায় ব্রাহ্মণ হুদ্র বর্ণবেদ লাগাইচে!

বাসু। লাগাক, তার পর নকুল?—তুমি যা ব'ল্‌বে আমি বুঝিছি, তবু তুমি যখন তুলেছ তখন তোমার মুখ দিয়েই প্রস্তাবটা হ'ক্!

নকুল। (করযোড়ে) এত গুণ না হ'লে এই ত্রিভু-বনের মহা মহা সারালো বিষধর সব এত শরণাপন্ন

হবেন কেন? প্রভু ভক্তাধীন—মহাভারতে বলে, প্রভু শ্রীকৃষ্ণ মনে ক'ল্লে অমন কোটী কোটী গুণে অসংখ্য কুরুসৈন্যকে কটাক্ষে ভস্ম ক'রে ফেল্‌তে পার্ত্তেন—অমন কোটী কোটী খাণ্ডব বনকে কটাক্ষে অগ্নির ভক্ষ্য ক'রে দিতে পার্ত্তেন, কেবল পরম ভক্ত অর্জ্জুনের বীরপণার গৌরব বাড়াবেন ব'লেই তা করেন নি! দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে যখন লক্ষ রাজা ভীমার্জ্জুনের উপর যুগপৎ চড়াও হ'লো, তখন বলদেব বল্লেন "কৃষ্ণ! এ যদি যথার্থ পাণ্ডব, তবে এসনা, দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ কি? আমরা থাক্তে দুজনকে লক্ষ লোকে মার্ব্বে" কৃষ্ণ বল্লেন? "দাদা, যা হয় হ'ক্‌গে; আমাদের ঝকড়ায় কাজ কি?" তার অর্থ কি? বলদেবের চেয়ে ভীমার্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণর কি বেশী ব্যথা ছিল না? অবশ্যই ছিল! ছিল ব'লেই ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের মান বাড়ালেন—দুই ভাই লক্ষ রাজাকে হারালে, জগতে এই ধন্যধ্বনিটী রা'খ্‌তে দিলেন! এ অধীনের প্রতি প্রভুর সেইরূপ অনুগ্রহ বৈ তো না! আপনি সকলি জানেন, তবু ভক্তের মুখ দেবলাবেন!

অন। তোমার কেঁড়িলী রাখ, এখন বল?

নকুল। বলাবলি আর কি;—বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়ী, যেমন বল্লেন, তেম্‌নি যেন মুখোপা-

ধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়ের বেলাও হ'তে পারে। তেমনি আবার মজুমদারে, মজুমদারা; হালদার হালদার্নী; ঘোষ, ঘোষানী; বসু,বসুনী; মিত্র, মিত্রানী; রুদ্র, রুদ্রানী; এমনি এমনি কতকগুলো উত্তম এবং আর কতকগুলো মধ্যমও হ'তে পারে; কিন্তু গোটা কতক পদবীর স্ত্রীলিঙ্গ ক'র্ত্তেই সর্ব্বনাশ!

গেঁড়িভাঙা কেউটে। দৃষ্টান্ত, দৃষ্টান্ত!

অন। এই যেমন বা'গ্‌চি, এর স্ত্রীলিঙ্গ বাগ্‌চিনী; একি ভাল শুনায়? আর যেমন সাণ্ডেল, সাণ্ডেলী—

নকু। ভাল, ও যেন এক রকম-পূজো খাওয়ানে গোচ হ'লো? কিন্তু ঢোলের বেলা কি ক'র্ব্বেন? ঢোল, ঢোলানী কি ব'ল্‌বেন? না ঢাক ঢাকানী; হোড়, হোড়ানী; ভড়, ভড়ানী; কর, করাণী; সরকার সরকার্ন্নী; সোম, সোমানী; পাল, পালানী; পালিত, পালিতানী; গুহ, গুহনী; এম্নি এম্নি মধুমাখা নামে প্রিয় নাগিনী ভগ্নীদের কি ডা'ক্‌বেন? যদি একজন "দে" মহাশয় নিজ গুণে কেউটে উপাধি পান, তবে তাঁর সহধর্ম্মিণী নাগিনীকে কি ব'লে সম্বোধন ক'র্ব্বেন? কেউটে দে, এ যেন পুংলিঙ্গে হ'লো; তাঁর স্ত্রী, কেউটে দে-নী না দে-রানী হবেন? সেনের স্ত্রীলিঙ্গে সেনী, নয় সেনা, নয় বড় জোর সেনানী হয়, এই বা কেমন শুনায়?

অনেকে। নকুল বাবু ঠিক ব'লেছেন!—

বাসু। (সহাস্যে) নকুল এর উপায় তুমি কি বল?

নকু। আজ্ঞে, আমি অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি ক্ষুদ্র-প্রাণী, অনন্তবুদ্ধি প্রভুর নিকট সাহস ক'রে কি কোনো কথা কইতে পারি?

বাসু। নকুল! এই নাগাশ্রম স্বাধীনতার নামে উৎসৃষ্ট! তুমি স্বচ্ছন্দে বল?

নকু। প্রভু! আমার সামান্য বুদ্ধি, অনেক ঠাউরে ঠুইরে কাঁচা, ডাঁসা, পাকা, তিন রকম উপায় দেখ্‌তে পেয়েছি—

অন। যদি পাকা দেখ্‌তে পেয়ে থাক, তবে আর ডাঁসা কাঁচায় কাজ কি?

নকু। আজ্ঞে না, পাকা হ'লেই যে রম্য হয়, তার ঠিক নেই। এক এক আম কেমন কাঁচামিঠে। আবার পাকা আমও এম্নি টক হয়, যে,তুড়ুক তোবা নামে হাটে প'ড়ে গড়াগড়ি যায়, কেউ ছোঁয় না!

অন। তোমার পাকা উপায় কি তেম্নি তুড়ুকতোবা?

নকু। আজ্ঞে, আপনাদ্দের একবার চাকিয়ে না দেখালে ব'ল্‌তে পাচ্ছিনে!

গেঁড়ি, কেউটে। তবে চাকাও!

নকু। আজ্ঞে আমার কাঁচা উপায় এই; পুরুষ-

দের নামের পূর্ব্বে "শ্রীযুক্ত" বা স্রুধু "শ্রী"। আর মেয়েদ্দের নামের পূর্ব্বে "শ্রীমতী" বা নামের পরে "বতী"; তাহ'লেই লিঙ্গ ভেদ হলো!

বাসু। (সহাস্যে) মতী আর বতী, এতো হিঁদু সমাজের পুরাতন ধরণ!

নকু। আজ্ঞে, কখনো কখনো পুরাতন বড় কাজে লাগে! পুরাণো চা'ল্ ভাতে বাড়ে!

বাসু। ছোঃ! সে রোগীর পক্ষে! সে ভীরু কাপুরুষ বাঙালীদ্দের পক্ষে!

নকু। আজ্ঞে, পুরাতনের প্রতি নাগবংশের যত পিরীত, তা এ দাস জানে ব'লেই, সে উপায়টাকে কাঁচা ব'লেই ব'লেছি!

অন। তবে সে তোমার কাঁচামিঠে হ'লোনা!

নকু। আজ্ঞে, এখানে তো নয়ই!

গেঁড়ি, কেউটে। যখন পাপ হিঁদুরা তাদের নামের গোড়ায় ঐ দুটো দেয়, তখন আমরা তা কক্ষণো নেব না!

পুঁ, বোড়া। দন্য! দন্য! দন্য!

বোড়া। বিশেষতঃ যখন পৌত্তলিক নাম ঘুচাবার জন্যই পূর্ব্ব জন্মের নামে প্রভু আমাদিগকে ভূষিত ক'রে দিচ্ছেন; তখন তো তা নয়ই নয়!

বাসু। তার পর নকুল, তোমার ডাঁসা কি?

নকু। আজ্ঞে, মেদী মর্দ্দা! নাগের নামের গোড়ায় মর্দ্দা; নগিনীর গোড়ায় মেদী! যেমন মর্দ্দা কেউটে, মেদী কেউটে!

বাসু। এও ইতর লোকের ভাষা।

বোড়া। বিশেষতঃ ইতর লোকদ্দের পুরাণ কথা!

বাসু। তার পর নকুল, তোমার পাকা উপায় কি?

নকু। আজ্ঞে, হি আর সি! আপনাদ্দের কৈলাসে যখন He goat আর She goat ব'লে থাকে, তখন আপনাদ্দের তাতে বিশেষ আপত্তি না হ'তে পারে! বিশেষ, হি কেউটে, সি কেউটে, শুন্তেও পুরণো হ'লো না!

বাসু। এ বরং ভাল!

সকলে। ভাল, ভাল, এই ভাল, এই হ'ক্!

বাসু। আচ্ছা, এখন এই পর্য্যন্ত থা'ক্‌লো, পরে এটা ভেবে দেখা যাবে!

পুঁ, বোড়া। (উঠিয়া করযোড়ে) যকন্ প্রভু এডা দাজ্জো না কচ্চেন, তখন প্রভুর চিন্তার মুখে আমিও এট্টা প্রচ্‌ত্তাপ্ পেলে দিবার বাঞ্চা করি;— পুরুষের অগ্রে ভ্রাতা আর মাইয়ের অগ্রে বগ্নী বহাইলেই তো অইবার পারে?

নকু। তোমার স্ত্রীকে যখন তুমি ডা'কৃবে, তখ-নও কি অগ্রে বগ্মী বহাইবে?

(ক্ল্যাপও হাস্য)

পুঁ, বোড়া। আগগ্যা, তবে বৎস আর গাবী বহাইলে কি অয় না?

নকু। অকন্ না—আগে তোমার নাগিনী ঠা'কু-রুণ পশ্চিম থেকে আইস্থন, তকন অইবার পারে!

(ক্ল্যাপ ও হাস্য)

বাস্থ। (তক্ষকের প্রতি) সভার আর কি কাজ আছে?

তক্ষ। প্রভো! এক জন ভদ্র সন্তান পবিত্র নাগাশ্রমে বাস ক'র্ত্তে আর নাম লেখাতে সস্ত্রীক এসেছেন। তাঁর প্রার্থনা, এই নূতন নিয়ম তাঁদের দিয়েই প্রবর্ত্তিত হয়!

নকু। মধুসূদন গুপ্ত মেডিকেল কলেজের প্রথম ছাত্র, তাই তাঁর ছবি মেডিকেল কলেজে রাখা হয়েছে! ডাক্তার সূর্য্য গুডিব ডাক্তারি শিখ্তে প্রথম বিলেত যান, তাই তাঁর অত বড় নাম—তেম্নি এই নূতন নিয়মের প্রথম নাগ নাগিনী হ'লে এঁদের ফটোগ্রাফ স্বর্গে ইন্দ্রের হালে পর্য্যন্ত ঝুল্‌তে পার্ব্বে!

বাস্থ। বড় আহ্লাদের কথা, তাঁদের আ'স্‌তে বল—উভয়কেই আ'স্‌তে বল—

[উভয়ের কম্পিত দেহে প্রবেশ]

তক্ষ। এই দিগে—এখানে দাঁড়াও—

বাসু। ভ্রাতঃ! তোমার সহিত আলাপ কর্ব্বার পূর্ব্বে তোমার শ্রেষ্ঠাঙ্গরূপিণী—যারে আমাদের কৈলাসে "Better half" বলে—সেই এই ভগ্নীর মান আগে রাখা আবশ্যক!—প্রিয় ভগ্নি! তোমার নাম কি?

ভগ্নী। আমার নাম প্রভু, শিধুমুখী বসুনী!

বাসু। ইনি তোমার কে?

শিধু। (সলজ্জ নম্রমুখী)—ইনি—ইনি—

বাসু। বুঝিছি! যাও ভগ্নি, বসোগে—আ'জো তুমি যথার্থ উন্নতিশীলা স্বাধীনার ভাবে অভিষিক্তা হ'তে পার নি—আ'জো ঘৃণিত হিঁদুর ঘরের জঘন্য লজ্জা তোমায় ছাড়েনি, অথবা তারে তুমি ছা'ড়তে পারনি! কোথায় আমি জিজ্ঞাসা কর্ব্বা মাত্র তুমি ওঁর কণ্ঠদেশে বাহু দিয়ে পবিত্র প্রেমের চিহ্ন স্বরূপ মুখচুম্বন দ্বারা প্রকারান্তরে দেখিয়ে দেবে উনি তোমার স্বামী, তা না হ'য়ে লজ্জায় মাথা হেঁট! আ'জো ঘৃণিত ঘোমটা দেওয়া প্রথার প্রবৃত্তি তোমার যায়নি—আ'জো পিঞ্জরকদ্ধা হিন্দু-কুলবধূর মত তুমি এত দূর সলজ্জা, যে, যেই আমি তোমার মুখ পানে চাচ্চি,

তুমি অমি ত্রস্ত হ'য়ে মাথার কাপড় টেনে মুখের অর্দ্ধ-ভাগ ঢেকে ফেল্‌ছো—আ'জো তুমি পর-পুরুষের সঙ্গে ভাল ক'রে চ'কোচ'কি কর্ত্তে পার না—তোমায় কি ব'লে আমি উচ্চ উপাধি দিই বল দেখি? আমার মুখ দে তোমার জন্য "পুঁয়ে নাগিনী" নামটাই বেরুচ্ছিল, কিন্তু তোমার স্বামীর পরীক্ষাটা হ'ক আগে!

সকলে। কি সুক্ষ্ম, কি চমৎকার বিচার!

বাসু। আচ্ছা ভ্রাতঃ! তোমার নাম কি?

ভ্রাতা। আজ্ঞে, আমার নাম বরনাথ বসু।

বাসু। তোমার ঘরে আর কে আছেন?

বাসু। আজ্ঞে দাদা আর বড় বৌ—

বাসু। মনে কর, কোনো কারণে নাগাশ্রমের পবিত্র ভ্রাতা ভগ্নিদের সঙ্গে যদি তোমাদের (ঈশ্বর না করুন) কোনো অকৌশল ঘটে, তবে ফিরে ঘরে যাওয়া আবশ্যক হবে তো?

বর। আজ্ঞে যাতে ঐ অপ্রার্থনীয় ঘটনা ঘ'ট্‌তে পারে, এমন কাজ আমরা কদাচ ক'র্ব্বো না!

সকলে। সাধু! সাধু! সাধু!

বাসু। সে তো বড় সুখের কথা; কিন্তু তোমাদের সহস্র সতর্কতা সত্ত্বেও অন্যের দোষেই যদি ঘটে (প্রার্থনা, না ঘটুক) তখনকার কথা ব'ল্‌ছি?

বর। আজ্ঞে, তা হ'লে প্রভুকে জানাব—

বাসু। মনে কর, তাতেও যদি প্রতিবিধান না হয়, কি আমি যদি তখন দূরদেশেই থাকি, কিম্বা তোমরা দুজন, তাঁরা দশ জন, দশচক্রেই যদি তোমাকে প'ড়্তে হয়?

বর। আজ্ঞে, তা হ'লে কাজেই ঘরে বৈ আর কোথায় যাব?

বাসু। তখন তো তোমার মস্তক মুণ্ডন, কড়ি উৎসর্গ, গোময় ভক্ষণাদি আবশ্যক হবে—এসব স্বীকার না ক'ল্লে তো ঘরে নেবে না—সমাজে চ'ল্‌তি হবে না!

বর। আজ্ঞে আমার এমন দাদা নন—

বাসু। তিনি কি অর্থডক্স হিন্দু নন?

বর। আজ্ঞে না, তিনি আদি-সমাজভুক্ত—

বাসু। (সহাস্যে সভার প্রতি) ভ্রাতা ভগ্নিগণ! কপট খগেন্দ্র বংশ পাকা ঘুঁটি কেঁচে ব'সেছে—আবার মূঢ়েরা হিঁদুর দলে মিশ খাবার চেষ্টা পাচ্চে!

সকলে। ধিক! ধিক! ধিক!

বাসু। সে যা'হক বরনাথ, তোমার দাদা যখন খগেন্দ্রের শিষ্য, তখন অবশ্যই সে ঘোর কপট, ঘোর মায়াবী, নিতান্ত অসার, নাগবংশের ঘৃণ্য—

নকু। প্রভু! এমন জন জঘন্য ভড়ংশূন্য ভ্রাতার

কনিষ্ঠ ভ্রাতা হ'য়েও বরনাথ বাবু যে সস্ত্রীক বেরিয়ে আ'স্‌তে পেরেছেন, এ সামান্য বাহবার কর্ম্ম নয়! সে ভ্রাতা হিন্দুদের মত অধীনতা ডোরে বাঁধ্‌তো না, উনি মনে ক'ল্লে, ঘরে ব'সেই যেরূপ ইচ্ছা ক'র্ত্তে পার্ত্তেন, তবু প্রভুর এম্‌নি মাধ্যাকর্ষণ, জগন্নাথের ডুরির মত গলায় বেড়্‌ দে হিঁচ্‌ড়ে টেনে এনেছে!

অনেকে। ঠিক, ঠিক,—প্রভু মানুষ নন!

বাস্থ। বরনাথ বাবু, তুমি প্রতিষ্ঠার যোগ্য সত্য; কিন্তু অমন নীচাশয় সহোদরের সহবাস প্রবৃত্তি এখনও তোমার মনে যখন জাগরূক আছে, তখন তোমাকে আর ভগ্নী শিধুমুখীকে উচ্চ শ্রেণীতে দিতে পা'ল্লেম না—তোমরা "গোধা" "গোধানী" হ'লে! (ক্ল্যাপ)

সকলে। কি সূক্ষ্ম বিচার! সাক্ষাৎ ধর্ম্ম!

বর। (করযোড়ে) প্রভুর সূক্ষ্ম বিচার, আমি কথা কই, সাধ্য কি? তবে কি না, বিচারটী অতি সূক্ষ্ম হ'য়েছে—

অন। ওকি রকম কথা, বুঝ্‌তে পা'ল্লেম না—

নকু। অনুমতি হয় তো আমি বুঝিয়ে দিই—যেমন গড়ন বিশেষে খুব খাটি সোণা খাটে না, মট্‌ ক'রে ভেঙে যায়; তেম্‌নি অস্ত্র বিশেষে অতি সূক্ষ্ম ধার টেঁকে না। বরনাথ বাবুর অভিপ্রায়, একটু দয়া

মিশানো স্থূল রকমের ধার ক'রে নিলে উনি এক খানি ভাল অস্ত্র হ'তে পারেন—ওঁরে দে প্রভুর অনেক কা'জ্ হ'তে পা'র্ব্বে—

বর। আজ্ঞে হ্যাঁ, শেষ বক্তা মহাশয় ঠিক ব্যাখ্যা ক'রেছেন! এ দাস একটী অস্ত্রই হ'তে পা'র্ব্বে—আমার একটী স্কুল আছে, তাতে একশ ছেলেকে বিষে জ্বরে রা'খ্তে পা'র্চ্ছি—আমি একা আস্ছিনে, এক শত শিষ্য সঙ্গে সস্ত্রীক এসে প্রভুর পদাশ্রয় গ্রহণ ক'র্চ্ছি—সেই শত শিষ্য যেরূপ শিক্ষা পাচ্ছে; তাতে তারা বড় হ'লে কক্ষণই মা বাপের রবে না—প্রভুরই চিহ্নিত দাস হবে—তারা বিষে জ্ব'রে নাগ রূপ ধ'রে নাগদলের বল বৃদ্ধি ক'র্ব্বে সন্দেহ নাই! বিশেষ প্রভু, আমিতো স্বেচ্ছায় ঘরে ফিরে যাবার কথা বলিনি—নিতান্ত তাড়িত না হ'লে যাব না, এই সংকল্পই বিদিত ক'রেছি—

বাসু। তোমার স্কুল আছে? শত শিষ্য সহিত শরণাপন্ন? তবে তো স্বতন্ত্র কথা! বিশেষ তুমি স্পষ্ট জানাচ্ছো, যদি নিতান্ত উৎপীড়িত কি উপায় বিরহিত হও, তবেই, নতুবা তোমার অগ্রজের নিকট যাবে না! এ দুই কথায় অবশ্যই রাজ-প্রসন্নতা পেতে পার! কিন্তু যে পক্ষীরাজ আমাদের আদর্শ, তাঁর কথা তো

শুনেছ? তিনি ব'লে গেছেন "হাকিম ফেরে তো হুকুম ফেরে না!" অতএব যে নাম দিয়েছি, এখন কিছু কাল তা সম্পূর্ণ অপহৃব হবার নয়; কেবল তার সঙ্গে একটা উচ্চ ধাতুর বিশেষণ যোগ দিয়ে দিচ্ছি। বাগ-বাজারের ছাতা'রে যেমন স্বর্ণ ছাতা'রে হ'য়েছিল, তুমিও তেম্নি "স্বর্ণ গোধা" হ'লে, আর ভগ্নী শিধুমুখী "স্বর্ণগোধানী" হ'লেন!

সকলে। (ক্ল্যাপ) ঠিক হ'য়েছে; ঠিক হ'য়েছে!

অনেকে। প্রভু কখনো মানুষ নন!

(পুঁয়ে বোড়া প্রভৃতি কয়েক নাগ কর্ত্তৃক প্রভুর পদ লেহন)

জনৈক নাগ। প্রভু! আমার আর আমার শ্রেষ্ঠাঙ্গ রূপিণীর নাম এখনও হয় নি!

বাসু। তুমি কি এখনও পবিত্র নাগাশ্রমে এসে বাস কর্ব্বার মত স্থির ক'র্ত্তে পার নি?

নাগ। আজ্ঞে, আর কিছু না—যদ্দিন বুড়ো মা মাগী আছেন—

(চতুর্দ্দিগে রব—ছি! ছি! ছি!)

বাসু। বস্ হ'য়েছে—আর ব'ল্তে হবে না—তোমার এখনও আড় ভাঙেনি—তোমার নাম "আড়িয়ালবক্ষ" আর তোমার স্ত্রীর নাম 'আড়িয়াল বক্ষী' হ'লো! (ক্ল্যাপ)

শঙ্খিনী। (করযোড়ে) প্রভু! আড়িয়ালবঙ্ক নামে কি যথার্থই কোনো সাপ আছে?

বাসু। যখন আমার মুখ থেকে বেরিয়েছে, তখন না থা'ক্‌লেও থা'ক্‌লো!

অনেকে। তার, সন্দেহ কি? তার সন্দেহ কি?

তক্ষ। কেন? থা'ক্‌বে না কেন? সত্যই ঐ নামে এক জাতীয় বিষধর আছে—প্রভুর বদন হ'তে কি মিথ্যা নির্গত হয়? আমার শ্বশুর বাড়ীর গ্রামে শ্রাবণ মাসের নাগ পঞ্চমী অবধি অষ্টাহ মনসার পুথি হয়, তার বন্দনাতে দেবীর নাগের অলঙ্কার বর্ণনায় আছে—

"বাহুটী কঙ্কণ হৈল আড়িয়াল বঙ্ক!"

বাসু। ভ্রাতা ভগ্নিগণ! আ'জ্ আর না, আ'জ্ রাত্রি হয়েছে, আ'জ্ আর বিশ্রাম সুখে বঞ্চিত হওয়া কি রাখা উচিত নয়—আ'জ্ যার যে বিবরে যাও—কা'ল্ স্বর্ণগোধা ভায়ার স্কুলটী বিশেষ বিধান মতে আশ্রমাধীন করা হবে! সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বপালক সর্ব্বশুভ-দাতা তোমাদিগকে রজনীর নিদ্রা কালে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করুন! (ক্ল্যাপ)

[প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(নাগাশ্রম—ঢোঁড়ার বিবর)
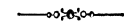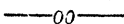
[ঢোঁড়ানী, বোড়ানী, বোড়া, স্বর্ণগোধা, স্বর্ণগোধানী এবং লাউডুগী উপস্থিত]

বোড়ানী। ভগ্নী লাউডুগি ! তোমাদের বে হবে কবে ?

লাউ। তা তো এই বোড়া মশাই জানেন—

বোড়া। আ'জ্ কিশোরীচাঁদ ভায়া এয়েছেন, তিনি মফঃস্বলে গে পবিত্র নাগধর্ম্ম প্রচারের আর ফিমেল ইম্যান্সিপেসন অর্থাৎ স্ত্রী-স্বাধীনতার যা যা ক'রে এসেছেন, আ'জ্ রাত্রে মহাপ্রভুর নিজালয়ে গে তার রিপোর্ট দিবেন ; দিয়ে আগে নাম বদলের প্রার্থনা, তার পর বিবাহের লগ্ন নির্ণয় হবে !

স্বর্ণগোধানী। এঁদের লাউডুগি নাম বুঝি বদল হবে ?

বোড়া। এম্নি তো হি-লাউডুগি ভায়ার কম্পেনা! তিনি মফঃস্বলে যে সব কাণ্ড ক'রে এসেছেন, তাতে তাঁর উচ্চ নাম হওয়াই উচিত!

ঢোঁড়ানী। উচিত বটে, কিন্তু গুণ বিবেচনায় মান বাড়ানো সকলের ভাগ্যে হয় কৈ? এই যে আমাদ্দের ইনি—

বোড়ানী। ও কি কথার শ্রী? আ'জো পোড়া ইঁদুর ঘরের বদ্ অভ্যাসটা ছা'ড়তে পার না, তুমি আ-বার বড় নাম চাও? আজো বল "আমাদের ইনি!"

ঢোঁড়ানী। না, না, ওটা ভুল হয়েছে—আমি ব'ল্‌ছি, এই যে প্রাণ প্রিয় ঢোঁড়া এতটা ক'রে ছাপাখানা ব'সিয়ে ছেপে ছেপে ম'চ্ছেন, কৈ কি হলো? আবার যে গান বেধেছেন, এক তারির দামই লাক টাকা!

বোড়া। ভাল কথা মনে করেছ ভগ্নি, আ'জ্ ক দিন ধ'রে আমার বড় ইচ্চে হয়েছে, তোমার মুখে সেই গানটী শুনি—যদি কোনো আপত্তি না থাকে, দয়া ক'রে একবার শুনিয়ে দেও—আহা! তোমার কি মধুর স্বর! বিশেষ মা মনসার, কিম্বা মহারাজ বাসু-কির জাত্ তোমার মুখে বড় খাসা লাগে! প্রিয়ে বোড়ানি! তুমিও তো সে জাত্ শিখেছ?

বোড়ানী। বড় ভাল না—

বোড়া। তবে এই বেলা ভগ্নী ঢোঁড়ানীর সঙ্গে গেয়ে ভাল ক'রে শিখে ন্যাও—যাও দুজনে পায়না-পোর্টের সঙ্গে গাওগে—আমাদের এই নূতন ভ্রাতা ভগ্নীরা শুনুন—

লাউডুগী। পায়রাপোঁটা কি গা? কোথায়?

বোড়ানী। দূর! পায়রাপোঁটা কেন? পায়না-পোর্ট; বাজাবার যন্ত্র; ঐ যে ও ঘরে—

[ঢোঁড়ানী ও বোড়ানীর প্রস্থান।

লাউডুগী। আমিও দেখে আসি —

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে গান—বাউলের সুর)

তারে কে ভাই পারে চিন্তে?
ও যার হাজার খানা, ধর্ম্মের ফণা, বক্তৃতাতে,
মরি মরি, বক্তৃতাতে ফোঁস্ ফোঁসন্তে!

ওরে! সে ফণার, বাক্ যোজনার, বিষের পানার
তার পেয়েছে যে;
শোনেনা মায়ের কান্না, মানেনা বাপের ধান্না,
আমরণ করে কেবল হিঁদুকে ঘেন্না!

ওতার ভক্তি নদী ওল্‌সায় যেন ভাদ্দুরে ভর্ম্মা ;
ভোলা মন! ও ভোলা মন! মনরে আমার!
ভক্তি নদী ভাদ্দুরে ভর্ম্মা ;
তাই নিয়ে সে তেল চন্না, মাখিয়ে দেয় বাসুকির ঐ—
প'ড়ে রয় নাগ্‌রাজের ঐ পদ প্রান্তে! ১ ॥

ওরে! মুখে যার জ্ঞানের মণি, দিন্‌ রজনী,
দপ্‌দপানি জ্বলে ;
সে মণির প্রভা কিবা, নিশিতে যেন দিবা,
দিশী ভাব নয় গো আসল বিলিতি বিভা!
তাতে বাহ্য যুক্তির ব্রাইট্‌ রকম লাইট পাইবা ;
ভোলা মন! ও ভোলা মন! মনরে আমার!
ব্রাইট রকম লাইট পাইবা ;
সে, ইংলিস সভ্যতার বিভা-সে আলো পারে ভালো
মরি মরি, পারে ভালো শীকার আন্তে! ২ ॥

ও তাঁর মহিমা, কি অসীমা, গুণ গরিমা,
উপমা নাই ভবে!
হদ্দুদের গুপ্ত গড়ে, ঘোম্‌টা দে থা'ক্তেম প'ড়ে,
তাঁর গুণে বেরিয়ে এসে বাঁচ্‌লেম্‌ হাঁফ ছেড়ে!

এখন লাজ শরমের খোলস খানা ফেলিছি ঝেড়ে;
ভোলা মন! ও ভোলা মন! মনরে আমার!
খোলস খানা ফেলিছি ঝেড়ে;
এই, বেড়াচ্ছি সহর বেড়ে, এদ্দিনে স্বাধ্নার সুখ,
আমরি, স্বাধীনার সুখ পেলেম জান্তে! ৩॥

ওরে, ল্যাজধারী, আজ্ঞাকারী, স্বেচ্ছাচারী,
ভক্ত যারা তাঁর,
সেই নাগ্ নাগিনী দলে, উন্নতির কপি কলে,
হাঁক্‌রে জাঁক্‌রে ঝাঁক্‌রে তাদের দ্যান স্বর্গে তুলে!
তারা, শূন্য পথে, ঘণ্টা হাতে, জয় বাসুকি ব'লে;
ভোলা মন! ও ভোলা মন! মনরে আমার!
ঘণ্টা হাতে জয় বাসুকি ব'লে;
যায় তারা স্বর্গে চ'লে, কুহকময় আলোক রথে,
স্বেচ্ছাচার আলোক রথে চড়ে জ্যান্তে!! ৪॥

——০০——

[ঢোঁড়ানী বোড়ানী ও লাউডুগীর প্রবেশ]

বোড়ানী। (সহাস্যে) এই তো শুন্‌লেন।

সকলে। অমৃত! আহা কি সুন্দর গান!

[ঢোঁড়ার প্রবেশ]

ঢোঁড়ানী। কেন কান্ত আর্য্যপুত্র ঢোঁড়ামণি! কেন তোমার স্বভাব-সুপ্রসন্ন পীতবর্ণ বদনখানি আ'জ্ বিবর্ণ বিষণ্ণ দেখ্ছি?

বোড়া। তাই তো হে, এমন মলিন কেন?

ঢোঁড়া। আর মলিন! আর বিষণ্ণ! অন্ন মারা যায়, আর বিবর্ণ!

ঢোঁড়ানী। কেন প্রাণবল্লভ! সর্ব্বরক্ষক বাসুকি মহারাজের মহৎ আশ্রয়ে থেকে আবার অন্ন চিন্তা?

ঢোঁড়া। প্রিয়ে! যে রক্ষক, সে ভক্ষক হ'লে আর উপায় কি?

স্বর্ণ গোধানী। অমন কথা ব'ল্বেন না; তিনি আবার ভক্ষক! এ কথা আপনার মুখ দে বেরুলো কেমন ক'রে?

বোড়া। ছেড়ে দেও—ও কথা যেতে দেও—ভ্রাতা ঢোঁড়া এক জন পরম ভক্ত, ওঁর মুখ দে অমন উক্তি কি বেরুতে পারে? আ'জ্ হয়তো কি জন্যে মনটা খারাপ হয়েছে—মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ—মুখ না ঘা, হঠাৎ কথাটা বেরিয়ে প'ড়েছে!

স্বর্ণ গোধানী। তাই হবে, নইলে ওঁর মত জ্ঞানী লোকের মুখে কি অন্ন চিন্তার কথা শোনা যেতো?

নাগরাজের উপদেশ-পীযুষ যে একবার পান ক'রেছে, তার কি আবার ছার অন্নের ক্ষুধা আর থাকে?

ঢোঁড়া। ভগ্নি! রাগ ক'রোনা তবে একটা কথা ব'ল্‌তে চাই—

স্বর্ণগোধানী। আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন—

ঢোঁড়া। তাঁর উপদেশ যদি এমন পাকা হ'র্ত্তু কি, তবে আপনার প্রিয় পতি এই স্বর্ণগোধা ভায়া কি জন্যে ওঁর স্কুলের ছাত্রদের কাছ থেকে এত টাকা স্কুলিং আদায় করেন? আপনাদ্দের তো অন্নপানের ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, সুতরাং সংসারের চা'ল্‌ ডা'ল্‌ ঘি মাছ তরকারি তো কিন্‌তে হয় না, অথচ আপনার অঙ্গে বেশী অলঙ্কারও তো দেখ্‌তে পাইনে, তবে এত টাকা মাস মাস যে সংসার খরচ ব'লে নিয়ে থাকেন, সে সব টাকা কি হয়?

স্বর্ণগোধা। (সহাস্যে) ভ্রাতঃ! ওঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, ইইতেই খোরাকীর হিসাবে আশ্রমের অধ্যক্ষ মশা'র নিকট ঋণী হ'য়ে পড়েছি; এর ওপর প্রিয়ার যদি ক্ষুধা তৃষ্ণা থাক্তো, তবে এদ্দিনে দেনার দায় হয় তো আমায় জেলে যেতে হতো!

স্বর্ণগোধানী। (সরোদনে) আমার কি এত বড় পেট, যে আমার খোরাকির জন্যে তোমার দেনা

হয়েছে? পোড়া পেটের জন্যে সভার মাঝখানে আমার এত অপমান! এ পোড়া পেটে না আ'জ্ আগুন জ্বেলে দেবো!

স্বর্ণগোধা। (পত্নীর হস্ত ধরিয়া) প্রিয়ে! ক্ষমা কর, আমি সে ভাবে বলিনি—

লাউডুগী। ভগ্নি! উনি কথার উত্তরে পরিহাস করেছেন, এতে তোমার রাগ করা উচিত নয়!

ঢোঁড়ানী। সে যা হ'ক্, প্রাণকান্ত! আ'জ্ এসে তুমি অমন কথা ব'ল্লে কেন?

বোড়া। বিশেষ ভাই, বাসুকি মহারাজার প্রতি তোমার অসীম ভক্তি—তুমি তাঁর গুণ যত জান, এত আর কে জানে? আহা! কি গানই বেঁধেছ!—"উন্নতির কপিকলে; হাঁকরে ডাঁকুরে ঝাঁকুরে তাদের দ্যান স্বর্গে তুলে!" আহা কি নিগূঢ় তত্ত্ব! "যায় তারা শূন্য পথে, ঘণ্টা হাতে, স্বেচ্ছাচার আলোক রথে!" মরি মরি কি ভাব!

ঢোঁড়া। ঘণ্টা হাতেই হয়েছে! যেমন গান বেঁধেছিলেম, তার প্রতিফল আমাকে দিয়েই ফ'লেছে—উন্নতির কপিকল না হয়ে উৎসন্নের কপিকলেই আমায় তুলছেন! শূন্য পথে ঘণ্টা হাতে আর কেউ যাক্ না যাক্, আমাকে তো আ'জ্ শূন্য পকেটে ঘণ্টা হাতে আশ্রম থেকে যেতে হলো!

ঢোঁড়ানী। কেন নাথ কি হয়েছে?

ঢোঁড়া। প্রিয়ে! তোমার মনে অসুখ হবে ব'লে আগে তোমায় বলিনি—এখন আর না ব'ল্লে নয়; কাজেই ব'ল্‌তেই হ'চ্ছে! ক দিন ধ'রে ভাবান্তর দেখ্‌ছি—গালাঘুসাও শুন্‌ছি, কিন্তু তবু বিশ্বাস ক'র্ত্তেম না। ভাব্‌তেম "না এমন হবে না"—এমন পবিত্র ধর্ম্মোপদেষ্টা জগৎসংস্কারক মহাপ্রভু নামধারী মহারাজার রাজসংসারে এতদূর নিদারুণ বিচার কখনই হবে না—শত সহস্র বাহ্য ভাবান্তর হ'কু, সত্য সত্য আমার স্বত্ব হানি কদাচই হবে না। কিন্তু আ'জ্‌কের ব্যভারে সেই বিশ্বাস স্বর্গ থেকে একবারে বিস্ময় পাতালে ঢুব্‌ ক'রে প'ড়ে গিয়েছি—আ'জ্‌ জেনেছি, রাজ-সংসার সর্ব্বত্রই সমান—আ'জ্‌ জেনেছি, সুযোগ নামে দেবতা আর সুবিধা নামে দেবী, এই দম্পতীই আধুনিক কালের রাজ সভা মাত্রেরই ইষ্টদেব আর ইষ্টদেবী! ধর্ম্মনীতি নামে যে একটা শাস্ত্র আছে, সে বড় লোকের জন্য নয়, সে কেবল দুঃখী প্রাণীদের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে!

বোড়া। কেন হে ভায়া, কাণ্ডখানা কি?

ঢোঁড়া। কাণ্ড আর কি—আমার বিষ কেড়ে নেছেন!

সকলে। বিষ কেড়ে নেছেন—সে কি?

ঢোঁড়া। মুদ্রাযন্ত্রই যে আমার বিষ, তাতো সকলেই জানেন! সেটী আ'জ্ আমার কাছ থেকে কেড়ে নেছেন!

বোঁড়া। কেমন ক'রে?

ঢোঁড়া। কেমন ক'রে আর কি—আমি ভাল জানিনে, মন্দ জানিনে, যেমন নিত্যই যন্ত্রালয়ে কাজ ক'র্ত্তে যাই, আ'জো দশটার সময় গেলেম—গিয়ে দেখি, আমার তালা ভাঙা, নূতন তালা বন্ধ—বাইরে প্রহরী, আমার প্রবেশও নিষিদ্ধ!

বোড়া। কেন?

ঢোঁড়া। কেন, তা জান্‌বো কিসে?

স্বর্ণগোধানী। অবশ্য কিছু অপরাধ হয়ে থা'ক্‌বে?

ঢোঁড়া। ভাল ক'রেছিলেম—প্রাণপণে ক'রেও আস্‌ছি, এই মাত্র অপরাধ! কলিতে ভাল ক'র্ত্তে নাই, এই প্রাচীন বাক্যের অবমাননা করেছি, এই মাত্র অপরাধ তো দেখ্‌তে পাই!

স্বর্ণগোধানী। কি রকম ভাল করেছিলেন?

ঢোঁড়া। ভেসে ভেসে বেড়াতেন—এর দোরে তার দোরে নাগলোকের যত লেখা পড়া ছাপিয়ে ছাপিয়ে বেড়াতেন—আমি মনে বুঝে দেখ্‌লেম,

আমাদের নিজের একটা বিষ-সঞ্চালনের যন্ত্র স্থাপন করা বড় আবশ্যক; বুঝে তার প্রস্তাব ক'ল্লেম; শুনে খুসি হলেন; যোগাড় দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, যোগাড় ক'ল্লেম, বহুমূল্য উপকরণ সুলভ মূল্যেই পাঁ'থ্‌লেম; রাজকোষ হতে প্রথম মূলধন ব'লে কেবল সাত শত রৌপ্য চাক্তি মাত্র পেয়েছিলেম! তার পর যতদূর মানসিক যত্ন, দৈহিক শ্রম, বাচনিক ব্যবসাদারী আর আর্থিক সাহায্য ক'র্ত্তে হয়, তার অনুমাত্র ত্রুটী করিনি!

লাউড়গী। তাতে নাগলোকের কি কাজ হয়?

ঢোঁড়া। তা এই এঁদের জিজ্ঞাসা করুন—ভুজঙ্গ-কুলের স্বধর্ম্মতত্ত্ব; মুখ-দর্পণ; নাগিনী বান্ধব প্রভৃতি হলাহল প্রবহণের যত মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক লিপি সব ছাপা হয়। তা ছাড়া রাজা, পাত্র, মহাপাত্র, রাজভ্রাতা প্রভৃতি মহা মহা নাগাবধি বেত-আছড়া চিতি ফিতি ক্ষুদ্র নাগ পর্য্যন্ত যখন যিনি যে কিছু বিষ বক্তৃতা-চ্ছলে উদ্গারণ ক'রে আস্‌ছেন—যখন যাঁর যে কিছু বিদ্যা বুদ্ধি দ্বেষ শ্লেষ ছড়া কীর্ত্তন ছট্‌কানোর দরকার হয়েছে, তা সব একান্ত মনে প্রাণ-পণে ছেপে বেঁধে প্রচার ক'রে দিইছি; তাতে গতর আর ট্যাক্ দুয়েরি শ্রাদ্ধ করেছি—এক দিনের তরে

আপত্তি, কি অনিচ্ছা—ঘোর অনাটনও অনিচ্ছা প্রকাশ করিনি!

ঢোঁড়ানী। আপত্তি দূরে থাক্, ওঁর দেনা দেখে আমি যদি বুঝে চ'ল্‌তে ব'ল্‌তেম, তাতে উত্তর দিতেন "নাগ বংশের যাতে উন্নতি হয়—যাতে দেশের ছেলে মেয়ে গুলো মার কোল শূন্য ক'রে স্বাধীনতা-বিষে জ্ব'রে স্বেচ্ছাচার মাজসে ভেসে রসাতলে চ'লে আসে, সাধ্যমত তার সাহায্য ক'র্ত্তেই হবে!"

ঢোঁড়া। অধিক কি, হিন্দুদের গত বারের মহা পার্ব্বণের সময়—

লাউডুগী। কোন্ পার্ব্বণ?

ঢোঁড়া। ঐ যে গো—যার দশহাত, তার পূজোর সময়—

লাউডুগী। দুর্গ পূজো?

বোড়ানী। আঃ! নাম কর কেন? ও নাম কি আমাদ্দের ক'র্ত্তে আছে? না, দশ হাত আমাদ্দের দেখ্‌তে আছে?

ঢোঁড়ানী। সে বছর যার ঐ দশ হাতের পূজোয় এক জন অবোধ হিঁদু ধনী কোনো নাগ মশাইকে নিমন্ত্রণ করেছিল ব'লে মুখের মত খুব সাজাই পেয়েছিল—

লাউডগী। কি সাজাই?

বোড়ানী। কেন, আমাদ্দের নাগ সভার নামে সম্পাদক দাদা তারে যা'চ্ছেতাই ব'লে অপমান করেছিলেন!

বোড়া। যা'ক্ সে কথা ছেড়ে দেও—(ঢোঁড়ার প্রতি) তার পর?

ঢোঁড়া। তার পর মশাই, সেই শরতের মহা পার্ব্বণ এলো, আর যত হিঁদু পাওনাদার বেটারা যেন দুপুরে মাতনে মেতে উট্‌লো—ভীমরুলের চাকে ঘা দিলে যেমন হয়, তেম্নি হলো!—এ বলে আমার টাকা দেও; ও বলে আমার হিসেব নিকেশ কর; সে বলে আমার বাড়ীতে পূজো! কম্পোজিটর বেটারা আমার চাকর, তবু বেটাদের থামানো ভার! কেউ বলে আমার দুর দেশে বাড়ী, আর থাক্তে পারিনে; কেউ বলে, আ'জ্ ষষ্ঠীর রা'ত্—এখনও বাচ্‌কাচের সূতো খেইটে হলো না; কেউ বলে মশাই আ'জ্‌কের দিনে টাকা নইলে উপরোধ থা'ক্‌বেনা; কেউ বা দুএকটা শক্ত কথাও ব'ল্‌তে লাগলো! বেটাদ্দের এত ক'রে পৌত্তুলিক উৎসবের দোষ দেখিয়ে দিই—এত ক'রে পবিত্র ধর্ম্মের কথা বোঝাই—এত ক'রে পরকালের ভয় দেখাই, কিছুতেই বর্গ মানে না—"খায় দায় তত্ত্ব কথা ছাড়েনা!" হ্যাদে প্রেসম্যান বেটারা মোসলমান, সে বেটাদ্দেরও ঐ সংক্রামক রোগে ধ'ল্লো!

বোড়া। তা তুমি কেন, মহাপ্রভুর কাছে গে জানালে না? অবিশ্যি, তাঁদের জন্যেই তোমার দায় —বিশেষ তিনিও তো অংশী—

ঢোঁড়া। ও মশাই, সেই দুঃখের কথাই তো ব'লছি—তিনি অংশী না হলেও, তাঁদের কাছে যন্ত্রালয়ের যে পাওনা, তার কতক পেলেই যে যথেষ্ট হতো!—আমি আবার জানাই নি! হেঁটে হেঁটে খোলোস ছিঁড়ে গেল—গগিয়ে গগিয়ে তালু শুকিয়ে গিছলো! তবু কিছু না, কেউ এক পয়সাও দিলেন না, গ্রাহ্যও ক'ল্লেন না—যেন আমারি বাপ মা মরা দায়! তার পর দুঃখের কথা আর কব কি, শেষকালে অনন্য-উপায় হ'য়ে প্রেয়সী ঢোঁড়ানীর এই কমনীয় অঙ্গে হাত দিতে বাধিত হলেম!

বোড়ানী, স্বর্ণগোধানী ও লাউডুগী। অ্যাঁ! ওমা সে কি? প্রিয় ভগ্নীকে আপনি মা'ল্লেন?

ঢোঁড়া। আঃ! আপনারা সকলেই যে অজবুজ হলেন! গায় হাত দেওয়াতে মারা বৈ আর কিছু কি হয় না? কিন্তু যে কাজ করেছিলেম, তা মারার চেয়ে বেশী! (চক্ষে রুমাল দিয়া কোঁকাইয়া) সে দিন আমি যে নিষ্ঠুর নৃশংসের কাজ করিছি, তেমন কাজ জ্ঞান পূর্ব্বক কোন অজ্ঞান পতি ক'রে থাকে?

ঢোঁড়ানী। (শশব্যস্তে অঞ্চল দিয়া পতির নয়ন মুছাইতেমুছাইতে) ওকি আর্য্যপুত্র, ছার গয়নার জন্যে তোমার চ'কে জল? তোমার মান রাখা আগে, না আমার গা সাজানো আগে? গিয়েছে, গিয়েছে, তুমি বেঁচে থাক, কত গয়না দেবে—কত প'র্ব্বো, কত খাব!

ঢোঁড়া। (ঢোঁড়ানীর শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক) হায়! এমন গুণবতী সতী যার পত্নী, তার আবার কিসের অভাব—কিসের দুঃখ? প্রিয়ে! শত্রুতে সব নে'ক, আর আমার দুঃখ নেই!

বোড়া। (জনান্তিকে বোড়ানীর প্রতি) দেখ, প্রিয়ে! ঢোঁড়ানী কেমন লক্ষ্মী?

বোড়ানী। (সাভিমানে) কেন, আর কেউ কি অমন হতে পারেনা? আমি কি তোমায় বলিছি, তোমার দায় দড়া প'ড়্‌লে, আমি গয়না দেব না? একবার দায় পড়িয়ে দেখ দেখি দিই কি না দিই?

বোড়া। না, না, তা ব'ল্‌ছিনে—তবে কি না, আমি মাসে মাসে যখন আমার মাইনের টাকাগুলি এনে তোমার হাতে দিই, তখন আমার বুড়ো মা মাগীকে কিছু খরচ পাঠিয়ে দেবার কথা ব'লে থাকি—তা নাকি এই তিন বছরে একবারও হ'লোনা, তাই এখন মনে প'ড়ে গেল!

বোড়ানী। আমি কি তোমার হাতে ধ'রে বেঁধে রাখি? মাসকাবারের দিন আফিস থেকে আস্‌বার সময় তুমি কেন উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে এসনা, তোমার টাকা, কে তোমায় ধ'রে রা'খ্‌বে?

বোড়া। তোমার অনুমতি না হ'লে কি পারি?

বোড়ানী। আমার আর মতামত কি? তোমরাই ব'লে থাক, কেউ কারো হাত-তোলা খাওয়া, কি নেওয়া, কি দেওয়া উচিত নয়—মহারাজার মুখেও শুন্তে পাই, শিবলোকের মা বাপেরা ছেলের তঙ্কা রাখে না, বউ বেটাও তাঁদের এলাকায় থাকে না—পরস্পারে কেউ কারো খায় না! সে দিন তিনি স্পষ্ট বোঝালেন, পাপ হিঁদুদের একান্ন-প্রথা আর হাত-তোলার কুপ্রথাতে লোক সব কুঁড়ে হয়; হাততোলা খেগোদের স্বভাব বড্ড নীচ; তারা নাকি একবারে গোল্লায় যায়! তাই আমি এই ভেবে দিতে দিইনে, যে, তবে তো আমার শাশুড়ী কুড়ে হবেন—তাঁর স্বভাব নীচ হবে—তিনি গোল্লায় যাবেন! ঈশ্বর তাঁরে হাত পা দেছেন, তিনি তাই খাটিয়ে অনাসে সিমলের সোঁদের বাড়ী রান্না বান্না ক'রে খা'চ্ছেন দা'চ্ছেন, সুখে আছেন; আর যা মাইনে পা'চ্ছেন তা জমাচ্ছেন; তোমার কাছে মাসড়া পেলে কি তিনি আর

তা ক'র্ব্বেন ? এক্ষণি চাকরীতে জবাব দেবেন, দিয়ে ব'সে ব'সে কুড়ে হবেন—হাত-তোলার দিগে লোভ ক'রে নীচ-প্রকৃতি হ'য়ে উট্‌বেন! তবেই তাঁর মন্দ করা হলোনা ?—তুমি সন্তান হয়ে তাঁর মন্দ ক'র্ব্বে ? —সুসন্তানের কি এই উচিত ?

স্বর্ণ গোধানী। উঃ! বোড়ানী দিদী কত শেখাই শিখেছেন—কথা ক'চ্চেন যেন সাক্ষাৎ মহাপ্রভু!

বোড়ানী। সুধু তাই ? তিনি যা মাসে মাসে জমাচ্ছেন, তিনি ম'রে গেলে সে জমানো টাকা তো আমাদ্দেরি হবে! মাসহারা দিয়ে কি তাও ঘুচুতে চাও ? পরিবারের মধ্যে যে যা পারে, আয় বাড়ানো ভাল, না ইচ্ছা ক'রে কমিয়ে দেওয়া ভাল ? সে দিন তক্ষক মশাই লোক-যাত্রা-বিধান বুঝিয়ে দিলেন, তাও কি শোননি ? আমি তোমার ভালর জন্যে মরি, তারি ফল এই ? আমার কপালে কি শেষে এই ছিল ? "যার জন্যে চুরি ক'র্ব্বো সেই ব'লবে চোর!" এতেও কি প্রাণ রাখ্‌তে ইচ্ছে করে ? আত্মহত্যায় বড় পাপ, নইলে দেখ্‌তে এখনি আপনার গলায় দড়ি দে তোমার গলায় ঝুলে মর্ত্তেম!

স্বর্ণগোধানী ও লাউডুগী। ভগ্নি! ক্ষান্ত হও, উনি কথাটা স'ম্‌জে ব'ল্‌তে পারেন নি—

বোড়া। (প্রিয়ার পদধারণপূর্ব্বক) প্রিয়ে! ক্ষমা কর! আমার অপরাধ হয়েছে—কোনো সে-কেলে ধর্ম্মনীতির বই প'ড়েই আমার এ ভ্রম হয়েছিল—আমি আ'জ্ অবধি সে রকম পড়া জলাঞ্জলি দিলেম! আমি আ'জ্ অবধি লোকযাত্রা বিধানই আলোচনা ক'র্ব্বো—সৌভাগ্যক্রমে এড্যাম্ কি ম্যাল্থস্ পড়্বার কষ্টও আমায় নিতে হবে না—কেবল তোমার উপদেশ শুন্‌লেই যথেষ্ট হবে! হায়! আমি না বুঝে আমার ইহ-পর-লোকের পরম মঙ্গল স্বরূপা এমন হিতৈষিণী রমণীর অবমাননা করেছি—হায়! আমার এ পাপের কি পার আছে? (ঊর্দ্ধমুখে) বিভো! এ অপরাধ কি মার্জ্জনা ক'র্ব্বে?

ঢোঁড়ানী। (সহাস্যে পতির হস্ত ধারণপূর্ব্বক) নাথ! তোমার মত পতি যার, তার অভিমান আর কতক্ষণ? তোমার অনুতাপ শুনে আমার প্রাণ কাতর হ'চ্ছে—আমি অভিমান ত্যাগ ক'ল্লেম—এখন নাথ, এক কর্ম্ম কর, ভ্রাতা ঢোঁড়ার বিপদে সহায় হও—প্রভুর নিকট গিয়ে যাতে তিনি প্রসন্ন হন, এমন উপায় দেখ। যাতে ইটী মিটে যায় তা তোমায় ক'র্ত্তে হবে!

লাউডুগী। ইটী মশাই ক'র্ত্তেই হবে!

বোড়া। মেটে যে এমন তো বুঝিনে—তাঁর স্ব-

ভাব তোমরা জান না, তিনি যিটী ধরেন, কার সাধ্য তা ছাড়ায় ? তবে চেষ্টা অবশ্যই ক'র্ত্তে হবে—কা'ল, সকালে কদম্ব, কর্কট, শঙ্খচুর আর আমি—

স্বর্ণ গোধানী। কিন্তু এর কারণ কি ? প্রভু তো দয়াময়, তিনি কি অকারণে এমন কাজ করেছেন ?

বোড়া। যে কারণে হ'ক্, অশাস্ত্র হয়নি—

ঢোঁড়া। (সবিস্ময়ে) তার মানে কি ?

বোড়া। বলি শুন ;—মনসার পুথিতে লেখা আছে চাঁদ সদাগরের পূজা খাবার জন্য মা মনসা অত্যন্ত লোলুপ, কেননা চাঁদ সদাগর পূজা না ক'ল্লে জগতে তাঁর পূজা প্রচার হয় না। কিন্তু চাঁদ সদাগর না-হারিপাট কিছুতেই পূজা ক'র্ত্তে চায় না—সে হর-গৌরীর একান্ত ভক্ত, গৌরী তো মনসার বিমাতা—সত্ মারা সতীনঝিদের প্রতি যেমন সৎব্যবহার করে, তা তো জানই—গৌরী আড়ি ক'রে চাঁদকে ব'লে দিলেন, কাণীবেটীকে কক্ষণো পূজো করিস্ নে ! চাঁদ সদাগর খুব শক্ত পুরুষ—অমন তেজীয়ান ক্যারেক্টার ফিউ পোইট্রিতে পাওয়া যায়—মনসা তারে বিধিমতে নাস্তা খাস্তা ক'ল্লেন, তবু সে পূজা ক'ল্লে না।

বোড়ানী। কি রকম নাস্তা খাস্তা ?

বোড়া। সে অনেক কথা ; তার মহাজ্ঞান আর সিদ্ধি

জটা হ'রে নিয়ে শেষে তার ছয় পুত্রকে বধ কর্ব্বার জন্যে হাঁকার দে সব নাগদলকে ডেকে ব'ল্লেন, চাঁদর ছয় পুত্রকে কে দংশন ক'র্ব্বে পান লও! চাঁদর ভয়ে বড় বড় সাপ সাপ ব'লে পেছুলো, ঢোঁড়া সাপ গর্জ্জন ক'রে বুক ঠুকে রুকে রথে চ'ড়ে চ'ল্লো!

স্বর্ণ গোধানী। ঢোঁড়ার তো বিষ নেই?

বোড়া। তখন ছিল—খুব তীব্র রকমই ছিল—গেল কিসে তাই ব'ল্‌ছি;—ঢোঁড়া মা মনসার রথে চ'ড়ে যাচ্ছে, ভাদ্র মাস, জলে জলময়; মাঠ খাল বিলে ভাদ্দুরে ভর্‌ার স্রোত চ'ল্‌ছে; চাষারা ঘুনি দো-হাড়ি পেতে রেখেছে, তাতে মেলাই মাছ খিল্‌ বিল্‌ ক'র্চ্ছে; মাঠে কেউ কোথাও নেই, দেখে ঢোঁড়ার নোলা সক্‌ সক্‌ ক'র্ত্তে লাগ্‌লো; অম্‌নি রথে থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে এক ডুবে দোয়াড়ির মধ্যে গে সেঁধুলো। আঃ! এক ঠাঁই মেলা মাছ, ঢোঁড়া গলায়২ ভোজন ক'রে আহারের ভারে আর ন'ড়্‌তে পারে না!

লাউডুগী। পাল্লেই বা আর বেরোয় কেমন ক'রে? দোহাড়িতে ঢোকা যায়, বেরোবার তো যো নেই!

বোড়া। তাই ঢোঁড়া বেরুতে না পেরে ভা'ব্‌তে ভা'ব্‌তে ঘুমিয়ে পড়েছে, এমন সময় চাষারা এসে দোয়াড়ি তুলে ডেঙায় নে গে দেখে এক বিপরীত

সাপ! বাপ্‌রে ব'লে ফেলে দিলে, দোয়াড়ি উল্টে পড়্‌লো, তার উপরের ছোট দোরটা নীচের দিগে গেলো; ঢোঁড়া পথ পেয়ে বেরুলো; কিন্তু যেমন বেরিয়েছে, অম্নি এক লাঠি! সেই লাঠি খেয়েও প্রাণের ভয়ে জলে প'ড়ে ডুবে ডুবে পালিয়ে গে কোনোমতে রথে উঠে মা মনসার কাছে ফিরে গেল।

স্বর্ণগোধানী। চাঁদসদাগরের বাড়ী গেল না কেন?

বোড়া। মাজা ভেঙে গেছে, যাবে কি? কাজেই কোঁথাতে২ কোঁথাতে২ সিজুয়া গিরিতে ফিরে গেল। মা মনসা রাগে গর গর হয়ে তক্ষনি তার বিষ কেড়ে নিলেন; সেই অবধি ঢোঁড়াসাপের বিষ নেই!

স্বর্ণগোধানী। ওঃ! তাই লোকে বলে "বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া?"

বোড়া। (ঢোঁড়ার প্রতি) ভ্রাতঃ! তুমিও তো এযুগের ঢোঁড়া বট; সুতরাং বিষ কেড়ে নেওয়া অশাস্ত্র হয়নি!

ঢোঁড়া। কৈ আমি তো সে যুগের ঢোঁড়ার মত কোনো অপরাধ করিনি—অপরাধের মধ্যে সততা আর তাঁদের মুখের কথায় বিশ্বাস ক'রে এসেছি বটে—আমি যদি উকীলের বাড়ী পাকা রকম লেখা পড়া ক'রে কাজ ক'র্ত্তেম, তবে আর আ'জ্‌ আমাকে এমন ক'রে বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হতে হতো না।

বোড়া। ভায়া হে! স্ত্রীচরিত্র, দেবচরিত্র আর রাজচরিত্র, এবুঝে উঠা বড় শক্ত কথা!

ঢোঁড়ানী। তবু কারণ কি আন্দাজ হয়? মহারাজ খামকা আমাদের এমন সর্ব্বনাশ যে ক'ল্লেন, এর কারণ অবিশ্যি আপনি কিছু বুঝতে পারেন!

বোড়া। অনুমান যে না হয়, এমন নয়; যখন এ যুগের চাঁদসদাগরকে চিনি, তখন একটা—

সকলে। কে? কে? এ যুগের চাঁদ সদাগর কে?

বোড়া। একালের চাঁদ সদাগর "পেট্রিয়ট"! এই চাঁদসদাগর লারেন্সরূপী হরকে বিলক্ষণ ভক্তি করে, কিন্তু তাঁর "শাসন শক্তি" নাম্নী নন্দিনী মনসা দেবীকে কোনোমতেই পূজা ক'র্ত্তে চায় না—সে তো স্পষ্টই ব'লে থাকে "বিরুপাক্ষ লারেন্স ঠাকুর আমাকে খুব স্নেহ দয়া করেন, আমিও তাঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাবান আছি; কিন্তু তা ব'লে "শাসনশক্তি" নাম্নী তাঁর এক-চ'কো নন্দিনীকে আমি কদাচ প্রতিষ্ঠা-পুষ্পে অর্চ্চনা ক'র্ব্বোনা!" এখন বুঝে দেখ, আমাদের বাসুকি মহারাজ তো সেই "শাসন-শক্তি" দেবীর প্রসাদেই এত বড় বাড় বৃদ্ধি খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেছেন। সুতরাং যাতে চাঁদসদাগর সেই দেবীর পূজা করে, সে পক্ষে তাঁর বিশেষ যত্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

বিশেষতঃ পেট্রিয়ট রূপী চাঁদসদাগর পূজা না ক'ল্লে লারেন্স ঠাকুরের শাসন-শক্তি দেবীর পূজার প্রচার হয় না। আরো বিশেষ, সেই পেট্রিয়ট নাগ-বংশের মহা শত্রু। কাজেই তারে জব্দ করা মহারাজের উদ্দেশ্য হতে পারে। হয় তো আমাদ্দের ঢোঁড়া ভায়াকে তার কোনোরূপ ভার দিয়ে থা'ক্‌বেন; ভায়া হয় তো কোনো উপরোধ অনুরোধরূপ মাছের লোভে প'ড়ে তাতে অবহেলা করেছেন, কি প্রভুর ইঙ্গিত বুঝে উঠ্‌তে পারেন নি—

বোড়ানী। (করতালির সহিত) ঠিক্! ঠিক্! ঠিক্! ওই কারণই হবে!—আর্য্যপুত্র না জানেন, এমন কথাই দেখ্‌তে পাইনে!—উঃ! কি বুদ্ধি!—

[কালা'জ্‌সাপের দ্রুত প্রবেশ]

কালা। ওহে ভাই সব একবার শীঘ্র এস—

বোড়ানী। (উচ্চৈঃস্বরে) আমরাও কি যাব? —ভাল জ্বালা কালার সঙ্গে চেঁচিয়ে প্রাণ যায়—

কালা। না, না,—স্ত্রীলোকেরা এখানে থাকুন—

বোড়া। (উচ্চৈঃস্বরে) বলি, কি হয়েছে?

কালা। ব'ল্‌বো অকন—এখানে না, শীঘ্র আসুন!

[পুং নাগগণের প্রস্থান।

টোঁড়ানী। এই তো ভগ্নিগণ! আমাদ্দের দশা যা হ'লো শুন্‌লে। ভাই, বিদায় দেও, দোষ অপরাধ নিও না; দুর্ভাগা অধম ভগ্নী ব'লে এক একবার মনে ক'রো! আমরা তো ভা'স্‌তে ২ চ'ল্লেম—কোন্ কূলে গে যে ঠেক্‌বো, তা ঈশ্বরই জানেন! পিতৃকুল, শ্বশুরকুল, মাতুলকুলকে তো বড় সন্তোষেই রেখেছি—এক নাগকুল নিয়েই ছিলেম—নাগকুলই বল বুদ্ধি ভরসা সব—সে নাগকুল যখন প্রতিকূল হলেন, তখন সেই হিন্দুকুল বই আর গতি কি? গার রক্তের জোরে তখন আমরা এতটা বুঝ্‌তে পারিনি—সিলেটের কমলা লেবু লোনা খাজরিতে এসে কেবল গোঁড়া লেবুই হয়ে পড়িছি!—আ'জ্ সব কুরিয়ে এলো—যাদের ঘৃণা ক'রে ছুড়েফেলে এসেছি, আবার কোন্ মুখে যে তাদের দোরে গে দাঁড়াব, তাই ভেবেই আমার গা কাঁপ্‌ছে! কিন্তু তা বিনেই বা আর উপায় কি?

বোড়ানী। ছি ভগ্নি, অমন নিরাশার কথা কেন কও? দয়াময়কে ডাক, তিনি কখনই সে নরকে তোমাদ্দের আর পাঠাবেন না! ক'ল্ সকলে মিলে মহারাজাকে ব'লে ক'য়ে সব মিটিয়ে দেওয়া যাবে।

স্বর্ণ গোধানী। আমি তাঁর যে মহত্ত্ব দেখেছি—যে মধুর উপদেশ শুনিছি, তাতে তিনি যে বিনা অপ-

রাধে কারোকে দণ্ড দেবেন, কি অবিচারে কারো সর্ব্বস্ব ধন কেড়ে নেবেন, এতো আমার বিশ্বাস হয় না— অবিশ্যি কোনো বিশেষ কারণ থাক্‌বে!

ঢোঁড়ানী। বিশেষ কারণ এই পোড়াকপালীর মাথা! ভাল, নাগকুলে তো বাস ক'র্ব্বে—তোমার পতিও তো স্কুল নামে একটা বিষের ভাণ্ডার সঙ্গে ক'রে এনেছেন; ভাল! বেঁচে থাকি তো আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে! এখন যেমন ব'ল্‌ছো বিশ্বাস হয় না, তখন এ মুখেই হয় তো এর চেয়েও বড় রকমের বিশ্বাসের কথা শুন্তে পাব!

[ঢোঁড়ার প্রবেশ]

বোড়ানী। ভ্রাতঃ ঢোঁড়া! কাণ্ড খানা কি?

ঢোঁড়া। তা আর আপনাদ্দের শুনে কাজ নাই! আমিও সেখানে অধিকক্ষণ থা'ক্তে ইচ্ছে ক'ল্লেম না— আমার এখন ওসব ভাল লাগেনা—

স্বর্ণগোধানী। আপনি এলেন, তাঁরা এলেন না?

ঢোঁড়া। না, তাঁরা ব'লে দিলেন, তাঁরা তাঁদের গর্ত্তেই যাবেন, এখানে আর আ'স্‌বেন না—

স্বর্ণগোধানী। তবে আমিও যাই—

ঢোঁড়া। আপনারা দয়া ক'রে এলেন, তা আমার অদৃষ্ট মন্দ, আপনাদ্দের নিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদও

ক’র্ত্তে পেলেম না—কেবল আমার আপন দুঃখের তর-ঙ্গেই সবাইকে ভাসালেম!—এখনও এই গর্ত্তটীকে আমার ব’লে ব’ল্ছি, ভগ্নিগণ! কা’ল্ সকালে আর তা ব’ল্তে পার্ব্বোনা—ব’ল্তেও চাইনে—কেননা এই রসাতল রাজ্যে আর এক তিলও থাকা উচিত নয়—কা’ল্ প্রত্যূষেই যাত্রা ক’র্ব্বো—আপনারা এঅভাগা অভাগিনীকে যেন ভুল্বেন না। (লাউডুগীর প্রতি) ভগ্নি লাউডুগি! আপনাকে একটী সুসংবাদ দিই—এত দুঃখের মধ্যেও যে সেই সুসংবাদটী প্রথমে আমি আপনাকে শুনুতে পা’লেম, এও পরম ভাগ্য!

সকলে। কি সুসংবাদ?

ঢোঁড়া। প্রিয় ভগ্নী লাউডুগী আর লাউডুগী নন—আ’জ্ থেকে খ’য়ে গোখ্রো হ’লেন! আর ওঁর হবু পতি “দাঁড়াশ” নামে সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছেন!

সকলে। বড় আহ্লাদ! বড় আহ্লাদ!

বোড়ানী। (সহাস্যে ঢোঁড়ানীর প্রতি) কিন্তু ভগ্নি! তোমার ইটী সুসংবাদ নয়—শুনিছি, গোখুরো নাগিনী সুধু দাঁড়াশকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না, ঢোঁড়াকেও নাকি কখনো কখনো পতিত্বে বরণ করেন!

ঢোঁড়ানী। আর ভগ্নি, আগে এ পরিহাসে আ-মোদ ক’র্ত্তে পার্ত্তেম—এখন আমার শিরে সংক্রান্তি!

স্বর্ণগোধানী। কিন্তু এ পবিত্র আশ্রমে এরূপ পরিহাসও ভাল না—আ'জ্ এই বিবরে বেড়াতে এসে যে সব কথা কর্ণে না শোন্‌বার, তাও শুন্তে হ'লো!

ঢোঁড়ানী। কি এমন অপবিত্র কথা শুন্‌লে?

স্বর্ণগোধানী। রাগ ক'রোনা—একেতো ঐরূপ পরিহাস হ'চ্ছে; তাও যা হ'ক্; কিন্তু আমাদের অনাথবন্ধু, আঁধারের মনি, দয়াময় মহাপ্রভুর চরিত্রে যে রকম কলঙ্ক রটানো হ'চ্ছে, তা কি আপনাদ্দের উচিত? আমরা ঠিক জানি, যদি পূবের সূর্য্য পশ্চিমে উঠে, আগুণ যদি শীতল হয়, বরফ যদি দপ্ দপ্ ক'রেও জ্বলে, তবু তাঁ হ'তে অন্যায় বা পক্ষপাত হবার নয়! আপনাদ্দের আ'জ্ দুঃখ হয়েছে, তাই যা মুখে আ'স্‌ছে তাই ব'ল্‌ছেন, কিন্তু তা ব'লে আমদ্দের তা কান পেতে কি শোনা উচিত? অতএব দয়া ক'রে বিদায় দিন, আর আমি এখানে থাক্তে চাইনে—আর আমি মহাগুরুর নিন্দে শুনে ম'জ্‌তে চাইনে!

[প্রস্থান।

বোড়ানী। দাঁড়া, আমরাও যাই—

[বোড়ানী ও লাউডগীর প্রস্থান।

ঢোঁড়ানী। দেখেছ একবার ফ'ক্কে যাওয়া—

ঢোঁড়া। বড় বয়েই গেল! ঐ সব মুখে চূণ কালী পড়ে কিনা, তাও দেখা যাবে—

ঢোঁড়ানী। ঐ গোঁড়ানী ছুঁড়িকে আমি তা আগেই ব'লে দিইছি—হায়! আমরাও এককালে অম্নি গোঁড়া গোঁড়ানী ছিলেম!

ঢোঁড়া। প্রিয়ে! তুমি প্রস্তুত হও—আর এখানে না—কা'ল্ সকালেই এই ভয়ানক যোগিনী চক্র ছেড়ে পালাতে হবে। এখানে দেখ্ছি, কতক কপট ধূর্ত্ত, কতক অসার নির্ব্বোধ—এখানে থা'ক্‌লে মান যাবে—মানতো গেছেই, শেষে মা'র খাওয়া বাকী, তাও হবে—ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও দূষিত হবে—লজ্জা শরম ভদ্রতা তো অর্দ্ধেক গেছে, যা বাকী আছে, তাও থা'ক্‌বে না—এখন নীচের বারিকে যে কাণ্ড দেখে এলেম, তা আর কি ব'ল্‌বো—এই দেখ, আমার বুকে হাত দে দেখ!

ঢোঁড়ানী। (পতির বুকে হাত দিয়া) ইস্! তা ইতো, একি? বুক যে তোল্‌পাড় ক'চ্ছে! কেন, কি হয়েছে বল দেখি শুনি? আমার কাছে ব'ল্‌তে দোষ কি?

ঢোঁড়া। আর কি হবে—মেটেগিড়্‌গিড়ির গর্ত্তে বেতআছড়া প্রবেশ করেছিল—

ঢোঁড়ানী। বল কি? তার পর?

ঢোঁড়া। তার পর আর ছাই ভস্ম ব'ল্‌বো কি?

আমরা যেই দেখা দিলেম, অম্নি ভণ্ড ছোঁড়া আমাদের মুখপানে ক্যাল্ ক্যাল্ ক'রে চেয়ে ব'ল্লে কি—"তাই তো ব্রাদার, আমি কেন এখানে?" ছোঁড়া এই কয়টী কথা এম্নি ভাব ভঙ্গীতে ব'ল্লে, যেন সে কিছুই জানেনা—সে যেন তার নিজের গর্ত্তে ঘুমিয়ে ছিল, আর ভূতে যেন তারে কোলে ক'রে মেটেগিড় গিড়ির গর্ত্তে এনে রেখে গেছে! হাসিও পায়, কান্নাও আসে—দুঃখের সময় একটা কথা মনে প'ড়্লো, না ব'লেও থা'ক্তে পারিনে।

ঢোঁড়ানী। কপালে যা আছে তাই হবে, মিছে ভেবে চিন্তে শরীর নষ্ট ক'র্ব্বে কেন? কি ব'ল্ছিলে স্বচ্ছন্দে আমোদ ক'রে বল?

ঢোঁড়া। অনেক দিন হলো, আমার মামাদের কানাচে এক বেটা চোর চুব্ চাব্ ক'রে কাঁঠাল পাড়্-ছিল; টের পেয়ে গাছ ঘেরাও ক'রে বেটাকে ধ'রে মশাল এনে দেখা গেল, চেনা লোক—পাড়ার তুফুনে গোয়ালা। সকলে মার্ত্তে যায়; তুফুনে হাত যোড় ক'রে ব'ল্লে "মশাইরে মারেন কেন? আমি রা'ত্ কাণা মানুষ, পথ দেখ্তে না পেয়ে গাছে উঠে প'ড়েছি!" সকলে ব'ল্লেন "ভাল, পথ ভুলে যেন গাছেই উঠ্লি, কাঁঠাল পা'ড়্লি কেন?" তুফুনে ব'ল্লে "আজ্ঞে, ঐটীই আমার চুক হয়েছে! একে রা'ত্ কাণা, তায় বয়েস

হয়ে আ'স্‌ছে, এমন ভুল চুক কি হয় না মশাই?"
এই কপট বেত-আছড়া ছোঁড়ার কাণ্ডও তাই!!

ঢোঁড়ানী। ছি, ছি, আর এখানে এক তিলও থাকা নয়—প্রভাতে যেন কারো মুখ না দেখ্‌তে হয়!

ঢোঁড়া। তবে দ্বার দাও!

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(নাগাশ্রম—পশ্চাতের উদ্যান)

[বোড়ানী, স্বর্ণগোধানী এবং খ'য়ে গোখ্‌রো (অর্থাৎ পূর্ব্বকার লাউডুগী) উপস্থিত]

খ'গো। আ'জ্‌ পুরুষেরা সব কোথায়?

বোড়ানী। ঐ যে ময়াল দাদা ব'লে গেলেন শুন্‌লে না, আ'জ্‌ নিকেতনে দয়াল প্রভুর সয়াল হ'চ্ছে—

খ'গো। তা আমরা কেন গেলেম না?

বোড়ানী। আ'জ্‌ নাকি কারকারবার বখরাবখ্‌রির সয়াল, তাই কেবল পুরুষেরাই গেছেন—

স্বর্ণ গোধানী। বুঝি সব ফিরে এসেছেন—ঐ যে পুকুর ধারে গোল শুন্‌ছি—

খ'গো। সয়াল কি গা ?

[নকুলের প্রবেশ]

নকু। সয়াল কি জান না ?—ইনিস্পিরেসন!

খ'গো। ওকি ? "ইনি-ছি-কিরে-শোন" কি ?

বোড়ানী। আ মুখে আগুণ! পাড়াগাঁয় থাকো, মনসার কি বাবাঠাকুরের সয়ালও কি শোনো নি ?

খ'গো। ও মা! সেই সয়াল? সে যে হাড়ী বাগ্দী দুলে মাগীদ্দের হয়—তাতে মুখ দে যে গ্যাঁজলা ওটে; রক্তও ছোটে; চ'ক্ ঠিক জবাফুল হয়; এলো চুলে মাথা ঘুরোয়; হাত পা আছড়ায়; বিকটাকার; এলো-মেলো ভূত ভবিষ্যৎ বকে—তারে বলে "বক্তার"!

নকু। আপনাদ্দের মহাপ্রভুর তত দূর হয় না, কিন্তু তার কাছাকাছি বটে—

খ'গো। এঁর কি রকম হয় ?

নকু। ইনিও বক্তার হন, কেবল র‍্যাজ্‌লা লোকদের মতন মুখে তত গ্যাঁজলা ওটেনা; আর তাদ্দের মতন ঝাঁকুনি, কাঁপুনি, ঘুরুনি, আছড়ানি হয় না বটে, কিন্তু আশপাশে মাথা চালেন; ঘন ঘন দোল খান; বুকের বদলে টেবিল্‌ চাপড়ান; মুখে আগুণ ওটে আর বক্তৃতা হলাহল অনর্গল ছোটে! নাকে যে একখানি কলি-কবজ তক্‌ তক্‌ করে, কেবল তারির গুণেই

ঝাঁকুনির ভাব অনেক দমনে থাকে, কেন না চক্ষুলজ্জা-কে সে একবারে বেরিয়ে যেতে দেয় না!

খ’গো। সয়ালে হয় কি?

নকু। বিশেষ আদেশ আর বিশেষ বিধান!

খ’গো। সে কি?

নকু। পৃথিবীতে পাপ তাপের বড় চাপ হলে পরমেশ্বর নাকি অবতার হন; কিম্বা নিজে বড় ব্যস্ত থা’ক্‌লে নায়েবও নাকি পাঠান—তাঁর নাম মহা-পুরুষ! তাঁর বুকের ভেতর ঈশ্বর এসে যা ব’লে দে যান তাই বিশেষ আদেশ, আর সেই আদেশ মত কাজ করাই বিশেষ বিধান।

খ’গো। মহারাজ কি অবতার না মহাপুরুষ?

নকু। আসল গাছপাকা ভক্তেরা অবতার ব’লেই চিনেছে; জাগা’নে ভক্তেরা মহাপুরুষ বলে; কিন্তু দেশের আর সকলে মায়া-পুরুষ ব’লেই জেনেছে!

স্বর্ণ গোধানী। সে কেবল পাপিষ্টি হিঁদুরা, আর দুষ্টু খগেন্দ্রের দল, আর জন কত নচ্ছার নাস্তিক!

খ’গো। সে যা হ’ক্ মহাপ্রভু ছাড়া আর কারো কি সয়াল হয়না?

বোড়ানী। ঠিক সয়াল যা, তা মহারাজারই হয়;

কিন্তু বিশেষ আদেশের অংশে তাঁর প্রধান ভক্তেরাও বঞ্চিত নন!—ইটী ভাই, আমি স্বচক্ষে দেখেছি—

খ'গো। কি দেখেছ দিদি?

বোড়ানী। সে দিন আমি তোলাপাড়া ক'চ্ছিলেম, আ'জ মুগের ডাল কি অড়র ডা'ল রাঁধি? প্রাণকান্ত বোড়া তা শুন্তে পেয়ে খপ্ ক'রে ধ্যানে ব'সে গেলেন; খানিক পরেই লাফিয়ে উঠে ব'ল্লেন "পেয়েছি, পেয়িছি, সন্দেহ পোড়াবার আগুণ পেয়েছি—প্রিয়ে! বিশেষ আদেশ হলো, আ'জ তুমি মুসুর ডা'ল আর পুঁই চিংড়ি রাঁধো!" ওরে ভাই ব'ল্লে না প্রত্যয় যাবে, সে দিন যদি মুগ কি অড়র ডা'ল আগে ভাগে আনাতেম, তবে বড় দুর্দ্দশাই হতো—

খ'গো। কিসে?

বোড়ানী। ঘরে যা পয়সা ছিল, তাতে মুগ কি অড়র আনালে শেষে মাছ তরকারি প্যান টানের পয়সা হতো না; কিন্তু সে পয়সায় মুসুর আর পুঁই চিংড়ি অনাসে হয়! তবেই হলো, ঐ বিশেষ আদেশ না পেলে বাক্সর তলা অত উট্‌কে না দেখে আগেই হয় তো মুগ কি অড়র আনাতেম, শেষে কাঁচকলা ভাজা বৈ আর কিছুই টাকুনা যুট্‌তো না! অতএব ভাই, ঐ বিশেষ আদেশটী এঁদের জাগ্রত!

নকু। সুধু. তাই? সে দিন পুঁয়ে বোড়া ময়াল মশা'র কাছে গে ব'লছিল "মশাই, দয়া ক'রে একবার সয়াল ক'রে দেখুন দেখি, আমি কাটের কার্‌বার করি, কি মুদীর দোকান খুলি?"

খ'গো। তিনি কি জবাব দিলেন?

নকু। তিনি খানিক ধ্যানে ব'সে অগ্নি ক'রে লাফিয়ে উঠে ব'ল্লেন "তুমি হ্যাও ক'রোনা, হোও ক'রোনা, তোমার পুঁজির টাকাগুলি এনে আশ্রমের তবিলে জমা দেও; তার পর আবার বিশেষ আদেশ হ'লে যা হয় ক'রো!" ফলে ঐ বিশেষ আদেশটী না হ'লে সে দিন আশ্রমে হাঁড়ি চ'ড়্‌তো না—তবিলে গো-হাড়্ ব'লে একটাও পয়সা ছিল না!

স্বর্ণগোধানী। উঃ! কি আশ্চর্য্য! পরমেশ্বর এই সব আশ্চর্য্য বিশেষ বিধানে তাঁর বিশেষ ভক্তগণকে রক্ষা ক'র্চ্ছেন, তবু দেশের অন্ধ লোক দেখেও দেখে না—তবু সকলে এসে মহাপ্রভুর শরণাগত হয় না!

নকু। তা বৈ কি, এই বিশেষ বিধান কি সামান্য কাণ্ড? এতে যদিও ব্যক্তি বিশেষের সর্ব্বনাশ হয়, কিন্তু একের ধ্বংসে অনেকের অনেক উপকার ঘটে! —এই দেখুন, ঢোঁড়ার মর্ম্মান্তিক হানি হ'লেও ছাপাখানাটী আশ্রমের নিজস্ব বস্তু হওয়াতে নাগলোকের

কত লাভ, কত সুবিধে হ'য়েছে! তেম্নি আবার আ'-জ্‌কের সয়ালে স্বর্ণগোধা ভায়ার স্কুল সম্বন্ধে যে বিশেষ বিধানটী হ'য়েছে, তাতে তাঁর আর আপনার ভাগে যা হ'ক, কিন্তু নাগবংশের উপকার বিস্তর!

স্বর্ণগোধানী। ও কি কথা নকুল বাবু? শুনে যে বুক কাঁপে—স্কুল তো অনেক দিন আশ্রমের অধীন হয়েছে; আশ্রমের অভ্রান্ত জ্ঞানী অধ্যক্ষেরা অবৈতনিক তত্ত্বাবধান ক'চ্ছেন, আর যুবরাজ অনন্তদেব অর্দ্ধেক বখরায় পড়াচ্ছেন, তাতে ভাল বৈ মন্দ কি? তাতে আমার স্বামীর স্বত্ব যাবে কেন?

নকু। সে তো আগেকার বিশেষ বিধান ছিল; চিরকালই কি তাই থা'ক্‌বে? কার সাধ্য দেবচরিত্র বুঝে? হয় তো কোনো গূঢ় অভিপ্রায়ে আ'জ্‌ আবার বিশেষ বিধান হলো, যে, স্কুলের সঙ্গে তোমার পতির নাম গন্ধ কোনো সম্বন্ধ আর থা'ক্‌বে না—

স্বর্ণগোধানী। বল কি? যার স্কুল, তার নাম গন্ধ সম্বন্ধ তার থা'ক্‌বে না—সে কেউ নয়—এও কি কেউ কখনো শুনেছে? নকুল বাবু! আমার মাথা খাও, সত্য বল, সত্যই কি এ বিধান হয়েছে?

নকু। আমি কি আপনাকে মিথ্যা ব'ল্‌তে পারি? আপনি এখনি তো শুন্তে পাবেন! কিন্তু সাধারণের

মঙ্গলের জন্য এরূপ বিশেষ বিধান হ'লে আপনার কি অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত? আপনি পরম ভক্ত—

স্বর্ণগোধানী। নকুল বাবু! আমাদ্দের যদি খাওয়া পরার যোত্র থা'ক্তো, তবে কক্ষণো এত অসন্তুষ্ট হতেম না! তোমরা কোন্ না জান, এত ক'রে মুখ দে রক্ত উঠে স্কুল বসিয়ে, ছেলে যুটিয়ে, প্রায় পাঁচ শ টাকা আয় দাঁড় করিয়ে আমার স্বামী কেবল ৩০।৩৫ টাকা বৈ পাচ্ছেন না; তবু আমি তাঁকে অসন্তুষ্ট হতে দিইনি—তিনিও তেমন নন—যে সব সয়েছেন, অন্যে তা পারে না! তিনি আপনার শীকারের বেশীর ভাগ সিংহকে দিয়েও তৃপ্তি-সুখে ছিলেন—তিনি একটা বাংলা বিভাগ বাড়িয়ে আর ২০।২৫ টাকা বা'ড়্তি রোজগার ক'চ্ছো, তবু আগেকার বিশেষ বিধানকে অমান্য করেন নি—ব'ল্‌তেন, কোনো রকমে ছেলে পুলের লালন পালন আর কায়ক্লেশে সংসার চালাতে পাল্লেই হলো; সুতরাং আমরা ঐ ৫০।৬০ টাকাতেই সন্তুষ্ট ছিলেম!

নকু। তাও তো গেল—

স্বর্ণগোধানী। তা গেলে চ'ল্‌বে কেন? সব সয়েছি, এ সবেনা; আর যা হ'ক্ পেট বুঝবে কেন?

নকু। তবে ঢোঁড়ার অন্নচিন্তা শুনে আপনি এত

চ'টে গিছ্‌লেন কেন? তাঁদ্দেরও কি পেট ছিল না?—আপনার বেলা আঁটি সাঁটি পরের বেলা দাঁতকপাটী! আপনার বেলা যেম্নিটী, পরের বেলা তেম্নিটী ভাবা কি আপনাদের মতন সমাজ-সংস্কারকদ্দের উচিত নয়?

স্বর্ণগোধানী। নকুল বাবু! তুমি যা ব'লছো যদি সত্য হয়, তবে এখন বুঝ্‌লেম গোঁড়ামীর কুহকে আমি তখন আচ্ছন্ন ছিলেম—আ'জ্‌ জা'ন্‌লেম ঢোঁড়া মশাই যথার্থ কথাই সব ব'লেছিলেন—আমি তাঁদের সঙ্গে যে ব্যাভার করেছিলেম, তা আমার খুব অন্যায় হয়েছিল—আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে এর জন্যে পায় ধ'রে মাপ চাব!

খ'গো। ও কি? ওদিগে চেঁচাচেঁচি কি?

নকু। এই কাণ্ড, আর কি? ঐ বিশেষ বিধানে স্বর্ণগোধা ভায়া যেরূপ বিশেষ আপ্যায়িত হয়েছেন, তা তো বুঝ্‌তেই পাচ্ছো! তিনি স্ত্রী পুত্র নিয়ে এখনি পবিত্র আশ্রম থেকে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছেন, আশ্রমাধ্যক্ষ মশাই ব'ল্‌ছেন, আমার পাওনা দিয়ে যাও—

স্বর্ণগোধানী। (উঠিয়া) পাওনা! এই সর্ব্বনাশ ক'ল্লে—আবার পাওনা! স্কুল তো নয়, তালুক—তা কেড়ে নিলে, আবার পাওনা—"যার ধন তার ধন নয়, নেতো খায় দই"— এই কি ধর্ম্ম?

[বেগে স্বর্ণগোধার প্রবেশ]

স্বর্ণগোধা। পাজি—নচ্ছার—এতবড় স্পর্দ্ধা!

সকলে। কি? কি? হয়েছে কি?

স্বর্ণগোধা। নচ্ছার বেটা আবার মা'র্ত্তে আসে—এরা আবার দেশ-সংস্কারক!—যত বাপে-খেদা'নে মায়-তাড়া'নে কপট ভণ্ড নষ্টলোকের কুহকে প'ড়ে আমরা জন কত বোকা গোঁড়া ছোঁড়া কেবল ধনে মানে কুলে শীলে ম'জে গেলেম—মা'র্ত্তে আসে—ওরা না ধ'ল্লে মজাটা দেখিয়ে দিতেম!—চল, প্রিয়ে, আর না—এত অপমান আর সয় না—আর এখানে এক তিলও রব না—

(নেপথ্যে—তবে তো বয়েই গেল! যাবি, যা না—পাওনা দিয়ে চ'লে যা না, তার আর জারি কি?—পাপ বেরুলেই তো বাঁচি!)

স্বর্ণগোধানী। (সরোদনে) হায়! শেষ কি কপালে এই ছিল? (ঊর্দ্ধমুখে করযোড়ে) হা ঈশ্বর! কেবল তোমার পবিত্র প্রেমের ভিখারিণী হয়েই স্বামী পুত্র নিয়ে ঘরথেকে বেরিয়ে এসেছিলেম—ভাবতেম, হিঁদুর সমাজে অজ্ঞানতা আঁধারের মধ্যে থাকলে তোমার সাক্ষাৎ পাব না, বাসুকি মহারাজার মহা আশ্রমে জ্ঞানের মণি

আর তোমার পবিত্র প্রেমের গ্যাস রা'ত্ দিন সমান জ্বলে, তাতে তোমার মঙ্গলময় রূপ দেখে এই শরীরেই স্বর্গে যাব! কিন্তু নাথ! তার বিপরীত হলো—হিঁদুর আলো-আঁধা'রে ঘর বরং লক্ষ গুণে ভাল—এ আলেয়ার আলো যে এককালে কুপথে নিয়ে গে ঘাড় মুচ্ড়ে দেয়!—হায়! হায়! শেষ কি দশাই হলো!—কি ব'লেই বা আবার ঘরে গে মুখ দেখাবো? (স্বামীর প্রতি) যা থাকে কপালে তাই হবে, তোমার এ অপমান আর চক্ষে দেখ্‌তে পারি নে—এই ন্যাও, (কণ্ঠ হইতে পাঁচনরী মোচন) এই খান ফেলে দে চল আমরা যাই!

[সকলের প্রস্থান।

(ইটষ্কেপ্‌স)

সমাপ্ত।

Opinion of the Press

ON

SEVERAL WORKS OF

Babu Manomohana Basu.

The Hindoo Patriot, July 8th, 1867.

"* * * Nevertheless Baboo Monmohun Bose has worked out his materials with no mean skill. * * The author is a practised Bengalee writer of some reputation, but the present is, we believe, his first appearance as a dramatist. Considering the difficulty of dramatic success, the most difficult indeed in literature, he needs not regret his venture, nor those friends of whom he speaks in his preface, as having thrust the task of writing the book upon him, their choice of an author."

The National Paper, July 17th, 1867.

"Amidst the rubbish of Bengalee dramas that the native press is daily issuing forth, this play holds a high place in our judgment. It penetrates into our hearts, giving rise to many noble feelings and sentiments, and its tragic conclusion is extremely pathetic. The subject, treated of, is of great antiquity and is valued with a peculiar religious veneration by the Hindoo community, and although not yet dramatised, it has been successfully pursued by many writers of uncommon ability both in poetry and prose. These circumstances speak to the advantage and disadvantage of the writer, who, nevertheless has drawn out the play with success and refined taste. The language is easy, elegant and flowing, and the poetical pieces are the best productions of the author. * * We have, therefore, no hesitation in pronouncing the Natuck to be one of the few that deserves our perusal and encouragement, and in demanding from the public a due regard to its merit."

Friday Review, July 19th, 1867.

"This is a drama of considerable merit. It recites the tale of the Royal unction of Rama, son of king Dasaratha of Oudh; of the intrigues of his step-mother Keka[illegible]; and of his subsequent banishment. The narrative is spirited, and the characters well-sustained."

The Bengalee, July 20th, 1867.

"* * * * The style of the present work is easy and graceful, and idiomatic where necessary; what strikes us most, is the author's strong contempt of all obscurity of thought and language, and hence we venture to say, that if in future, he employs his powers on subjects, capable of receiving the impressions of an inventive genius, he will secure the admiration of the public as a useful and capitivating writer. We cannot take leave of our author without introducing and specially recommending him to our female readers"

The Hindoo Patriot, December 12th, 1870.

"RAMAVISHAKA NATAKA, PRANAYA PORIKHA NATAKA, AND PADDIAMALA.

WHEN a work runs a second edition, it is a fair test of an author's success, and Babu Manomohana Basu, who is the author of the three poems, which head this notice, has achieved that success. The first on the list has reached the second edition, and the other two have been recently published. These works fairly attest the literary power of their author. He does not seem to be at all ambitious and hence there is not a trace of pedentry or false learning in all that he has written. It is becoming a rather besetting sin of the Bengalee authors of the day to show off their learning, either English or Sanskrit, as the case may be, and the result unfortunately is either Sanscritized or Anglicised Bengali. Our author has observed a golden mean. The choice of his subject is also very interesting. They have a peculiar attraction for female readers, and we are told that there is scarcely a respectable Native house, the domestic library of which is not adorned by *Ramavishaka Nataka*. *Pranaya Parikha*, as a work of art, is superior to the first, and the story is as interesting and affecting as some of the scenes of the drama. It is too long a play for the stage, and if a corps of amateurs should wish to perform it, they must considerably abridge it. The last *Padiamala* is intended as a school-book, and well-adapted to the purpose. Babu Manomohana Basu has a happy knack of describing in familiar language, but in rich vividness, the common objects around us and the common things of life, and the little pieces contained in the last-mentioned work give ample evidence of it."

Bengal Christian Herald, June 20th, 1873.

"A speech in the Bengalee language, worthy of the name, had, till lately, been a thing unknown. No wonder therefore, that public

opinion had prejudicated the matter so far as to laugh to scorn any proposal made in its favor. To Babu Manomohana Basu, our excellent editor of the *Madhyastha*, belongs the credit of rescuing Bengalee speeches from the contempt in which they were held of our educated countrymen. We take leave now to congratulate him on his success in recommending, by the force of his own example, the cultivation of Bengalee eloquence. We have had for some days lying before us a volume of selections from his speeches, issued from the *Madhyastha* Press, price ten annas. The volume contains five of his speeches, three of which were delivered at the Hindu Mela., one at the Baruipur Mela and one at the *Chota Jagulia Hitaishi Sabha*. We have carefully gone over the 111 pages covered by these speeches, and we have been struck with the purity and chasteness of the style; the evolution of the latent elasticity of our language, in the expression of ideas, foreign and intractable; the flights of eloquence, fiery and of the heart; the warmth of feeling, the earnestness of purpose, the zeal of patriotism, and the vein of honesty;—which mark Babu Manomohan's speeches. The last speech, in which the duties of Teachers and of Scholars are enforced, is particularly instructive."

The Bengalee January 14th, 1871.

"*** Finding the very small number of Poetical works fit for the study of boys attending the Bengalee *Patshalas*, the author wrote the pieces (Padyamala.) now before us. Bearing in mind this object, we venture to say that the Baboo has succeeded remarkably well, We recommend the book to the heads of our *Patshalas*.

The Same, 27th July, 1874.

"This is the third attempt of Babu Monmohun Bose at dramatical composition,* and, we are glad to say, it fully sustains his reputation as a writer of chaste Bengalee plays. Babu Monmohun Bose is master of an easy and graceful style which never fails to invest his plays with a peculiar choice of his subject as in the sentiments ascribed to his *dramatis personae*. The story of the play is one, which carries us back to the dim days of Hindoo mythology and makes us acquainted with the doings of gods and goddesses as conceived by the vivid imagination of our ancient poets. It also conveys a deep moral—the exalted notion of chastity and conjugal fidelity as exemplified in the life of Sati—the heroine of the play.*****"

---

* সতীনাটক।

বাঙ্গালা সংবাদপত্রের অভিপ্রায়।

রামাভিষেক নাটক সম্বন্ধে ঐ।

প্রভাকর। ২১ শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৪।

"* * (বর্ণনা) এতদূর স্বাভাবিক যে, স্বয়ং প্রকৃতি দেবী যেন প্রত্যেক পদে পদক্ষেপ করিয়া নৃত্য করিয়াছেন। *** এতদূর শোকাবহ, যে, ইহার তৃতীয় অঙ্কের পর সমাপ্তি পর্য্যন্ত পাঠ করিবার সময় ঘন ঘন কণ্ঠশুষ্ক, বক্ষঃকম্প এবং নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ হয়। * * * একটী কথা দ্বারা এই নাটকের গুণাংশের প্রশংসা করিতে হইলে কেবল এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে, ইহার ভাষাপারিপাট্য, রচনালালিত্য, ভাবমাধুর্য্য এবং মর্ম্ম-কারুণ্য প্রভৃতি সকল গুলিই সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হইয়াছে।"

সোমপ্রকাশ। ৪ঠা আষাঢ় ১২৭৪।

"এখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল এবং রচনাও অতিশয় মধুর ও মনোহর হইয়াছে। বিষয়টী যেরূপ করুণরসাত্মক, গ্রন্থকার তদনুরূপ ভাব পাঠকগণের মনে উদ্রেক করিতে পারিবেন, ইহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। গ্রন্থকারের আর একটী প্রশংসার বিষয় এই যে, তিনি বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি সকল কৌশলক্রমে সমর্থিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পদ্যগুলিতে তাঁহার রচনাশক্তির বিশেষ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।"

এডুকেশন গেজেট। ১৫ই আষাঢ় ১২৭৪।

"* * * রামের রাজ্যাভিষেক ঘোষণা অবধি বন-

গমন পর্য্যন্ত তাবৎ বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নাটকখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বিষয়টী যেমন করুণ-রসপরিপূর্ণ, লিপিচাতুর্য্যও সেরূপ হৃদয়দ্রবকারী হইয়াছে। রামাভিষেক নাটক খানি পড়িতে পড়িতে বাস্তবিক আমাদিগকে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। ফলতঃ বাঙ্গালাভাষায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাটক অদ্যাপি আমাদের নয়নগোচর হয় নাই।"

ভারতরঞ্জন। ৩২ শে আষাঢ় ১২৭৪।

"আমরা এ পর্য্যন্ত যত নাটক দেখিয়াছি, এখানি অনেক অংশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। * * *"

ঢাকাপ্রকাশ। ৩ই শ্রাবণ, ১২৭৪।

"* * * ইহাতে রামের রাজ্যাভিষেকের অধিবাস ও বনবাস অতি উৎকৃষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বিষয়টী যেমন করুণরসাত্মক, রচনাও সেইরূপ হৃদয়াদ্র-কারিণী হইয়াছে। ইহার অনেক স্থান পাঠ করিয়া আমরা অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই।"

অবলাবান্ধব। ১৮ই পৌষ ১২৭৭।

"গ্রন্থখানি পড়িতে যাইয়া স্থানে স্থানে আমরা এরূপ শোকাভিভূত হইয়াছি যে, কোনক্রমে অশ্রুবেগ সংবরণ করিতে পারি নাই। ** অশ্লীল বিষয়ের সমাবেশ ভিন্নও যে হাস্য রসের উদ্দীপন করা যায়, এই স্থলে তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। এই নাটক খানি স্ত্রীলোকের পাঠের পক্ষে অতি উপাদেয় হইয়াছে বলিয়া আমরা মনোমোহন বাবুর নিকট বিশেষ বাধ্য হইলাম।"

মিত্রপ্রকাশ। মাঘ, ১২৭৭।

"রামাভিষেক নাটক যে একখানি করুণরসপূর্ণ উৎকৃষ্ট

দৃশ্য কাব্য, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত নই।"

প্রণয়পরীক্ষা সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

এডুকেশন গেজেট। ২৮ শে কার্ত্তিক, ১২৭৬।

"* * ফলতঃ আমাদিগের মতে প্রণয়-পরীক্ষা নাটক এক খানি উত্তম বস্তু—উহা পাঠ করিয়া আমোদ এবং শিক্ষা লাভ হইবার সম্ভাবনা।"

ভারতরঞ্জন। ১০ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৬।

"** তাঁহার পূর্ব্ব প্রকাশিত রামাভিষেক নাটক, এখানির সমক্ষে আর প্রশংসা পাইবার যোগ্য নয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রণয়-পরীক্ষার আখ্যায়িকাটী গ্রন্থকারের প্রগাঢ় চিন্তাশক্তিকল্পিত। রামাভিষেকের আখ্যানটীর জন্য লেখককে চিন্তা করিতে হয় নাই, অন্যান্য অঙ্গ সম্বন্ধে যে কিছু কৌশল বিস্তার করিতে হইয়াছিল। এখানির সর্ব্বাঙ্গ, প্রণেতার প্রগাঢ় সুকৌশলসম্পন্না চিন্তাদেবীর সাহায্যে নির্ম্মিত এবং সুসজ্জিত করিতে হইয়াছে। সুতরাং রচয়িতার প্রথম গ্রন্থ অপেক্ষা যে এখানি প্রশংসনীয় ইহা বলা বাহুল্য।** ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এরূপ সুকৌশলপূরিত, যে পাঠ কালে রচয়িতাকে কেবল ধন্যবাদ দিয়া পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না। ** এই নাট্যোল্লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির আদ্যন্ত ভাবের এবং চরিত্রের বিপর্য্যয় হয় নাই। সময়োচিত ভাব পরিবর্ত্তন কালেও স্বভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। এটীও নাটকের অল্প প্রশংসনীয় অঙ্গ নহে। ইহার প্রত্যেক কথার গম্ভীর ভাব ও চমৎকার অর্থ। বাঙ্গালা নাটকের নামে যে এক প্রকার অরুচি জন্মিয়া উঠিয়াছে, প্রণয়-পরীক্ষা

নাটকের ন্যায় নাটক যে সেই অরুচিনিবারক তাহাতে সন্দেহ নাই।"

প্রভাকর। ১৬ ই আশ্বিন, ১২৭৬ সাল।

"** একাধিক বিবাহের দোষ কীর্ত্তন করাই ইহার উদ্দেশ্য। শান্তশীল চৌধুরী নামক এক জমীদারের দুটী স্ত্রী ছিল। জ্যেষ্ঠা মহামায়া—কনিষ্ঠা সরলা। ইহাদিগের সপত্নীসুলভ ঘটনাই সম্ভবনীয় বটে, কিন্তু নাটাকার ইহার মধ্যে কিছু কৌশল করিয়াছেন, তাহাতে ইহার চমৎকারিত্বও কিছু অধিক হইয়াছে। ** মনোমোহন বাবু কবি—এ নাটকও তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। * * *

মিত্রপ্রকাশ। আশ্বিন, ১২৭৭ সাল।

"প্রণয়-পরীক্ষা নাটক। * * এখানি (রামাভিষেক) নাটকের বয়সে কনিষ্ঠ হইয়াও গুণে গরিষ্ঠ হইয়াছে। এখানি যেরূপ সদুপদেশক, সেইরূপ প্রণয় ও করুণরস পরিপূর্ণ এবং শ্রুতিমধুর। ইহার ভাষা অতিশয় মার্জ্জিত, অথচ প্রাঞ্জল। অভিনয়ের পক্ষেও এখানির বিশেষ উপযোগিতা আছে। প্রস্তাবের কৌশল সম্ভবপর ও অতীব চমৎকারজনক। এপর্য্যন্ত দেশাচার সম্বন্ধে অনেকে নাটক লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু ইঁহার ন্যায় সকলে সকল বিষয়ে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই। বহুবিবাহ বিষয়ে শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন যে "নব নাটক" প্রণয়ন করেন, তাহার সহিত এখানির তুলনা করিলে অনেক অংশে উৎকৃষ্ট বোধ হয়। * * পাঠকগণকে অনুরোধ করি এই নাটকের এক এক খণ্ড পাঠ করিয়া দেখুন। পাঠে যে সময় ব্যয় হইবে, তাহার শতগুণ আমোদ এবং উপদেশ পাইতে পারিবেন।"

হিন্দুহিতৈষিণী। ১০ই বৈশাখ, ১২৭৮ সাল।

প্রণয়পরীক্ষা নাটক। * * * নাটকখানি সর্ব্বাংশে মনোহর হইয়াছে। আমরা বাহুল্যভয়ে ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের চিত্তানন্দ বর্দ্ধন করিতে পারিলাম না। ফলতঃ অন্যান্য নাটকের সহিত তুলনা করিলে এ নাটকখানি সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। প্রস্তাবের কৌশল, চাতুর্য ও ভাব অতি মনোহর। মনোমোহন বাবুর নাটক রচনার সুন্দর ক্ষমতা হইয়াছে; ইনি বিশুদ্ধ নাটক লেখার সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। ভরসা করি, ক্রমে ইনি বিশুদ্ধ নাটকের অভাব দূর করিবেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদের দেশীয়েরা মাতৃভাষার উন্নতির নিমিত্ত সুলেখকদিগকে উৎসাহ দেন না। অধিক কি, অন্ততঃ ক্ষমতাশীলেরা এক এক খণ্ড গ্রহণ করিলেও ইঁহারা যথেষ্ট উৎসাহ পান।"

সতীনাটক সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

অমৃতবাজার পত্রিকা। ১৫ই ফাল্গুন, ১২৮০।

"সতী নাটক। শ্রীমনোমোহন বসু প্রণীত। মনোমোহন বাবু বাঙ্গালী পাঠক সমাজে অপরিচিত নহেন। ইনি একজন পুরাতন নাটকলেখক। ইঁহার রামাভিষেক ও প্রণয়পরীক্ষা নাটক জনসমাজে সমাদৃত হইয়াছে। মনোমোহন বাবু আবার হিন্দুমেলার একজন প্রধান বক্তা। তাঁহার সতী নাটক যে পাঠক সমাজে আদরণীয় হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনার মধ্যে তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, তাঁহার শান্তে পাগলার নূতন চিত্রটী আমাদের নিকট অতি আদরণীয় হইয়াছে।"

সাপ্তাহিক সমাচার। ৯ই চৈত্র, ১২৮০।

"সতী নাটক। * * * বাবু মনোমোহন বসু সুকবি ও

সুলেখক, বাঙ্গালা সাহিত্যামোদীগণ তাঁহার নিকট বিলক্ষণ উপকৃত আছেন, তৎপ্রণীত রামাভিষেক ও প্রণয় পরীক্ষা নাটক ও তৎসম্পাদিত মধ্যস্থ পত্রখানি পাঠ করিয়া অনেকেই চিত্ত-বিনোদন করিয়া থাকেন. ঈদৃশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারের রচনা যে প্রীতিদায়িনী হইবে বলা বাহুল্য। * * * *"

মুর্শিদাবাদ পত্রিকা। ৫ই বৈশাখ, ১২৮১।

"* * সুতরাং উহার প্রকৃতি শুদ্ধি, রচনাচাতুর্য্য, শব্দের মাধুর্য্য, শৈব ও বৈষ্ণবের বিশুদ্ধ স্বধর্ম্মানুরাগ, নারদের স্বভাব, শিবের শিবত্ব, সতীর পাতিব্রত্য, দক্ষের রাজপদ গৌরব এবং তদঙ্গীভূত শ্বশুরত্ব ভগিনীগণের সহোদরার প্রতি স্নেহ, ঈর্ষা ও আত্মগৌরব, প্রসূতীর কন্যাবাৎসল্য, শান্তিরামের বিকারশূন্য ইষ্টসিদ্ধি ও সংসার ঔদাসীন্য, নন্দীর প্রভুপরায়ণতা, সতীর আত্মাদরাবস্থায় সন্তোষ ও গৌরব জ্ঞান পতির দুঃখ অবস্থায় শ্রদ্ধা প্রীতি এবং সতীর পিতা ও পতি উভয় গুরুতর পাত্রের অ-নিয় স্থলে পিতৃদত্ত আত্মদেহ বলিদান দ্বারা শান্তি স্থাপনের পৌরাণিক গূঢ় তাৎপর্য্য বিন্যাস—এই গুলি অতি পরিপাটী রূপে ও সজীব চিত্রিত হইয়াছে। এবং এই দৃশ্য কাব্যের অভিনয়ও হইয়া গিয়াছে। মনোমোহন বাবুর রামাভিষেকের ন্যায় সতীনাটকেও কৃতকার্য্যতা লাভ হইয়াছে। * **"

হালিসহর পত্রিকা। ১২ই বৈশাখ, ১২৮১।

"সতী নাটক। * * * দক্ষযজ্ঞ ইহার অঙ্গ। প্রস্তাবটী প্রাচীন হইলেও মনোমোহন বাবুর লেখনী ইহাকে নূতন ভূষণে ভূষিত করিয়া যে আমাদিগকে আনন্দ দান করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করি না। অনেক নূতন ভাব ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। পাগলা শান্তিরাম, একটী নূতন পদার্থ। ইহার কবিতাগুলি সুন্দর; সঙ্গীতগুলি হৃদয়গ্রাহী। * * * *"

জ্ঞানাঙ্কুর। বৈশাখ, ১২৮১।

"সতী নাটক—শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু প্রণীত। মনো-মোহন বাবু বহু কালের পুরাতন উপাদান দ্বারা রামাভিষেক

এবং সতী নাটক দুই খানি অভিনব প্রণালীর দৃশ্য কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

যে উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া সতী নাটক প্রণীত হইয়াছে তাহা বঙ্গদেশে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। দক্ষ প্রজাপতি জামাতা শম্ভুর নিকট হইতে আশানুযায়ী সম্মান লাভ করিতে না পারায় তাঁহার অবমাননা করিবার নিমিত্ত দক্ষযজ্ঞের আয়োজন করিলেন। তদীয় দুহিতা শিবাবমাননা জন্য জনকের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাঁহার প্রবোধার্থে অনিমন্ত্রিতা হইয়াও পিতৃভবনে গমন করেন। তথায় পিতৃমুখে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া বিষাদে সমাবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তদবধি তিনি সতীকুলের অগ্রগণ্য এবং পতিব্রতাদিগের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছেন। এই প্রাচীন আখ্যায়িকায় যথাসম্ভব হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া অতি মনোহর নাটক রচিত হইয়াছে।

মনোমোহনবাবু নাট্যোল্লিখিত পৃথক পৃথক্ ব্যক্তি সকলের চরিত্র আদ্যোপান্ত সমভাবে রক্ষা করিতে ত্রুটী করেন নাই। নারদ শান্তিরাম, মঘা, অক্রেধা প্রভৃতি কয়েকটী চিত্র উত্তম চিত্রিত হইয়াছে।

সতী নাটকের ভাষা ও রচনাপ্রণালী উৎকৃষ্ট হইয়াছে। স্থানে স্থানে উত্তম কয়েকটী গান থাকায় গ্রন্থখানি অভিনয় পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।" * * * *

পদ্যমালা সম্বন্ধে ঐ।

এডুকেশন গেজেট। ২রা পৌষ, ১২৭৭ সাল।

"* * * আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি দেখিয়া অতি প্রীত হইলাম। ইহার প্রবন্ধগুলি সরল ভাষায় রচিত ও মধ্যে মধ্যে কাব্যরসাভিষিক্তও বটে। আমাদের ইহাকে শিশুদিগের এত উপযোগী বলিয়া বোধ হইয়াছে যে, আমরা স্বকীয় বালক বালিকাগণকে এই পুস্তক পড়াইবার অভিপ্রায় করিয়াছি।"

প্রভাকর। ৩ই পৌষ, ১২৭৭ সাল।

"* * * বিদ্যালয়ের অল্পবয়স্ক শিশুগণের পাঠার্থ ইহা রচিত হইয়াছে। * * গ্রন্থকার উদ্দেশ্য বিষয়ে কৃতকার্য্য হই-

য়াছেন। শব্দগুলি অতি কোমল, ভাষা অতি সরল এবং পাঠ-গুলি হিতোপদেশে পরিপূর্ণ। আমরা বিদ্যালয়ে শিশুপাঠ্য যতগুলি পদ্য পুস্তক দেখিতে পাই, তৎসমস্তের মধ্যে এই খানি ভাল বোধ হইল। * * আমরা ভরসা করি, বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই কাব্যখানি পাঠ্য-পুস্তক-শ্রেণী মধ্যে গ্রহণ করিবেন, এতৎপাঠে বালকগণের বিশেষ উপকার হইবে।"

মিত্রপ্রকাশ, মাঘ ১২৭৭ সাল।

"পদ্যমালা ১ম ভাগ। * * লেখা সরল, সুমিষ্ট ও নীতিগর্ভ। এই পদ্যমালা বালক বালিকাগণ সাদরে কণ্ঠে ধারণ করিলে তাহারা রত্নমালা ধারণ অপেক্ষাও শোভনীয় হইবে সন্দেহ নাই। ভরসা করি, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ স্ব স্ব অধিকৃত বিদ্যালয়ে ইহার প্রচলন করিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহ দান করিবেন।"

হিন্দুহিতৈষিণী, ৫ই চৈত্র ১২৭৭ সাল।

"* * * এখানি ঢাকা ও বিক্রমপুরের বঙ্গ বিদ্যালয় সমূহের ৫ম শ্রেণীর পাঠ্য। পুস্তকখানির পদ্যগুলি অতি সরল—অল্প বয়স্ক বালকবালিকার সহজবোধ্য ও উপযোগী হইয়াছে। গ্রন্থকার বালকগণের আনন্দবর্দ্ধক বিষয় লইয়াই সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছেন। বিষয়ও বালক বালিকার চিত্তকে আকর্ষণ করে। আমরা এই ৩৪ পৃষ্ঠার পদ্যময় পুস্তকখানি পাঠে প্রীত হইলাম।"

হিন্দু আচার ব্যবহার ও বক্তৃতামালা সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

মুর্শিদাবাদ পত্রিকা। ১৮ই ফাল্গুন ১২৭৯ সাল।

"হিন্দু আচার ব্যবহার— * * আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম। ইহার সহিত কোনো কোনো স্থলে কাহারো মতের একতা না হউক অথবা কোনো কোনো স্থল অভ্রান্ত না হইতে পারে কিন্তু ইহার মধ্যে হিন্দু আচার ব্যবহারের বিস্তর জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এমন অনেক বিষয় আছে যাহাতে নব্যদিগের জ্ঞান মাত্র নাই। যিনি স্ত্রী পুত্র পরিবার সহ গৃহস্থাশ্রম বাসী, তাঁহারই ইহার এক এক খানি সংগ্রহ এবং পাঠ করা উচিত। লেখকের মীমাংসা অতি চমৎকার। ***"

এডুকেশন গেজেট। ১৮ই ফাল্গুন ১২৭৯ সাল।

"হিন্দু আচার ব্যবহার (১মভাগ)-**পুস্তকখানির লিপিপ্রণালী উত্তম হইয়াছে। যদিও গ্রন্থকারের সহিত সকল বিষয়ে আমাদের ঐক্য না হউক, কিন্তু তাঁহার ভূয়োদর্শনের জন্য আমরা তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। এইরূপ পুস্তক হিন্দু-মাত্রেরই এক এক খণ্ড ক্রয় করা আবশ্যক। * *"

হিন্দুহিতৈষিণী। ২৬ শে ফাল্গুণ ১২৭৯ সাল।

"হিন্দু আচার ব্যবহার, প্রথমভাগ. পারিবারিক। * * প্রস্তাবিত গ্রন্থের সমগ্র পাঠ করিয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম। নবীন সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ মধ্যে যাঁহারা মোহাভিভূতের ন্যায় হিন্দু আচারব্যবহারের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে সুখী বিবেচনা করিতেছেন, এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহাদের অনেক উপকার হওয়ার সম্ভব, অন্ততঃ কতক বিষয়ে তাঁহাদের ভ্রমও দূর হইতে পারে। * * হিন্দুপারিবারিক শৃঙ্খলা যে কত প্রশংসনীয়, বুদ্ধির চঞ্চলতানিবন্ধন বুঝিতে নাপারিয়া কেহ কেহ উহা নিতান্ত বিষবৎ মনে করিয়া থাকে। ফলতঃ এই গ্রন্থে হিন্দুদিগের আচারব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল কথা লেখা হইয়াছে, তৎপাঠে হিন্দু সাধারণ স্বীয় সমাজের অনেক উৎকৃষ্টতর নিয়মাদির গুণাগুণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমাদের এমন অনেক বিষয় আছে যে, আমরা তাহা জানি বটে কিন্তু তাহা কতদূর প্রয়োজনীয়, সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি না। কেহ তাহার উপকারিতা বিশদরূপে দেখাইয়া দিলে চিত্ত আকৃষ্ট হয়। মনোমোহন বাবু লিপিনৈপুণ্যে হিন্দু আচারগুলি অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। * * এই বক্তৃতায় মনোমোহন বাবুর হিন্দুসমাজ-হিতৈষিতার বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে। গ্রন্থকারের উৎসাহ জন্য নয়, শুদ্ধ আপনাপন উপকারের জন্যই প্রত্যেকের এই গ্রন্থ পাঠ করা উচিত।"

ঢাকাপ্রকাশ। ১৮ই চৈত্র ১২৭৯ সাল।

"হিন্দু আচার ব্যবহার প্রথমভাগ পারিবারিক—* *গ্রন্থকার এই পুস্তকে প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দু,পারিবারিক আচার ব্যবহারের দোষ গুণ সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। দোষ অপেক্ষ